১৫ তম খণ্ড

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

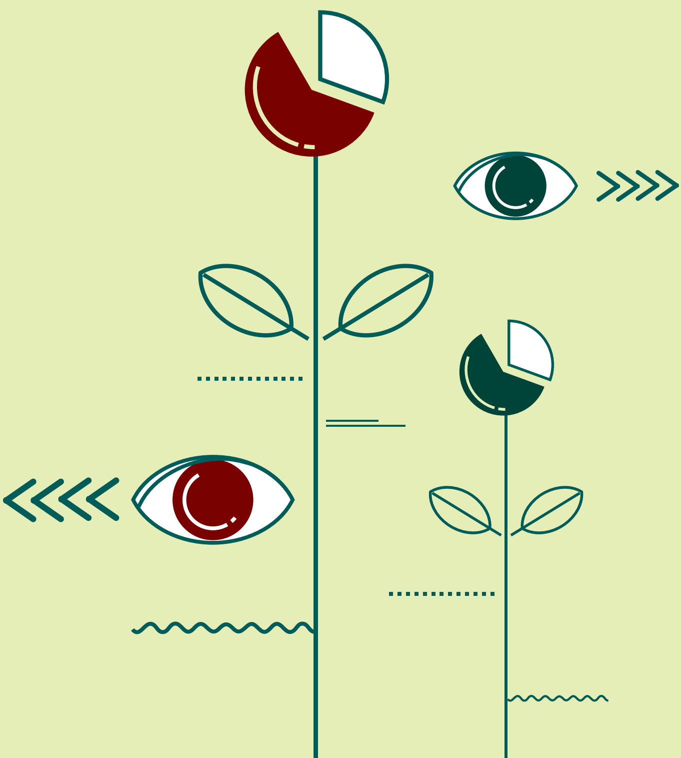

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

পঞ্চদশ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
Governance Challenges of Bangladesh: The Way Forward
২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংকলন

পঞ্চদশ খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫
© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গবেষণাগুলোর উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

প্রচ্ছদ অলংকরণ
সামছুদ্দোহা সাফায়েত

মূল্য : ৪০০ টাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরোনো ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২ ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪১০২১২৭২
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN : 978-984-35-7244-8

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

"নতুন বাংলাদেশ" : কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ ১৫
শাহজাদা এম আকরাম, মো. জুলকারনাইন, ফারহানা রহমান ও মো. মোস্তফা কামাল

"নতুন বাংলাদেশ" : গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে টিআইবির সুপারিশ ৫৫

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং ৬৫
মো. মাহ্ফুজুল হক, মো. নেওয়াজুল মওলা ও মো. সাজেদুল ইসলাম

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০২৪ : হলফনামা বিশ্লেষণ ও ফলাফল ১০৩
মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, রিফাত রহমান, কে. এম. রফিকুল আলম ও ইকরামুল হক ইভান

পার্লামেন্টওয়াচ : একাদশ জাতীয় সংসদ ১৩৩
রাবেয়া আক্তার কনিকা ও মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার ১৫৫
মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ, ফারহানা রহমান ও মোহাম্মদ নূরে আলম

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা খাত

সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ১৭৯
মো. মোস্তফা কামাল ও মো. জুলকারনাইন

তৃতীয় অধ্যায়
পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন

সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় **২০৫**
মো. নেওয়াজুল মওলা ও মো. সহিদুল ইসলাম

জাতিসংঘ কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলন : বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের জন্য টিআইবির সুপারিশ **২২৭**

গবেষক পরিচিতি **২৩৫**

মুখবন্ধ

২০২৪ সাল বাংলাদেশের জন্য একটি যুগান্তকারী বছর। বছরটি শুরু হয়েছিল একটি বিতর্কিত, একপক্ষীয় ও পাতানো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যার ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হয়। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা একটি অহিংস আন্দোলন শুরু করে ২০২৪ সালের জুন মাসে, যা সরকারের নজিরবিহীন নিপীড়ন ও সহিংসতার কারণে জুলাই-আগস্ট মাসে সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হয়। দীর্ঘ সময়ের কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে এই আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা ছাড়াও সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। এই পরিক্রমায় বহু ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট সরকারের পতন ঘটে এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক এবং সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা। "নতুন বাংলাদেশে" রাষ্ট্র সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সব প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সব অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী নিষ্কণ্টক পরিবেশ অপরিহার্য। তবে সার্বিক রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ও পেশাগত দেউলিয়াপনা থেকে উদ্ধার করা ছাড়া দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, যেন জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতা এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে দুর্নীতির প্রকৃতি, প্রক্রিয়া, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোয় প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় ও এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে "বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়" শীর্ষক ১৪টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের পঞ্চদশ সংকলন ২০২৫ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে শুদ্ধাচারব্যবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত রাষ্ট্র-সংস্কার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিনে সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত অপরাধের তদন্ত ও বিচার, আর্থিক খাত, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সেনাবাহিনীকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত পর্যায়ে ভূমিকায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার প্রশ্নে কোনো কোনো মহলের ধৈর্যের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দলবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতিকে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও দলীয়করণের পরিবর্তে আরেকটি দলীয়করণের প্রতিস্থাপন অথবা হাতবদল বলে চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সংস্কার নিয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায়নি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাবের ফলে অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। এ সবই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনড় অবস্থান ও রাজনৈতিক সহনশীলতার ঘাটতি, অতিরিক্ত ক্ষমতায়ন এবং বিভাজন; কোনো কোনো গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ এবং হুমকি-হামলাসহ একাধিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার তৎপরতা, অনেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ঢালাও মামলা এবং নির্বিচারে অ্যাক্রিডিটেশন বাতিলের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হুমকি; নাগরিক সমাজের কোনো কোনো মহলের

অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা অসাম্প্রদায়িক, সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়।

সবশেষে, ভারতের পক্ষ থেকে একদিকে কর্তৃত্ববাদ পতনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকারে ব্যর্থতা এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করতে ভারত থেকে পতিত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি প্রভাবশালী দেশ ও দাতা সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার আশ্বাস ও ঘোষণা থাকলেও প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সহায়তা-সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি দেশবাসীর ওপর অতিরিক্ত বোঝা তৈরি করতে পারে বলে উদ্বেগ রয়েছে।

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে টিআইবির প্রণয়নকৃত সুপারিশমালা উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে সার্বিকভাবে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সংস্কার-সম্পর্কিত নয়টি কৌশলগত বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। কৌশলগত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- গণতান্ত্রিক চর্চা; আইনের শাসন ও মানবাধিকার; অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থ পাচার রোধ; সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান; নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা; তথ্য অধিকার ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা; স্থানীয় সরকারব্যবস্থা; ব্যাংক খাত এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশ। এ নয়টি ক্ষেত্রে সর্বমোট ৫৫টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-প্রক্রিয়ার পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দেখা যায় নির্বাচন একদিকে একপক্ষীয় ও পাতানো হয়েছে এবং অন্যদিকে অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। নির্বাচনকালীন সরকারের নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনগত সীমারেখার নামে কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে একতরফা নির্বাচনের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনও অনুরূপভাবে একই অ্যাজেন্ডার সহায়ক ভূমিকায় লিপ্ত থেকেছে। একতরফা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সবার সমান প্রচারণার সুযোগ এবং সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের সমান নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ নির্বাচনে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিতেও নির্বাচন কমিশনের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। ক্ষমতাসীন দল ও দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং নেতা-কর্মী কর্তৃক নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসন উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রভাবিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি অংশ বিধিবহির্ভূতভাবে নির্বাচন-পূর্ববর্তী এবং নির্বাচনকালীন প্রচারণাসহ ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক হয়ে বিবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধারণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

উত্তম চর্চার অন্যতম উপাদান অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও সর্বোপরি সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের পূর্বশর্ত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিপালিত হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীর সাথে একই দলের "স্বতন্ত্র" ও অন্য দলের সরকার-সমর্থিত প্রার্থীদের যে পাতানো নির্বাচন হয়েছে, তাতেও ব্যাপক আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ অসুস্থ ও সহিংস প্রতিযোগিতা হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ব্যয় করেছেন। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসনব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জবাবদিহিহীন প্রয়োগের পথ আরও প্রসারিত হয়েছে। সংসদে ব্যবসায়ী আধিপত্যের মাত্রাও একচেটিয়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাপকতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নীতি-দখলের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে।

চতুর্থ প্রবন্ধে ২০২৪ সালের উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী হলফনামার তথ্যাবলি সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতাসংক্রান্ত তথ্যের প্রাথমিক দলিল হচ্ছে হলফনামা। হলফনামার সব তথ্যকে আরও বিশ্লেষণযোগ্য ও সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অংশীজন কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার অংশ হিসেবে হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করা ও প্রাপ্ত ফলাফল "ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০২৪ : হলফনামা বিশ্লেষণ ও ফলাফল" প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় উপজেলা নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের হলফনামা প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন। স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ নেয় না বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করে না। হলফনামাকে কেন্দ্র করে জনপ্রতিনিধিদের আয় ও সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধিসংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এখনো জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। প্রবন্ধটিতে ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ ও চতুর্থ ও পঞ্চম উপজেলা নির্বাচনের সাপেক্ষে তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ প্রার্থীর হলফনামার সঙ্গে আয়কর রিটার্নের সম্পদের হিসেবের পার্থক্য দেখা যায়। এ ছাড়া অস্থাবর সম্পদের বৃদ্ধিতে উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা সংসদ সদস্যদেরও পেছনে ফেলেছেন।

পঞ্চম প্রবন্ধে শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদের ওপর টিআইবির নিয়মিত পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা "পার্লামেন্ট ওয়াচ"–এর সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী, দলীয় সরকারের অধীনে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, দশম সংসদের মতো এই সংসদেও সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাচনকালীন মহাজোটের একটি দল নিয়মরক্ষার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে, যা গণতান্ত্রিক চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সরকারি দলের নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে, বিশেষ করে আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা জোরদার হয়েছে।

অন্যদিকে আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ঘাটতি, সংসদীয় কমিটির অকার্যকারিতা ও সংসদীয় তথ্যের উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে ঘাটতি, কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে সার্বিকভাবে সংসদের কার্যক্রম অনেকটাই কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর মতো একাদশ সংসদেও স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অনীহা লক্ষণীয় ছিল। সংসদীয় কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে সরকার ও দলীয় অর্জন এবং প্রশংসা ও প্রতিপক্ষ দলের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রধান বিরোধী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত দল প্রত্যাশা অনুযায়ী শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দল থেকে গঠনমূলক মতামত উত্থাপিত হলেও তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি দলের অনীহা লক্ষণীয় ছিল। অন্যদিকে, আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও গঠনমূলক আলোচনা ও বিতর্কের ঘাটতি ছিল। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় সার্বিকভাবে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার হ্রাস পেয়েছে। সংসদ কর্তৃক জনগণের পক্ষ হয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সরকারের জবাবদিহির অন্যতম মাধ্যম সংসদীয় কমিটিগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এ ছাড়া সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত অঙ্গীকারগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও এই সংসদে দেখা যায়নি।

এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ প্রবন্ধে "ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার" গবেষণার সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন খাত কতিপয় কোম্পানি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, যার ফলে দেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় অসম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। মালিক সংগঠনের অধিকাংশ নেতা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থনপুষ্ট। তারা মালিক ও শ্রমিক সংগঠনে একচেটিয়া ক্ষমতাচর্চার পাশাপাশি নীতি করায়ত্ত করার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তা ছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন খাতে বাস কোম্পানি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন প্রতিপালন, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরি, কর্মী/শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, সংগৃহীত তহবিলের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাত্রীদের মানসম্মত সেবাদান, তথ্যের উন্মুক্ততা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিদ্যমান। শ্রমিক সংগঠনগুলো একদিকে বাস কর্মী/শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে, আর অন্যদিকে শ্রমিক কল্যাণের নামে সংগৃহীত তহবিলের অপব্যবহার এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের একাংশ মালিকপক্ষের সাথে যোগসাজশে লিপ্ত হওয়ায় সাধারণ শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতের অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও এ খাতে শুদ্ধাচার নিশ্চিতে অন্যতম

অন্তরায়। সড়ক পরিবহন খাতের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী তদারকি সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কর্তৃক চালক ও যানবাহনের নিবন্ধন এবং সনদসংক্রান্ত সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় ও দালাল কর্তৃক হয়রানির তথ্য পাওয়া গেছে। একইভাবে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার একাংশ কর্তৃক ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, চাঁদাবাজি, "টোকেন বাণিজ্য" এবং রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ায় সড়কে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। সর্বোপরি একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারের সড়ক-সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং সড়ক পরিবহন খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়।

সেবা খাতসংক্রান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে "সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, সড়ক ও মহাসড়ক খাতে রাজনীতিবিদ, সংশ্লিষ্ট আমলা ও ঠিকাদারের ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমের নীতিনির্ধারণ, সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে করায়ত্ত করা হয়েছে। ফলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের সব মানদণ্ডে ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় যোগসাজশের মাধ্যমে সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে এবং কিছু দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা ও ঠিকাদার অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ নিয়মবহির্ভূত অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ করায়ত্ত করেছে। দুর্নীতির লক্ষ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে অতি উচ্চ ব্যয়ে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, অন্যদিকে নির্মিত সড়ক ও সেতুর মান খারাপ হচ্ছে এবং টেকসই হচ্ছে না, যা প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনকে ব্যাহত করছে। ফলে জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও বিপুল অপচয় হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে "সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। ২০১০ সালে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের (ইউএনএফসিসিসি) অধীনে সবুজ জলবায়ু তহবিল বা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) গঠিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত তহবিল সংগ্রহ করে উন্নয়নশীল দেশে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জিসিএফ জলবায়ু অর্থায়নের বৃহত্তম বৈশ্বিক উৎস হিসেবে প্রশংসিত। সবুজ জলবায়ু তহবিল ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের (ডিএই) মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তহবিল প্রদানের মাধ্যমে তার দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা করা হয়। তবে জিসিএফের "কান্ট্রি ওনারশিপ" নীতি ও নির্দেশিকা

এবং অদক্ষ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার স্পষ্টতার ঘাটতির কারণে সবুজ জলবায়ু তহবিলের জন্য যোগ্য দেশগুলো জিসিএফ থেকে প্রত্যাশিত মাত্রায় সহায়তা পাচ্ছে না। স্বীকৃতি, প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতি এবং সম্পদ সংগ্রহের পর্যায়ে ডিএই এবং জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষকে (এনডিএ) সহজ এবং সময়োপযোগী সহায়তা দেওয়ার জন্য জিসিএফ থেকে সমন্বয় ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান। জিসিএফ সম্ভাব্য ডিএইর সময়মতো স্বীকৃতি এবং তহবিলের অভিগম্যতা পেতে এবং তাদের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজন অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবনা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। এ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ের সম্পৃক্ততার জন্য জিসিএফ থেকে উদ্যোগগুলোও নগণ্য। জিসিএফের স্বীকৃতি, তহবিল অনুমোদন ও অর্থছাড় প্রক্রিয়ায় জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে সম্ভাব্য সরাসরি অভিগম্যতা ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে।

"কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ" অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতৃত্বে এবং জাতীয় অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অধিকাংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কথা থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেড এনটিটিজ-আইএই) আধিপত্য বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), বিশ্বব্যাংক, জিসিএফ থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক প্রকল্প ও অর্থের অনুমোদন পেয়েছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবর্তন আনতে 'কান্ট্রি ওনারশিপ অ্যাপ্রোচ' এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়া অবমূল্যায়িত হচ্ছে। দেশের অগ্রাধিকার তাচ্ছিল্য করে, তার নিজস্ব লক্ষ্যগুলো অস্বীকার করে জিসিএফ অভিযোজনের চেয়ে প্রশমনের জন্য বেশি তহবিল বরাদ্দ করছে এবং অনুদানের চেয়ে ঋণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ফলস্বরূপ, ইতিমধ্যে অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ওপর আরও ঋণ পরিশোধের বোঝা চাপানো হচ্ছে, যা "পলুটারস পে" নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে জাতিসংঘ কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের জন্য টিআইবির প্রণয়নকৃত সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। এ সুপারিশমালায় জলবায়ু অর্থায়ন এবং সম্মেলনের অ্যাজেন্ডাভুক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের কিছু ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হয়, যার মধ্যে জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচারের ঘাটতি, প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল সরবরাহে ঘাটতি, জলবায়ু তহবিলের অপর্যাপ্ততা, ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজনে কম অগ্রাধিকার, প্রকল্প সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নে ঘাটতি, ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে অনুদানভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি, এনডিসি বাস্তবায়নে ঘাটতি, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় ঘাটতি, জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নবায়নযোগ্য জ্বালানির নামে "গ্রিন ওয়াশে"র প্রচেষ্টা, উন্নত দেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অব্যাহত থাকা এবং বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর বিবিধ শর্তে শিথিলতা উল্লেখযোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে কপ-২৯ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ প্যারিস চুক্তির

বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি সুপারিশ উত্থাপন করে। বাংলাদেশ কর্তৃক কপ-২৯ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য আন্তর্জাতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট নয়টি সুপারিশ এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য করণীয় ১২ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়।

এই সংকলনের গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের রিসার্চ ফেলো ফারহানা রহমান। সম্পাদনার কাজে সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনস বিভাগের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর মাসুম বিল্লাহ। তাদেরসহ অন্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাত এবং প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিশেষজ্ঞ ও অংশীজন, যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সংকলনটি বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে আগ্রহী পাঠকের ভালো লাগবে–এ প্রত্যাশা করছি। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রবন্ধে মূল গবেষণাপ্রসূত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুপারিশসহ বিস্তারিত গবেষণা প্রতিবেদনগুলো টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রয়েছে (www.ti-bangladesh.org)। এসব সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে এবং যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে–টিআইবির এ প্রত্যাশা। সংকলন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

"নতুন বাংলাদেশ"
কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ*

শাহজাদা এম আকরাম, মো. জুলকারনাইন, ফারহানা রহমান ও মো. মোস্তফা কামাল

প্রেক্ষাপট

গণ-আন্দোলনের ফলে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব অর্জন। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে এ বছরের ৫ আগস্ট কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, যেখানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৯ জন।[১] বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন, যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ টিআইবির প্রধান লক্ষ্য। জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোয় প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবির পক্ষ থেকে এ বছরের ২৮ আগস্ট একগুচ্ছ সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সব অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে "নতুন বাংলাদেশ : কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক এই গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত রাষ্ট্র সংস্কার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

* ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহ ও অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য–

- অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত রাষ্ট্র সংস্কার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
- রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; এবং
- সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

এ গবেষণায় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত; প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার; আইনের শাসন ও মানবাধিকার; অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থ পাচার রোধ; অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা; গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য অধিকার; স্থানীয় সরকারব্যবস্থা এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাত, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষণায়। অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের সংস্কার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া/চূড়ান্ত); সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে উৎস সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। গবেষণায় ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর সময়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের ব্যাপ্তি ছিল কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে ১০০ দিন (২০২৪-এর ৫ আগস্ট থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত)।

গবেষণার ফলাফল

অন্তর্বর্তী সরকার

রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার ও নির্বাচনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।[২] রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।[৩] নির্বাচন কমিশন যেসব রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে গণ অধিকার পরিষদ, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন এবং এবি পার্টি।[৪] আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।[৫] সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিচার না হওয়া পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের (আওয়ামী লীগের) পুনর্বাসন না করা, মানবতাবিরোধী অপরাধী হিসেবে তাদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু, ফ্যাসিবাদী দল ও জোটকে প্রকাশ্যে কর্মসূচি পালনের সুযোগ থাকবে না মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে।[৬]

গণভবনকে “জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর” করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৭ মার্চসহ আটটি জাতীয় দিবস উদযাপন বা পালন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৭] শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে ৩৩টি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে; এর মধ্যে ২৭টিতে ছাত্ররাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৮] এ ছাড়া চারটি ব্যাংক নোট থেকে শেখ মুজিবের ছবি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৯]

কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা বা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হচ্ছে, তা এখনো বিতর্কিত। বিভিন্ন গোষ্ঠী আটটি জাতীয় দিবস পালন না করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। নিষিদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া অন্যান্য পেশা ও প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির বিষয়ে কোনো অবস্থান লক্ষ করা যায়নি।

প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

নিয়োগ ও রদবদল : কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তার পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও পদের মধ্যে জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিচার বিভাগ, আইন কমিশন, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য) ও কলেজ (অধ্যক্ষ), ব্যবসায় সমিতি, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক (গভর্নর, উপদেষ্টা, বিএফআইইউর প্রধান), এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশন, ক্রীড়া সংস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করার অংশ হিসেবে পদোন্নতি, পদায়ন, বাধ্যতামূলক অবসর, চুক্তিতে নিয়োগ বাতিল ঘোষণা এবং চুক্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল করা হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ এবং বিসিএস পরীক্ষায় একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ চারবার অবতীর্ণ হতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[১০] একদিকে পিএসসি থেকে নিয়োগের সুপারিশ পেয়েও বিগত সরকারের সময়ে চাকরি না পাওয়া ২৫৯ চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও ৯৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।[১১] রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণরত মোট ৩৬৯ জন উপপরিদর্শককে (এসআই) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিতর্কিতভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।[১২] এ ছাড়া আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পাওয়া ছয়টি বিসিএস ব্যাচের পুলিশ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলমান।[১৩]

সরকারি নিয়োগ ও রদবদলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছরে এমনভাবেই দলীয়করণ করা হয়েছিল যে সরকার পতনের পর প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের সব শীর্ষ কর্মকর্তাকেই পদত্যাগ করতে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় পদ ছেড়েছেন, আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ, অপমান-অপদস্থসহ চাপের মুখে অনেকে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন বলে জানা যায়।[১৪] এসব পদ পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারকে নিচের পর্যায় থেকে পদোন্নতি দিতে হয়েছে, ব্যাপক রদবদল করতে হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিতে নিয়োগ দিতে হয়েছে। তবে

কিসের ভিত্তিতে চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তা পরিষ্কার নয়। এসব নিয়োগে বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেছে। আবার দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক পরিচয় যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া বা না দেওয়ার চর্চা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া নিয়োগসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতার ঘাটতিও লক্ষ করা যায়।

সংস্কারের উদ্যোগ : অন্তর্বর্তী সরকার দুই পর্যায়ে দশটি বিষয়ভিত্তিক সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। প্রথম পর্যায়ে জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, পুলিশ প্রশাসন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারবিষয়ক কমিশন ও দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম, শ্রমিক অধিকার, নারীবিষয়ক কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে গঠিত কমিশনগুলোর কার্যক্রম চলমান হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের কমিশনগুলো প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত পুরোপুরি গঠিত হয়নি। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণে আইনি কাঠামো ঠিক করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে কমিটির সুপারিশের আগেই শেখ পরিবারের নামে প্রতিষ্ঠিত ২০টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।[১৫]

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা খাতসহ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ছয়টি কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকা, নারীর সংখ্যা কম থাকা, সাবেক আমলার আধিক্য, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাধান্য থাকার সমালোচনা রয়েছে।[১৬] এ ছাড়া বিভিন্ন কমিশন বা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাপের মুখে পদত্যাগ করায় স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে; সংস্কার কমিশনের কাজ শেষ না হতেই নতুন নিয়োগের উদ্যোগ বাধ্যতামূলক বিবেচনা করা (নির্বাচন কমিশন, দুদক) সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা খাতের সংস্কারে কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। সংস্কার কর্মসূচিতে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতকেও যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

জনপ্রশাসন : জনপ্রশাসনে সংস্কারের অংশ হিসেবে পতিত সরকারের সময় দলীয় বিবেচনায় বঞ্চিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি (৫০১), নিয়োগ ও বদলি (২৮৫), সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের (এসএসবি) মাধ্যমে নিয়োগ ও পদোন্নতি (২২১), প্রেষণে নিয়োগ ও বদলি (৪৭৩) করা হয়েছে।[১৭] তবে পদোন্নতি ও পদায়নকে কেন্দ্র করে সচিবালয়ে অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে।[১৮] এ ছাড়া সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার করা হয়েছে একাধিকবার।[১৯] জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (জিইএমএস) আওতায় সহকারী সচিব থেকে সচিব/সিনিয়র সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাকরিসংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২০] হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া যেকোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করাসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য পাঁচটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[২১] পদোন্নতির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৮৫০-এর বেশি কর্মকর্তার তালিকা যাচাই-বাছাই চলমান।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এ প্রতিবেদন প্রকাশ পর্যন্ত ২৭ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সচিব পদে নতুনদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার ঘাটতি, মাঠপর্যায়ে প্রশাসকের পদায়নে বিলম্ব (বিভাগ ও জেলা প্রশাসক), যুগ্ম সচিব ও উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য নোটিশ করা হলেও এসএসবির সভা চার মাস ধরে স্থগিত, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রায় বন্ধ থাকা, ইত্যাদি কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের ধীরগতি লক্ষ করা যায়। এর ফলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে।[২২] এ ছাড়া কোনো কোনো কর্মকর্তার বিতর্কিত কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে, যেমন বগুড়ার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে যোগদানের পরই প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বাড়ি পরিদর্শন এবং সরকার ও প্রধান উপদেষ্টার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে নেতিবাচক পোস্ট দেওয়ায় মাঠপর্যায়ের একজন কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতি।[২৩] এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বলেও দেখা গেছে।

পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে অতীতে দুর্নীতি-অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিভাগীয় মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত এবং আওয়ামী লীগের নানা অপকর্মের সহযোগী বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। চুক্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে গত সরকারের আমলে বঞ্চিত ও পদোন্নতি প্রত্যাশী কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতার অভিযোগও উঠেছে। সার্বিকভাবে জনপ্রশাসনে কর্মসম্পাদনে পেশাদারত্বের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া কর্মকর্তাদের বিতর্কিত কার্যক্রমের কারণে গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষ করা যায়। আমলাতন্ত্রে পতিত সরকারের দোসরদের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

আইনের শাসন ও মানবাধিকার

আন্দোলনে হতাহতদের সহায়তা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার : জুলাই ও আগস্টের শুরুতে দেশে ঘটে যাওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধসহ ১৫ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দল কাজ শুরু করেছে। নভেম্বরের শেষে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল ও তারপর প্রকাশ করার কথা।[২৪]

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতের সংখ্যার খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।[২৫] ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের সহায়তা প্রদানের জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের কারণে আঘাতপ্রাপ্ত বা পরে শহীদ ব্যক্তির আইনসম্মত ওয়ারিশদের মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হবে।[২৬] ইতিমধ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ৩০ থেকে ৪০ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে সহায়তা ও পরীক্ষণ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় ৯ অক্টোবর ২০২৪।[২৭]

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[২৮] আন্দোলনে শহীদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থান, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবার মতো কাজের জন্য ১২ সেপ্টেম্বর 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়। জরুরি আর্থিক সহায়তা শুরু করার জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর এই ফাউন্ডেশনে ১০০ কোটি টাকা অনুদান দেয় অন্তর্বর্তী সরকার।[২৯] শহীদ পরিবারকে পাঁচ লাখ ও আহতদের এক লাখ টাকা করে অনুদান দিচ্ছে এই ফাউন্ডেশন। এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক শহীদ পরিবার এবং পাঁচ শতাধিক আহত ব্যক্তিকে গড়ে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া নিহতদের পরিবারের কোনো কোনো সদস্যকে চাকরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।[৩০]

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় (১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত) সারা দেশে দায়ের করা প্রায় সব হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।[৩১] এ ছাড়া যারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো মামলা, গ্রেপ্তার বা হয়রানি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩২]

দেখা যাচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানে বলপ্রয়োগ ও হতাহতের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। তবে হতাহতের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে এবং সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য লক্ষ করা যায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম ছাত্র আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি বলে দাবি করেন।[৩৩] হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) হিসাব অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা ৯৮৬ ও আহত ৩০ হাজারের বেশি, যদিও গণমাধ্যম, হাসপাতাল ও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে 'যেসব বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে', সেটির ওপর ভিত্তি করে নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ১ হাজার ২০০ হবে বলে সংগঠনটির অনুমান।[৩৪] অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটির হিসাব অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা ১ হাজার ৫৮১ এবং আহত ৩১ হাজারের বেশি।[৩৫]

সারণি ১ : সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য

প্রতিষ্ঠান	নিহত	আহত
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	৮৭২	১৯,৯৩১
সংবাদপত্র	৭৬৭	২২ হাজারের বেশি
হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি	৯৮৬	৩০ হাজারের বেশি
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটি	১,৫৮১	৩১ হাজারের বেশি

চিকিৎসার অপর্যাপ্ততা ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়া নিয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ করেন হাসপাতালে ভর্তি আহতরা। বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমা চান আইন উপদেষ্টা এবং আন্দোলনকারীদের রূপরেখা বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।[৩৬] তাদের সাথে বৈঠকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের সুচিকিৎসার পাশাপাশি পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, আহত

ব্যক্তিরা দেশের সব সরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান থেকে সারা জীবন বিনা মূল্যে চিকিৎসা পাবেন, চিকিৎসায় তারা অগ্রাধিকার পাবেন, আর কারও যদি দেশে চিকিৎসা সম্ভব না হয় এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞানসম্মত সুপারিশ করা হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩৭] এ ছাড়া দায়মুক্তির সিদ্ধান্তের সমালোচনা হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।[৩৮]

গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া : সাবেক সরকারের বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে ২১৩টি হত্যা মামলা।[৩৯] বেশির ভাগ মামলায় শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতা, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের আসামি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সাবেক মন্ত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য, সরকারি আমলাসহ বিভিন্ন পেশার অন্তত ৯০ জন গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।[৪০] এ ছাড়া ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী, হত্যার ইন্ধনদাতা ও নির্দেশদাতাদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ১ হাজার ৬৯৫টি মামলা করা হয়েছে এবং এসব মামলায় ৩ হাজার ১৯৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে (১৩ অক্টোবর পর্যন্ত), যাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ৭৪ জন।[৪১]

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[৪২] বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে সহিংসতার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৮০টির বেশি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে (৪ নভেম্বর পর্যন্ত)। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এবং ১৮ নভেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনাসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে এই ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪৩]

হাইকোর্টের মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪৪] এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এসব শাস্তির মধ্যে রয়েছে সাময়িক বহিষ্কার, ক্লাস ও পরীক্ষা থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বিরত রাখা।[৪৫]

দেখা যাচ্ছে জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং মামলায় ঢালাওভাবে আসামি হিসেবে নাম দেওয়া হচ্ছে। এসব মামলার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে, যেখানে পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানি করতে অনেককে আসামি করা হচ্ছে, আবার অব্যাহতি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।[৪৬] চাপের মুখে তদন্ত না করে মামলা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া গত সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি পরিলক্ষিত হয়েছে– একেকজনকে একাধিকবার একেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।[৪৭] আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরোনো ধারা বিদ্যমান বলেও লক্ষ করা যায়।[৪৮]

বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনার সময় কয়েকটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে—এর মধ্যে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী আদালতে আক্রমণের শিকার হওয়া, পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনে লাঞ্ছিত হওয়া, সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ এবং আসামিপক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।[৪৯]

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধন না করে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।[৫০]

আইন-শৃঙ্খলা : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতিবাচক ভূমিকার কারণে পুলিশের ভাবমূর্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা হয়েছে,[৫১] বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন।[৫২] সরকার-পতনের অব্যবহিত পরের কয়েক দিন সারা দেশে পুলিশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ছিল, যে কারণে অনেক থানার অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হয়েছে।[৫৩] পুলিশি কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতি লক্ষ করা গেছে।[৫৪]

আন্দোলনে সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। শুধু ঢাকাতেই পুলিশের কমপক্ষে ৯৯ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যাচেষ্টা ও অপহরণে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা হয়েছে।[৫৫] পুলিশকে সক্রিয় করা ও দলীয়করণমুক্তির প্রচেষ্টা হিসেবে পুলিশে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে।[৫৬] তবে একটি বড় অংশের বিরুদ্ধে পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।[৫৭]

পুলিশের অনুপস্থিতি এবং পরবর্তী সময়ে নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহের কারণে সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।[৫৮] কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর সারা দেশে ছয় শতাধিক নিহত ও ১০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। গণপিটুনির ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে বলে লক্ষ করা যায়। গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের। বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কমপক্ষে ৯০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫৯] সারা দেশের নয়টি কারাগারে বিক্ষোভ ও সহিংসতায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছে, অনেক বন্দী পালিয়ে গেছে, যাদের একটি অংশকে এখনো আটক করা যায়নি।[৬০] শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা দেখা গেছে। বকেয়া বেতন পরিশোধ ও অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে তৈরি পোশাক ও ওষুধশিল্প-কারখানায় বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়েছে।[৬১] গাজী টায়ার কারখানায় হামলা ও অগ্নিসংযোগে মৃত্যু ও নিখোঁজ কমপক্ষে ১৭৫ জন।[৬২] এ ছাড়া সারা দেশে আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক সহিংসতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে এবং ঘরবাড়ি, যানবাহন ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী (সুব্রত বাইন, "পিচ্চি হেলাল", "কিলার আব্বাস") কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের অপরাধমূলক তৎপরতায় জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৬৩]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আরেকটি দিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রান্তিক ও ভিন্নমতের জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত হওয়া। খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বাঙালি-আদিবাসীদের সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ছয়জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে।[৬৪] হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের হিসাব অনুযায়ী, ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ২ হাজার ১০টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটেছে, যেখানে ৯ জন নিহত হয়েছে।[৬৫] অন্যদিকে একটি সংবাদপত্রের হিসাব অনুযায়ী, ১ হাজার ৬৮টি স্থাপনা হামলার শিকার হয়েছে।[৬৬] এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় মিলিয়ে ৫০টির বেশি মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, যেসব ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।[৬৭]

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দেশের ২২টি জায়গায় শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে; প্রতিবাদের মুখে শিল্পকলায় নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করতে হয়েছে।[৬৮] এ ছাড়া মেলা আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একজন অভিনেত্রীর একটি বিপণিবিতান উদ্বোধনে বাধা দেওয়া হয়েছে।[৬৯]

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরবর্তী প্রায় তিন সপ্তাহজুড়ে সচিবালয় ও জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠী/শ্রেণি-পেশার মানুষকে নানা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে দেখা গেছে। এর মধ্যে সচিবালয় ঘেরাও করে আনসার সদস্যদের বিক্ষোভ,[৭০] এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন, এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াদের পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন,[৭১] কয়েকজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও আরও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দেশব্যাপী "কমপ্লিট শাটডাউন" কর্মসূচি[৭২] এবং চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও চিকিৎসাশিক্ষার্থীদের চার দফা দাবিতে কর্মবিরতি[৭৩] উল্লেখযোগ্য। এসব আন্দোলনের কারণে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে।[৭৪]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি মোকাবিলা করার জন্য পুলিশের সহায়ক হিসেবে রাজধানীসহ সারা দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুই মাসের জন্য বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে নৌ ও বিমানবাহিনীকেও একই ক্ষমতা দেওয়া হয়, যা আরও দুই মাস বাড়ানো হয়েছে।[৭৫] পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), যৌথবাহিনী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার অভিযানে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর দুই মাসে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৭৬] তবে ঢাকাসহ দেশের ১২টি জেলায় যে ১২৬ জন অস্ত্রধারীকে শনাক্ত করা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায়।[৭৭]

জুলাই-আগস্ট সময়ে গণহত্যায় জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে বলে দেখা যায়। তবে পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ লক্ষ করা গেছে, যা তাদের পেশাদারির ঘাটতিকে নির্দেশ করে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রান্তিক ও ভিন্নমতের জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়ীদের চিহ্নিত করা, তদন্ত করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কারাগার থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সামরিক বাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করলেও জবাবদিহি কার কাছে তা পরিষ্কার করা হয়নি। বিভিন্ন বাহিনীর অভিযানে বিচারবহির্ভূত হত্যা[৭৮] এবং বিতর্কিত কার্যক্রম[৭৯] চলমান রয়েছে বলেও দেখা যায়।

মানবাধিকার : অন্তর্বর্তী সরকার গুম থেকে সব ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব অল পারসনস ফ্রম এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স (আইসিপিপিইডি) স্বাক্ষর করেছে।[৮০] গুমের বিষয় তদন্ত ও ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।[৮১] কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর "আয়নাঘর" নামে কুখ্যাত বন্দিশালা থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করা হলেও ডিজিএফআই ও পুলিশের বিরুদ্ধে আয়নাঘরের আলামত নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। গত দেড় দশকে মানুষকে তুলে নিয়ে গুমের ঘটনায় গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনে ১ হাজার ৬০০টি অভিযোগ দাখিল হয়।[৮২] হত্যা-গণহত্যা, গুমসহ নানা ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে ১৪ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ১২৮টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৩] আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ১০ মন্ত্রী, দুই উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতি এবং সাবেক এক সচিবসহ মোট ১৪ জনকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ১৮ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় করার জন্য আলোচনা হলেও পরে তা এখন সম্ভব নয় বলে জানানো হয়।

অন্তর্বর্তী সরকার মানবাধিকারসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় করা নিয়ে উপদেষ্টাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থা যেমন ডিজিএফআই, ডিবি, এনএসআই, এনটিএমসি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বিচার বিভাগ : কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের ধারাবাহিকতায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরা পদত্যাগ করেন। দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার অংশ হিসেবে বিচার বিভাগে প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়।[৮৪] বিডিআর বিদ্রোহ মামলায় ১৭ জন স্পেশাল পিপির নিয়োগ বাতিল করা হয়।[৮৫] দায়িত্ব গ্রহণের পর সহজভাবে জনগণকে সেবা দেওয়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রধান বিচারপতি ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন।[৮৬]

উচ্চ আদালতের রায়ে বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়েছে এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[৮৭] দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। যেমন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৮৮] এ ছাড়া বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও নানা কারণে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও নিরীহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে জেলা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।[৮৯]

অন্যদিকে সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যেমন মানহানির মামলা থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মহাসচিব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের খালাস দেওয়া হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে,[৯০] নাশকতার মামলা থেকে খালাস[৯১] এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে।[৯২]

দেখা যাচ্ছে, বিচার বিভাগকে দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিচারক নিয়োগের বিধিমালা হয়নি; এটি হওয়ার আগেই আইন কর্মকর্তা ও বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে অব্যাহতি এবং দণ্ড মওকুফের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থ পাচার রোধ

দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বেশ কিছু উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে দেখা যায়। যেমন সাবেক সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুদক তদন্ত শুরু করেছে। সাবেক ৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ১৭৯ জনের অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান চলমান।[৯৩] এ ছাড়া বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।[৯৪] তবে এ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত মাত্র দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৯৫] বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয়েছে[৯৬] এবং পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে।[৯৭] এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে। জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগসংক্রান্ত দুর্নীতির বিষয়ে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করা হয়েছে।[৯৮]

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পক্ষ থেকে প্রায় ৫০ জন সন্দেহভাজন, তাদের পরিবারের সদস্য ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের হিসাব স্থগিত করা হয়েছে।[৯৯] এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)-এর অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।[১০০] ভুয়া সনদ ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরিপ্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।[১০১] বাংলাদেশের ট্রেডিং করপোরেশন (টিসিবি) অনিয়মের কারণে ৪ দশমিক ৩ মিলিয়ন পরিবার কার্ড বাতিল করেছে।[১০২] এ ছাড়া ঘুষ গ্রহণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অতিরিক্ত কর কমিশনারসহ তিন আয়কর কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।[১০৩] একজন বিচারপতির দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চটি ভেঙে নতুন করে বেঞ্চ গঠন করেছেন।[১০৪] সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তায় ব্যয় নিরূপণ, সম্পত্তি ও সুবিধাদির বিষয়ে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

'অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪' জারি করার মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রী বা স্বামীর পৃথক আয় থাকলে তার বিবরণী ও জমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[১০৫] সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট ফরম্যাটের মাধ্যমে সম্পদের হিসাব দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[১০৬] এ ছাড়া বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদেরও সম্পদের হিসাব দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[১০৭]

সাম্প্রতিক বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও দুদকের কার্যক্রমের সমালোচনা রয়েছে। সাবেক সরকারের সময় দুদকের নিষ্ক্রিয়তা এই প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব, সদিচ্ছার ঘাটতি এবং দুদকের কর্মকর্তাদের অদক্ষতা প্রকাশ করে।[১০৮] দুদকে চেয়ারম্যান এবং দুজন কমিশনার (তদন্ত ও অনুসন্ধান) পদত্যাগ করার[১০৯] পরে সংস্কারের আগেই এসব পদে নিয়োগের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এসব পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান।[১১০] সংস্কারের আগেই দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে নিয়োগের উদ্যোগের ফলে সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ছাড়া দুদকের চলমান অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াও প্রশ্নবিদ্ধ।[১১১]

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

কর্তৃত্ববাদী সরকার একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি রেখে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে একটি শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।[১১২] এ ছাড়া আর্থিক খাতে সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ন্যায্য, টেকসই ও গতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরিতে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের (রি-স্ট্র্যাটেজাইসিং দ্য ইকোনমি অ্যান্ড মোবাইলাইজিং রিসোর্স ফর ইকুইটেবল অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট) প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং একটি ন্যায্য, টেকসই ও গতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি। এই টাস্কফোর্সের ২০২৪-এর ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরির কথা।[১১৩]

রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত এবং অর্থনৈতিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।[১১৪] সাতটি চলমান মেগা প্রকল্পের যৌক্তিকতা পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব প্রকল্প হচ্ছে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মা সেতু রেলসংযোগ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর এবং চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প। আন্দোলনের সময় হওয়া ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও দ্রুততম সময়ের মধ্যে ও স্বল্প ব্যয়ে মেট্রোরেল চালু সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

তৈরি পোশাকশিল্পের ক্রমাগত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মাসিক হাজিরা বোনাস, টিফিন ও রাত্রিকালীন ভাতা বৃদ্ধি, নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নসহ ১৮ দফা বাস্তবায়নে মালিকপক্ষ সম্মতি দিলেও তৈরি পোশাকশিল্পে বিশৃঙ্খলা এখনো চলমান। সরকারের শুরুর দিকে সংকট থাকলেও ধীরে

ধীরে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) ১ হাজার ৫৭৯ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৮ শতাংশ বেশি।[১১৫] তবে আন্দোলন ও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রায় ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে; এডিপি বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৩ হাজার ২১৫ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা কম।[১১৬]

ব্যাংক খাত সংস্কার : অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে নতুন গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয় ও পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়। ব্যাংক খাত সংস্কারে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে সাবেক সরকারের সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের অপসারণ করার মাধ্যমে একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাত থেকে ছয়টি ব্যাংক উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর শেয়ার বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। তবে ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠন করার কথা বলা হলেও এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ : মূল্যস্ফীতি কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হারে লাগাম তুলে নিয়ে বাজারে টাকার সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়। এর মধ্যে রয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া, চাল, পেঁয়াজ ও আলুর আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস ও প্রত্যাহার এবং ডিম উৎপাদক বড় কোম্পানি ও ছোট খামারিরা সরকার নির্ধারিত দামে সরাসরি পাইকারি আড়তে ডিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত।[১১৭] এ ছাড়া ঋণপত্র বা এলসি মার্জিন ছাড়াই নিত্যপণ্য আমদানি করা যাবে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান খাদ্য, নিত্যপণ্য ও সার আমদানি করে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার কোনো সীমা থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১১৮]

তবে সুদের হার ও ডলারের দামের কারণে নিত্যপণ্যের ব্যবসায়ীদের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এখনো সম্ভব হয়নি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখনো অনেক বেশি।

রাজস্ব সংগ্রহ : অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সংস্কারে পাঁচ সদস্যের পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে।[১১৯] এ ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর আইন ২০২৩ পর্যালোচনা এবং সংস্কার প্রস্তাবের জন্য সাত সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।[১২০]

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ আনুষ্ঠানিভাবে বাতিল করা হয়েছে। নগদ অর্থ, বন্ড বা সিকিউরিটিজ, আমানত, আর্থিক স্কিম এবং যন্ত্রপাতিসহ সম্পদের ওপর ১৫ শতাংশ কর দিয়ে অবৈধ আয়কে বৈধ করার বিধান বাতিল করা হয়েছে। তবে ফ্ল্যাট ও জমি কেনার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে অবৈধ আয়

বা কালোটাকা বৈধ করার সুযোগ এখনো বিদ্যমান।[১২১] রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের শীর্ষস্থানীয় পাঁচ ব্যবসায়ীর কর ফাঁকি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে।[১২২] এ ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংকের আওয়ামী লীগের আমলে বাতিল করা কর অব্যাহতি সুবিধা এবং আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনকে কর অব্যাহতি সুবিধা ২০২৯ সাল পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে।

চলতি ২০২৪-২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল ও কর পরিপালন সহজীকরণের লক্ষ্যে এনবিআরের অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনলাইনে আয়করের ই-রিটার্ন জমার সংখ্যা ২ লাখ অতিক্রম করেছে। চার সিটি করপোরেশনে অবস্থিত আয়কর সার্কেলের অধিভুক্ত সরকারি কর্মচারী, ব্যাংকার, মোবাইল প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও ছয়টি বড় কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[১২৩]

তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) শুল্ক-কর আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ৩০ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকা। কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি এনবিআর। এমনকি আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) ও আয়কর, এই তিন খাতের কোনোটিতেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

শেয়ারবাজার :[১২৪] বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি পুনর্গঠন করা হয়েছে। শেয়ারবাজারের উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিত করতে পুঁজিবাজার সংস্কারের সুপারিশের জন্য পাঁচ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। শেয়ারবাজারের দরপতনের কারণ খুঁজতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের শেয়ারবাজার কেলেংকারির জন্য দায়ী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সালমান এফ রহমান ও এস আলমের শেয়ারবাজারে অনিয়মের তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। শেয়ারবাজারকে প্রণোদনা দেওয়ার অংশ হিসেবে মূলধনি মুনাফার কর হ্রাস করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও শেয়ারবাজার অস্থিতিশীল বলে লক্ষ করা যায়।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য অধিকার

ভুল ধরিয়ে দিতে গণমাধ্যমকে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা।[১২৫] গণমাধ্যমের সংস্কারের উদ্দেশ্যে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণ ও সময়ে সময়ে মামলার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য আট সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন বা এর পূর্বসূরি সব মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছে। এ ছাড়া সাইবার আইনে দায়ের হওয়া স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত (মুক্তমত প্রকাশের কারণে মামলা) মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[১২৬]

সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও প্রধান উপদেষ্টা, তথ্য উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে নেতিবাচক মন্তব্য ও হত্যার হুমকি দেওয়া, কটূক্তি করার অভিযোগে এই আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। তবে এসব মামলায় কোনো পদক্ষেপ না নিতে

এবং কাউকে গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদী সরকারের দোসর ও আন্দোলনের বিরোধিতা করার অভিযোগে ঢালাওভাবে ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে।[১২৭]

তবে এই সময়েই গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ এবং হুমকি-হামলাসহ কোনো কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার তৎপরতা লক্ষ করা যায়, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হুমকিস্বরূপ।[১২৮] সাইবার নিরাপত্তা আইনে ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে মামলা কেন নেওয়া হলো তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

৫ আগস্টের পর থেকে সারা দেশে ৪ হাজার ৫৮০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ১ হাজার ৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত ছিল বলে দেখা যায়।[১২৯] জনপ্রতিনিধি না থাকায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত ভাতাভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে অসুবিধা হয়েছে। পরে সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ করা হয়। সব মিলিয়ে ১২টি সিটি করপোরেশনের মেয়র, ৬০টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সারা দেশের সব (৪৯৩) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র–স্থানীয় সরকারের এই চার স্তরে সব মিলিয়ে ১ হাজার ৮৭৬ জন জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করা হয়েছে। তাদের জায়গায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।[১৩০] এ ছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কার্যক্রম কেন্দ্রীয় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ সিটিতে সব নিবন্ধনের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে জমা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৩১] এ ছাড়া বিভিন্ন ভাতার তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের পুনরায় যোগ্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকারপ্রতিষ্ঠানের কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং সুবিধাভোগীদের দুর্ভোগ বেড়েছে।[১৩২] নতুন তালিকা চূড়ান্ত না হওয়ায় চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ভাতা দেওয়া যায়নি। সাধারণত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ১ কোটি ২১ লাখ উপকারভোগী ভাতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কেউ ভাতা পাননি।[১৩৩] এ ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা বিঘ্নিত হয়েছে।

অন্যান্য খাত

শিক্ষা : কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর সরকারি ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন।[১৩৪] পরবর্তী সময়ে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে উপাচার্য নিয়োগের মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আন্দোলনের প্রভাব কাটিয়ে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।[১৩৫] বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি, গণরুম প্রথা বাতিল করা হয়েছে এবং নিয়মতান্ত্রিক আসন বরাদ্দ করা শুরু হয়েছে।

দুজন সদস্যকে নিয়ে কিছু ধর্মভিত্তিক সংগঠনের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। সমন্বয় কমিটি বাতিলসংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে নতজানু নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে সমালোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে।[১৩৬] মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০১২-এর পাঠ্যক্রমে ফিরে যাওয়া, মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা পুনর্বহাল, অর্ধবার্ষিকীর বাকি মূল্যায়ন না করা ও বার্ষিক পরীক্ষায় পূর্বের মতো লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[১৩৭] এ ছাড়া বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি নীতিমালা ২০২৪ জারি করা হয়েছে, যেখানে এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিও বেসরকারি স্কুল-কলেজের বেতন/টিউশন ফি ছাড়া অন্য সব ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৩৮]

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ২০ আগস্ট ২০২৪ তারিখে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে এইচএসসির কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই ফলাফলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৩৯] ছাত্রদের দাবির মুখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিভিন্ন মহলে সমালোচনা করা হয় এবং নটর ডেম কলেজের শিক্ষার্থীরা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিবৃতি দেয়, যা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।[১৪০] কিন্তু সিদ্ধান্ত বহাল থাকে এবং ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।[১৪১] ফলাফল প্রকাশের পর অকৃতকার্য শিক্ষার্থীসহ কিছুসংখ্যক কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়া শিক্ষার্থী ফলাফল অস্বীকার করে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও করে এবং স্মারকলিপি পেশ করে।[১৪২] এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাবি করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাকরিচ্যুতি ও শিক্ষাদানে বিরত রাখার উদাহরণ দেখা যায়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষা একটি অগ্রাধিকার খাত হলেও এবং শিক্ষাবিদদের সুপারিশ সত্ত্বেও এ খাতের সংস্কারসংক্রান্ত কোনো কমিশন এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত গঠিত হয়নি।

স্বাস্থ্য : বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্বাস্থ্য খাত সংস্কারবিষয়ক কমিটি গঠন করা হলেও কমিটি থেকে সভাপতি পদত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন গঠন[১৪৩] করা হলেও প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত এই কমিশন কাজ শুরু করেনি। একটি চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে।[১৪৪] এ ছাড়া ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে জেলার নামে দেশের ১৪টি হাসপাতাল ও ৬টি মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।[১৪৫] দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির কারণে এ খাতে বিশৃঙ্খলা চলমান।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি : অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের এখতিয়ার সংক্রান্ত ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৪৬] এ ছাড়া বিতর্কিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি আইন ২০১০-এর অধীনে নতুন করে কুইক রেন্টাল চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯ সেপ্টেম্বর। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৪৭] বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি আইন ২০১০-এর অধীনে গৃহীত বিদ্যুৎ-জ্বালানির চুক্তি পর্যালোচনায় দুটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।[১৪৮] কুইক রেন্টাল-সংক্রান্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ দায়মুক্তি

ও মন্ত্রীর একক ক্ষমতাসংক্রান্ত বিধান অবৈধ ঘোষণা করেছেন উচ্চ আদালত। ভারত থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বাংলাদেশ-ভারত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাতিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[১৪৯] আমদানি করা এলএনজি রূপান্তর করে সরবরাহের জন্য পটুয়াখালীর পায়রায় ভাসমান টার্মিনাল নির্মাণে মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেটের সঙ্গে সই হওয়া টার্মশিট বাতিল করা হয়েছে।[১৫০] এ ছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারে প্রস্তাবনা, উদ্যোগ ও প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার।[১৫১]

অন্যদিকে সময়মতো পরিশোধ করতে না পারার কারণে আদানি পাওয়ারের পাওনা রয়েছে ৮৪৬ মিলিয়ন ডলার। আদানি পাওয়ারের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্ধেক করার হুমকি দেওয়া হয়েছে।[১৫২] তবে পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। দেখা যাচ্ছে কর্তৃত্ববাদী সরকারের করা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আইন ও বিভিন্ন চুক্তির কারণে আর্থিক ক্ষতি ও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে ঝুঁকি প্রকট হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ : পরিবেশ সংরক্ষণে কয়েকটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বনভূমি ও বন সংরক্ষণের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কক্সবাজারের মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ এবং অবৈধ চিংড়িঘের উচ্ছেদ করতে আদালতের নির্দেশ,[১৫৩] কক্সবাজারে লোকপ্রশাসন অ্যাকাডেমির জন্য অনুমোদিত "প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন" ৭০০ একর "রক্ষিত" বনভূমির বরাদ্দ বাতিল[১৫৪] এবং মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার লাঠিটিলা সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক প্রকল্প বাতিল[১৫৫] উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সেন্ট মার্টিনে পর্যটন নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[১৫৬]

প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৭টি একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের তালিকাসংবলিত গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সব সরকারি দপ্তরে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সব সুপার শপে প্লাস্টিকের ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশের সব আদালত প্রাঙ্গণে হোটেল, রেস্তোরাঁয় তালিকাভুক্ত একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[১৫৭] তবে বিকল্পের ঘাটতির কারণে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান : বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারের বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে আরব আমিরাতে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ৫৭ জন অভিবাসী কর্মী প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে বিশেষ ক্ষমা পেয়ে দেশে ফেরত এসেছেন। তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য বিমানবন্দরে ভিআইপি সার্ভিস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ চালু করা হয়েছে।[১৫৮] বিদেশে কর্মী পাঠাতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ অনুমতির প্রয়োজন নেই বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[১৫৯] এ ছাড়া মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রণোদনা হিসেবে "ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড"–এ বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ১ কোটি টাকা প্রত্যাহার এবং বিদেশি মালিকানাধীন শিপিং বা এয়ার ওয়েজ

কোম্পানির বিদেশস্থ অফিসে চাকরিরত অনিবাসী বাংলাদেশি নাবিক (মেরিনার), পাইলট ও কেবিন ক্রুদের জন্য ওয়েজ আর্নার বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ পুনরায় চালু করা হয়েছে।[১৬০] দেখা যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর সময়ে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে ৮ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরে একই সময়ে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের (৬ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার) তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি।[১৬১]

সেনাবাহিনী

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম ক্ষমতার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তী সময়ে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ঘোষণা দেন সেনাপ্রধান।[১৬২] এ ছাড়া সেনাবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ে রদবদল করা হয়েছে।[১৬৩] উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সেনা কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বেসামরিক প্রশাসন, বিশেষ করে পুলিশের নৈতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেনাবাহিনী।[১৬৪]

তবে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যাশিত পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে দৃশ্যমান ঘাটতি ছিল। এ ছাড়া নির্বাচনের সময়সীমা বিষয়ে সেনাপ্রধানের ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘন বা বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে সেনাবাহিনী অত্যন্ত সচেতন বলে দাবি করলেও এ ধরনের ঘটনা এখনো ঘটছে।

রাজনৈতিক দল

গণ-আন্দোলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এসব রাজনৈতিক দলের কয়েকটির ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) : রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের জন্য সরকারের সাথে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে বিএনপি।[১৬৫] সংবিধানসহ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত ছয়টি কমিশনের আলোকে ছয়টি ছায়া কমিটি গঠন করেছে।[১৬৬] এ ছাড়া গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা করে আসছে।[১৬৭] এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নাম প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে অন্যান্য দলের মতো বিএনপিও নাম প্রস্তাব করে।[১৬৮]

তবে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের কৃতিত্ব দাবি করেছে বিএনপি। আন্দোলনে নিহতদের মধ্যে ৪২২ জন বিএনপির বলে দাবি করে।[১৬৯] এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সরকারের সমালোচনা করেছে বিএনপি। এসব সমালোচনার মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ এবং নির্বাচনের সময় নিয়ে অস্পষ্টতা; নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা না করা; প্রশাসনিক কার্যক্রমে “ধীরগতি”; দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারা; প্রশাসনে পুরো শৃঙ্খলা ফেরাতে না পারা; জুলাই-আগস্টে শহীদ ও

আহতদের পুরো তালিকা প্রকাশ করতে না পারা; সংস্কারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা না থাকা; কী পরিবর্তন করবে, সে বিষয়টি অস্পষ্ট রাখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং দলের নেতা-কর্মীদের কোনো ধরনের বিতর্কিত ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৭০] তবে এই নির্দেশ সত্ত্বেও পূর্ববর্তী সরকারের পতনের পর বিভিন্ন স্থানে নেতা-কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছে বলে দেখা যায়। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, হামলা, চাঁদাবাজি, দখল, আধিপত্য বিস্তারে সংঘর্ষ ও হাঙ্গামা উল্লেখযোগ্য। দখল ও আধিপত্য বিস্তারের ঘটনার মধ্যে প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার, সিটি করপোরেশনে প্রভাব বিস্তার, চিকিৎসা খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে দখল, বিভিন্ন ব্যবসা দখল, পরিবহন খাত দখল, বাড়ি-জমি-দোকান দখল, জলাশয় দখল, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।[১৭১] বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, লুটপাট, চাঁদাবাজি, আত্মসাৎ, ইত্যাদি। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশজুড়ে মামলা হচ্ছে। এর মধ্যে পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানি করতে অনেককে আসামি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। মামলায় কাদের আসামি করা হবে, তা অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএনপি বা দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।[১৭২] কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা থেকে নাম প্রত্যাহারে চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে।[১৭৩] এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ১ হাজার ২৩ জন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা, কমিটি থেকে অব্যাহতি, কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান।[১৭৪]

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান (মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি করপোরেশন), সড়ক পরিবহন খাতে দখল ও আধিপত্য বিস্তার করেন বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা। এ ছাড়া বিএনপির সমর্থক ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য এবং প্রতিপক্ষ দলের সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ ও সহিংসতার অনেকগুলো ঘটনাও ঘটেছে।[১৭৫]

দেখা যাচ্ছে, দলের মধ্যে দখলবাজি, চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি এখনো বিদ্যমান। সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন এবং নির্বাচনের সময় নিয়ে রোডম্যাপের দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।[১৭৬] এ ছাড়া দলের ভেতরে গণতন্ত্রচর্চা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক উদ্যোগের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়– যেসব কমিটি তৈরি হয়েছে তা কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে গঠন করে দেওয়া[১৭৭] এবং এসব কমিটি নিয়ে বেশ কয়েক ক্ষেত্রে অসন্তোষ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে দেখা যায়।[১৭৮]

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামি দল : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের সংস্কারে সরকারের জন্য ১০ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এই ১০ দফার মধ্যে রয়েছে আইন ও

বিচার, সংসদবিষয়ক সংস্কার, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা সংস্কার, র‍্যাববিষয়ক সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার, দুর্নীতি, সংবিধান সংস্কার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্কার, পররাষ্ট্রবিষয়ক সংস্কার এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় সংস্কার।[১৭৯] এ ছাড়া ইসলামপন্থীদের নিয়ে নির্বাচনী ঐক্যের জন্য বিভিন্ন ইসলামি দল ও আলেমদের সঙ্গে বৈঠক করছে।[১৮০] কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় শিবিরের প্রকাশ্য কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে।

ধর্মান্ধ বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে ধর্মীয়, জেন্ডার, জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক ও লৈঙ্গিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ঝুঁকিপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক অ্যাজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। হিযবুত তাহরীরের মতো দলের প্রকাশ্য কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া ডিজিটাল মাধ্যমভিত্তিক প্রচারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য দল : প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তোলা হলেও সরকারের ওপর নির্বাচনের সময় নিয়ে তাদের পক্ষ থেকে কোনো চাপ না থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।[১৮১] এ ছাড়া সরকারের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেছে বিভিন্ন দল।[১৮২] রাষ্ট্রপতির অপসারণের প্রশ্নে বিএনপি ছাড়া বিভিন্ন দল একমত পোষণ করলেও এর প্রক্রিয়া নিয়ে ভিন্নমত ছিল।[১৮৩]

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সরকার পতনের আগে-পরে সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের রাজনীতিকরা বিদেশে পালিয়ে যান। এর পর থেকেই তারা রাজনীতিতে দৃশ্যমান নেই। তবে সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন সময় ভিডিও বার্তা ও সাক্ষাৎকারে বিভ্রান্তিমূলক ও প্ররোচণামূলক বার্তা প্রচার করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়।[১৮৪] এ ছাড়া সরকার পতনের পর কয়েকটি জেলায় শেখ হাসিনার সমর্থনে বিক্ষোভ হয় এবং সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা করা হয়।[১৮৫]

ভিডিও বার্তা ও সাক্ষাৎকারে বিভ্রান্তি ও প্ররোচণামূলক বার্তার কয়েকটি উদাহরণ

- 'আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব নয়।'
- 'ভারত আগামী ৯০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশে নির্বাচন নিশ্চিত করবে।'
- 'শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেননি এবং তিনি এখনো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।'
- 'আওয়ামী লীগ পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নেবে এবং এই নির্বাচন তিন মাসের মধ্যে হতে হবে।'
- 'আটক করার হুমকি শেখ হাসিনাকে কখনো বিচলিত করেনি এবং তিনি কোনো ভুল করেননি।'
- 'বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা করতে শেখ হাসিনা কাউকে কোনো নির্দেশ দেননি।'
- 'গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে শেখ হাসিনা আবার দেশে ফিরবেন।'

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ফেসবুকে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, দেশে ন্যায়বিচার ও বিচার বিভাগের কোনো স্বাধীনতা নেই এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব রয়েছে।[১৮৬] এ ছাড়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সাবেক ছাত্রলীগ নেতারা বিক্ষোভ করেন।[১৮৭] বাংলাদেশে হিন্দু এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ এনে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একটি পিটিশন ক্যাম্পেইন চালু করা হয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে।[১৮৮] এমনকি বাংলাদেশে ২৬ লাখ ভারতীয় নাগরিকের চাকরি থেকে বিদায় করার দাবি জানায় আওয়ামী লীগ।[১৮৯] অন্যদিকে একটি সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপির কাছে সমঝোতা প্রস্তাবের কথা বলেছেন একজন পলাতক নেতা।[১৯০]

দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থ পাচার, কর্তৃত্ববাদী শাসন, মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন, বাকস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার বা কোনো প্রকার অনুশোচনা প্রকাশ করা হয়নি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে।[১৯১]

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সময়েও সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে তারা ভূমিকা পালন করেছে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে সাবেক প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করানো, আনসার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ, থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ফেরত,[১৯২] পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা, ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতার কাজ[১৯৩] এবং বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে "বিনা লাভের দোকান চালু" করা।[১৯৪] পরবর্তী সময়ে বন্যার্তদের জন্য গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে ত্রাণ কার্যক্রমের হিসাবসংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনও তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়।[১৯৫] এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখছেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, রাষ্ট্রপতি অপসারণের দাবি, উপদেষ্টা নিয়োগ, রাষ্ট্রীয় কার্যালয় থেকে শেখ মুজিবের ছবি সরানো ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কণ্ঠস্বর ছিল জোরালো।

তবে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কিছু নেতিবাচক বিষয় লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সংগঠক পরিচয় ব্যবহার করে চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে।[১৯৬] জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।[১৯৭] এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাবি করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাকরিচ্যুতি ও শিক্ষাদানে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও তাদের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা ৮-১৮ সেপ্টেম্বর সময়ে ছাত্র-নাগরিকদের সাথে মতবিনিময়ের জন্য দেশের ৪৪টি জেলা সফর করে। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কারের নানা প্রত্যাশা নিয়ে ঢাকায় মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশে রাজনীতি কীভাবে হবে,

সে বিষয়ে রূপরেখা তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয়।[১৯৮] ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও তাদের কিছু মিত্র দলকে রাজনীতির বাইরে রাখতে এবং ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণার আবেদন জানিয়ে আদালতে দুটি পৃথক রিট আবেদন করা হলেও[১৯৯] পরবর্তী সময়ে রিট না চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে দুজন গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি নামের রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রশক্তির সব কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[২০০] বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পুরোনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠন শুরু হয়েছে।[২০১] অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে এবং নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের অংশ হিসেবে জাতীয় নাগরিক কমিটি থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন শুরু করেছে।[২০২]

ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের ওপর অনাহূত চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে– সাবেক প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতির পদত্যাগ,[২০৩] আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যুতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করা।[২০৪] দেখা যাচ্ছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন মহল থেকে নতুন নতুন ইস্যু সামনে নিয়ে আসায় সংস্কার অ্যাজেন্ডা এঅনেকটা পেছনে পড়ে গেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন। সে কারণে তাদের তোলা ইস্যুর পেছনে সরকারের সম্মতি বা সমর্থন আছে কি না, এই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে থেকে।[২০৫]

নাগরিক সমাজ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে নাগরিক সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সরকার গঠনের পরপর দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর অনতিবিলম্বে রাষ্ট্র সংস্কারসহ করণীয়বিষয়ক কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া আন্দোলনের সহিংস দমন ও বহুমাত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনে জাতিসংঘের উদ্যোগে ন্যায়বিচার নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।[২০৬]

বিভিন্ন নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান ও জোট থেকে সরকারের জন্য বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত সুপারিশ।[২০৭] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নির্বাচন, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে জরিপ প্রকাশিত হয়েছে।[২০৮]

অন্যদিকে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের মূল্যায়ন/সমালোচনাও করা হয়েছে, যার মধ্যে সরকারের তৎপরতা ও জোরালো কণ্ঠস্বরের ঘাটতি, আইন বিভাগের যথাযথ স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে না পারা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরগতি ও অস্বচ্ছতা এবং 'মব জাস্টিস', মন্দির ও মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি উল্লেখযোগ্য।[২০৯] এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিক

সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, যার মধ্যে আন্দোলনের পক্ষের ব্যক্তিকে আটক, একটি গোষ্ঠীর সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা কারিকুলাম কমিটি বিলুপ্ত করার সমালোচনা করা উল্লেখযোগ্য। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবিও উত্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়।[২১০]

তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও শিক্ষা কারিকুলাম কমিটি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া বাক ও চিন্তার স্বাধীনতাকে পুঁজি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারবিরোধী ও কর্তৃত্ববাদী সরকারের সমর্থনে কোনো কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে ঢালাওভাবে অপতথ্য, হেট-স্পিচ, গুজব ছড়ানো হয়েছে বলে দেখা যায়, যা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভক্তি, ভীতি ও দুশ্চিন্তার বিস্তার ঘটার জন্য দায়ী।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়

বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। এসব দেশ ও সংস্থার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া, চীন, ইরান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ উল্লেখযোগ্য।

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পরে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীনসহ বিভিন্ন দেশের নেতারা এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।[২১১] এই পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সূচনা করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে মানবাধিকারের সুরক্ষা, সহিংসতার ঘটনার পূর্ণ এবং স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার এবং সব শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীকে মুক্ত করা, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও সহায়তার অঙ্গীকার করেছে।[২১২]

তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মনোভাব ইতিবাচক হলেও প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সহায়তা, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফের মতো সংস্থার ঋণসহায়তা-সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি এবং বিশেষ করে ইতিমধ্যে সুদসহ ঋণ পরিশোধের অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

ভারতের প্রতিক্রিয়া : কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর শেখ হাসিনা ও অন্যান্য কয়েকজন রাজনীতিক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলে বার্তা দেওয়া হয়।[২১৩] এই সময় ভারত বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় যার মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা জারি, ঢাকায় কূটনৈতিক মিশন থেকে অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া, বাংলাদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সরিয়ে নেওয়া এবং ভিসা পরিষেবা সীমিত করা উল্লেখযোগ্য। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সাময়িকভাবে স্থবির হয়ে যায়; তবে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর বাণিজ্য পুনরায় শুরু হয়।

নতুন সরকার বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার করবে বলে ভারতের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়। তবে একই সাথে গণ-অভ্যুত্থানে বহিঃশক্তির ভূমিকা ও কর্তৃত্ববাদী সরকারের (আওয়ামী লীগের) পক্ষের বয়ান প্রচার করা হয় ভারতের সরকার ও সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে।[২১৪] তা ছাড়া বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত সরকার।[২১৫] ভারতীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ-সংক্রান্ত উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হয়। বাংলাদেশের কড়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও "সীমান্ত হত্যা"র ঘটনা ঘটেছে।[২১৬]

দেখা যাচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের বাস্তবতা মেনে নিতে ভারতের সরকার, রাজনীতিক ও গণমাধ্যম ব্যর্থ হয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; তবে চলার পথে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ১০০ দিনে সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত অপরাধের তদন্ত ও বিচার, আর্থিক খাত, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এসব সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার অংশ। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়নের সুযোগ নেওয়া হয়নি বলে দেখা যায়, যা এখনো অনুপস্থিত। আন্দোলনে সংঘটিত সহিংসতার বিচারপ্রক্রিয়ায় অব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। সুনির্দিষ্ট ও তথ্য-প্রমাণভিত্তিক মামলা দায়ের করার উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। ঢালাওভাবে শত শত মামলায় শত শত ব্যক্তিকে আসামি করার ফলে মূল অপরাধীর উপযুক্ত বিচারের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন পুনর্গঠনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিশনসমূহের কার্যক্রম চলাকালীন অব্যবস্থা লক্ষণীয়। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং দায়িত্ব বণ্টনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিতর্কিত হয়েছে। প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি দেখা যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা হয়েছে বলে দেখা যায়। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা

রলক্ষ্য করা যায়, যদিও দলীয়করণের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত বিধায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি বাড়ছে বলে শঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে একদলীয়করণের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের উদ্বেগ বিদ্যমান। পদোন্নতি-পদায়নকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখা গেছে।

কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে সেনাবাহিনীকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও রাজনীতি থেকে নিবৃত থাকার ভূমিকাও ইতিবাচক। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার প্রশ্নে কোনো কোনো মহলের ধৈর্যের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। তিন মাসেই সরকারের কার্যক্রম নিয়ে কোনো কোনো মহল হতাশা প্রকাশ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে দলবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান দেখা যায়, যা একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও দলীয়করণের পরিবর্তে আরেকটি দলীয়করণের প্রতিস্থাপন বা হাতবদল বলে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করা গেছে।

রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সংস্কার নিয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায়নি, যা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন, রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ এবং রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ। বিএনপির পক্ষ থেকে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে অবস্থান পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, প্রথমে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার কথা বললেও পরে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি তুলেছে দলটি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান– অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার রাষ্ট্র সংস্কার হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনড় অবস্থান ও রাজনৈতিক সহনশীলতার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতায়ন এবং বিভাজনের লক্ষণ চিহ্নিত করা যায়।

কোনো কোনো গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ এবং হুমকি-হামলাসহ একাধিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার তৎপরতা, অন্যদিকে অনেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ঢালাও মামলা এবং নির্বিচারে অ্যাক্রিডিটেশন বাতিলের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হুমকি হিসেবে গণ্য করা যায়। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাকস্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়।

ভারত কর্তৃক কর্তৃত্ববাদ পতনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকারে ব্যর্থতার পাশাপাশি, বরং উত্তরণ প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করতে ভারত থেকে পতিত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড লক্ষ

করা গেছে। সর্বোপরি ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন সরকার ও দেশের জন্য উদ্বেগজনক। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি প্রভাবশালী দেশ এবং দাতা সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তার আশ্বাস ও ঘোষণা এই সরকার তথা আন্দোলনের অভীষ্টের প্রতি আস্থার প্রকাশ। তবে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সহায়তা, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফের মতো সংস্থার ঋণসহায়তা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেও সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি এবং বিশেষ করে ইতিমধ্যে সুদসহ ঋণের ভারে জর্জরিত দেশবাসীর ওপর অতিরিক্ত বোঝার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://cabinet.gov.bd/site/page/aa434942-34e3-47d0-889f-8fc5c4a3261c/ (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২ *প্রথম আলো*, 'প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মতবিনিময়: নির্বাচন কবে হবে, একটি রূপরেখা চেয়েছে দলগুলো', ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/9jaj1gbfjd (১ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে নির্বাচনই প্রাধান্য', *প্রথম আলো*, ৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/v48tsqbqcq (৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আজ প্রধান উপদেষ্টার সংলাপ', ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/zyxvz00dmc (১০ নভেম্বর ২০২৪)।

৩ Al-Jazeera, Bangladesh's interim government lifts ban on Jamaat-e-Islami party, https://www.aljazeera.com/news/2024/8/28/bangladeshs-interim-government-lifts-ban-on-jamaat-e-islami-party (৭ নভেম্বর ২০২৪)।

৪ দেখুন নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট, https://www.ecs.gov.bd/page/political-parties (১০ নভেম্বর ২০২৪)।

৫ *প্রথম আলো*, 'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে সরকার', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/v6259g1jb1 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

৬ *প্রথম আলো*, 'সম্পূর্ণ বিচার না হওয়া পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন নয়', https://www.prothomalo.com/politics/qny7ewp268 (৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আ.লীগের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হবে', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/yqjwcj1mge (২০ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জীবন থাকতে আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে ফিরতে দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা নাহিদ', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/075v8bjek6 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

৭ দিবসগুলো হলো ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস এবং ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস। সূত্র: *প্রথম আলো*, '৭ মার্চসহ আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করে আদেশ জারি', ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ynmonk50nu (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

৮ আসিফ হাওলাদার, '৩৩ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ', *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/5cr0454zre (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৯ *Dhaka Tribune*, 'Government plans to remove Mujib image from notes', 05 Oct 2024, https://www.dhakatribune.com/360895 (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

১০ *প্রথম আলো*, 'বিসিএস পরীক্ষা দেওয়া যাবে সর্বোচ্চ তিনবার', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/m6yvdqv7ga (২৭ অক্টোবর ২০২৪)।

১১ *আজকের পত্রিকা*, '৪৩তম বিসিএস: সুপারিশ পেয়েও বাদ রেকর্ড ৯৯ চাকরিপ্রার্থী', ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/363259/ (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

১২ *প্রথম আলো*, 'সারদায় প্রশিক্ষণরত আরও ৫৮ এসআইকে অব্যাহতি', ৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/f7vlgm586d (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৩] *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পাওয়া ৬ বিসিএস ব্যাচের পুলিশ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা যাচাই শুরু', জিয়া চৌধুরী, ৯ নভেম্বর ২০২৪, https://www.tbsnews.net/bangla/news-details-275816 (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৪] রফিকুল ইসলাম সবুজ, 'জনপ্রশাসনে গতি ফেরাতে চুক্তি বাতিল, নতুন নিয়োগ', *সময়ের আলো*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=283992 (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৫] *Dhaka Tribune*, 'Govt changes names of 14 hospitals, including Sheikh Hasina Burn Institute', 03 November 2024, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/government-affairs/364054/govt-changes-names-of-14-hospitals-including (১১ নভেম্বর ২০২৪); *ঢাকা পোস্ট*, '৬ মেডিকেল কলেজের নতুন নামকরণ, বাদ শেখ মুজিব-হাসিনার নাম', ৩১ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.dhakapost.com/health/319202 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৬] *প্রথম আলো*, 'ছয় সংস্কার কমিশনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নেই, নারী কম' ২৪ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/7gdqmv1vu9 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৮] মাসুদ রানা, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের মারপ্যাঁচে টালমাটাল প্রশাসন', *জাগো নিউজ*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.jagonews24.com/m/national/news/968805 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৯] আমিরুল ইসলাম, 'অন্তর্বর্তী সরকারের পৌনে তিন মাসঃ এখনো গতিহীন কেন্দ্র থেকে মাঠ প্রশাসন', *যুগান্তর*, ২৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/870486 (২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[২০] *আজকের পত্রিকা*, 'সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরির তথ্য হালনাগাদের নির্দেশ', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/357418 (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২১] আতাউর রহমান রাইহান, 'সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষাসহ ৫ নির্দেশনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের', *সময় নিউজ*, ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.somoynews.tv/news/2024-10-22/uD78xPM2 (২৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[২২] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'অনিশ্চয়তায় প্রশাসনে স্থবিরতা, দায়িত্ব বণ্টনের জটিলতা কাটছেই না: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের গতি অত্যন্ত ধীর এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পেরও প্রায় একই দশা', ২৭ অক্টোবর ২০২৪, https://bangla.dhakatribune.com/87180 (২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৩] *কালবেলা*, 'বগুড়ায় যোগদান করেই জিয়াউর রহমানের বাড়ি পরিদর্শনে ডিসি', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.kalbela.com/countRy-news/121171 (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'লালমনিরহাটের সহকারী কমিশনার তাপসী তাবাসসুমকে এবার সাময়িক বরখাস্ত', ৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qfiqtclscj (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৪] *প্রথম আলো*, 'জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দল এক মাস দেশে থাকবে', ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ye3j6a6fp1 (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৬] https://hsd.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/notices/6dff69d3_8b79_4f6c_b116_d36f9dd8bf0c/Govtm-1%20294.pdf (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৭] https://cabinet.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notification_circular/0111230b_c559_43c7_b42c_6c7d5c051a8a/3345-Cabinet-09%20October%202024(27245-27246).pdf (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৮] *প্রথম আলো*, 'অভ্যুত্থানে নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা দেওয়া হবে', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4b4xeg5m4w (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৯] *প্রথম আলো*, 'আহতরা বিনা মূল্যে চিকিৎসা পাবেন, কর্মসংস্থানও হবে', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/x1hhmkof8x (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩০] *প্রথম আলো*, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ইকরামুলের বোনকে চাকরি দিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/t31ztjtyvf (২২ অক্টোবর ২০২৪);

প্রথম আলো, 'রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেলেন শহীদ আবু সাঈদের বোন', ১০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/v1o5k438ep (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩২] *বিবিসি বাংলা*, 'মামলা-গ্রেপ্তার থেকে দায়মুক্তির প্রশ্ন আসছে কেন, কারা পাবে?' ১৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/c4g9ynqdzglo (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৩] *প্রথম আলো*, 'ছাত্র আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি: সারজিস আলম', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rvey3ui9jg (২২ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩৪] *প্রথম আলো*, 'হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির তথ্য: গণ-অভ্যুত্থান ঘিরে সহিংসতায় ৯৮৬ জনের মৃত্যু', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ha9u66e50p (২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩৫] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটি: ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ১,৫৮১ জন', ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bangla.dhakatribune.com/politics/85762/ (১৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হাত-পা, চোখ হারানোদের নিয়ে পরিবারে শঙ্কা', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/gbvgnn6ofr (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৬] *দেশ রূপান্তর*, 'ক্ষমা চাইলেন আসিফ নজরুল', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/551265 (১৪ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'গভীর রাতে ছুটে গেলেন চার উপদেষ্টা, হাসপাতালে ফিরলেন আহতরা', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/enftk67hg6 (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৭] *প্রথম আলো*, 'আহতরা বিনা মূল্যে চিকিৎসা পাবেন, কর্মসংস্থানও হবে', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/x1hhmkof8x (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৮] *প্রথম আলো*, "মব জাস্টিস" গ্রহণযোগ্য নয়, সব হত্যার বিচার করতে হবে', ৩১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7g88t5tvkv (৯ নভেম্বর ২০২৪); মহিউদ্দিন আহমদ, 'দায়মুক্তির ধারা কি বাংলাদেশে নতুন', *প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/nfpbi5evau (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৯] আসাদুজ্জামান, 'শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা ২৫০ ছাড়িয়েছে, হত্যা মামলা ২১৩টি', *প্রথম আলো*, ১৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/plxttx2uc2 (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪০] *প্রাগুক্ত।*

[৪১] *প্রথম আলো*, 'হামলা, হত্যার ঘটনায় ১ হাজার ৬৯৫ মামলা', ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/et2u3r3kk8 (১৫ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪২] সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিকের মতে, ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে যুদ্ধাপরাধের বিচার করার কথা বলা হয়েছে। এই আইন সংস্কার না করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হলে বিতর্ক উঠতে পারে। সূত্র: কাদির কল্লোল, 'আওয়ামী লীগের তৈরি আইনেই এগোচ্ছে ট্রাইব্যুনাল', *প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০২৪।

[৪৩] পৃথক দুটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদ প্রমুখ। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/t5ep4dxmwp (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪৪] *প্রথম আলো*, 'তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ', ১ অক্টোবর ২০২৪।

[৪৫] *প্রথম আলো*, 'ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ ২৮ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার', ৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/9h5727kxph (৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*,

'রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের ২০ নেতা-কর্মীকে শাস্তি দিল কর্তৃপক্ষ', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rog3sd6shn (৩ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ ১৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ol0cb2h39a (২ অক্টোবর ২০২৪)।

৪৬ দেখুন নজরুল ইসলাম, 'আগে ছিল "গায়েবি" মামলা, এখন "ইচ্ছেমতো" আসামি', *প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/485gbnaxwd (১৬ অক্টোবর ২০২৪); রাজিউল ইসলাম, 'দিনাজপুরে হত্যা মামলা থেকে নাম কাটাতে চলছে 'হলফনামা-বাণিজ্য', *প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fdliwdtyzi (১৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'মামলায় এত আসামি কে দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন বাদীর', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1gu32klr5s (২২ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জেড আই খান পান্নার নাম বাদ দিতে এবার বাদীর আবেদন', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kwn9b0te6h (২২ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জীবিত স্বামীকে গণ-অভ্যুত্থানে "মৃত" দেখিয়ে শেখ হাসিনাসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা', ১২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qaiisxltqi (১৩ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'সাবেক এমপির বিরুদ্ধে মামলা: বাদী বিএনপির কর্মী বললেন, 'ভুল বুঝিয়ে করানো হয়েছে', ১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qvkdmde093 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

৪৭ *খবরের কাগজ*, 'অপরাধী মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারে লুকোচুরি কেন, প্রশ্ন রিজভীর', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://khaborerkagoj.com/politics/833340 (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

৪৮ *প্রথম আলো*, 'সালমান, দীপু মনি, ইনু, মেননসহ ছয়জন আবার বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে', ৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3nhsn7mfq8 (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

৪৯ *প্রথম আলো*, 'পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনেই লাঞ্ছিত করলেন মহিলা দলের নেত্রীরা', ২৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qmqwjcdmx8 (২৮ অক্টোবর ২০২৪); রাফিউল ইসলাম, এমরুল হাসান বাপ্পী, 'আদালত প্রাঙ্গণে আসামি-আইনজীবীদের ওপর হামলা চলছেই', *ডেইলি স্টার*, ২ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-626621 (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

৫০ ডেভিড বার্গম্যান, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার ও বিচারক নিয়ে কিছু প্রশ্ন', *প্রথম আলো*, ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/zan427qihs (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

৫১ *প্রথম আলো*, '৩ দিন বন্ধ থাকার পর দেশের অর্ধেকের বেশি থানার কাজ শুরু', ১০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/m9afiw2ajz (২৪ অক্টোবর ২০২৪)

৫২ *প্রথম আলো*, 'জুলাই-আগস্টে নিহত পুলিশ সদস্যদের তালিকা প্রকাশ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zqhqbxhiij (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

৫৩ জামিউল আহসান সিপু, 'পুলিশের লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র গোলাবারুদ আন্ডারওয়ার্ল্ডে!', *ইত্তেফাক*, ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/706541/ (১০ নভেম্বর ২০২৪)।

৫৪ *প্রথম আলো*, 'থানা চালু হলেও কাজ শুরু হয়নি পুরোদমে', ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

৫৫ জামিউল আহসান সিপু, *প্রাগুক্ত*।

৫৬ সাহাদাত হোসেন পরশ, '৪৫ হাজার পুলিশের চেয়ার বদল', *সমকাল*, ১৩ নভেম্বর ২০২৪, https://samakal.com/bangladesh/article/264943/ (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

৫৭ নুরুল আমিন, 'বদলি-পদোন্নতি নিয়েই ব্যস্ত পুলিশ কর্মকর্তারা', *প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5y0tf3mk60 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪); মাহমুদুল হাসান, 'পদোন্নতি-পদায়ন নিয়ে পুলিশে অস্থিরতা', *প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/vjdbk73f5b (২১ আগস্ট ২০২৪)।

৫৮ *প্রথম আলো*, 'সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় ২৮ মৃত্যু', ৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ocsv2u3djq (৬ অক্টোবর ২০২৪)।

৫৯ সাখাওয়াত কাওসার, 'সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছেই', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/10/12/1037522 (১৩ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'অক্টোবরে রাজনৈতিক

সহিংসতায় নিহত ১২, আওয়ামী লীগের ৯ জন: এমএসএফ', ৩১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/dnf989heou (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

৬০ *প্রথম আলো*, 'জামালপুর কারাগারে সংঘর্ষে আহত আরেক বন্দীর মৃত্যু', ১০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/x3lppnm7hj (২৪ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জামালপুর কারাগারে সহিংসতায় ৬ বন্দী নিহত', ৯ আগস্ট ২০২৪।

৬১ *প্রথম আলো*, '৬৭ শিল্পকারখানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা', ৭ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/industRy/7chce8qnmg (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

৬২ *Dhaka Tribune*, 'Gazi tyre factory fire: 175 reportedly missing, alleged looting before blaze', 26 August 2024, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/356165/gazi-tyre-factory-fire-175-missing-alleged (১৭ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'পুড়ে যাওয়া গাজী টায়ার কারখানা: হতাহতের খোঁজে এখনো অনুসন্ধান শুরু হয়নি', ২৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/acn578gfe6 (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

৬৩ *ডেইলি স্টার*, 'জামিনে মুক্ত জসীম উদ্দিন রাহমানী', ২৬ আগস্ট ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-608906 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪); গাজী ফিরোজ, 'অস্ত্র উঁচিয়ে চাঁদা দাবি, ছোড়েন গুলি', *প্রথম আলো*, ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/27lqqv32fx (২১ অক্টোবর ২০২৪); সাখাওয়াত কাওসার, 'সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছেই', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/10/12/1037522 (১৩ অক্টোবর ২০২৪); মাহমুদুল হাসান, 'প্রকাশ্যে এসেই তৎপর সুব্রত বাইন, 'পিচ্চি হেলাল', 'কিলার আব্বাস'সহ শীর্ষ সন্ত্রাসীরা', *প্রথম আলো*, ১১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/21kg05owgf (১৩ অক্টোবর ২০২৪)।

৬৪ *প্রথম আলো*, 'খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার পর উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা', ১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4o2rfk9tnz (২ অক্টোবর ২০২৪)।

৬৫ *প্রথম আলো*, '২ হাজার ১০টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় নিহত ৯: বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ', ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bsbk.portal.gov.bd/apps/bangla-converter/index.html (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৬৬ *প্রথম আলো*, '৫-২০ আগস্ট: হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৬৮', ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6bm2lfn7bz (১৩ অক্টোবর ২০২৪); আকবর হোসেন, 'বাংলাদেশে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘিরে হিন্দুদের বারবার শঙ্কায় পড়তে হয় কেন?', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ২৭ আগস্ট ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/c0mnlx711kmo (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

৬৭ *প্রথম আলো*, 'সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ', ১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et (২ অক্টোবর ২০২৪)।

৬৮ *প্রথম আলো*, 'শিল্পকলায় বিক্ষোভের মুখে নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ', ৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/f1698mkfim (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, শঙ্কা হয়েছিল শিল্পকলা একাডেমিও 'আক্রান্ত হতে পারে', ৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/entertainment/drama/65kake4j5j (৬ নভেম্বর ২০২৪);

৬৯ *প্রথম আলো*, 'ব্যবসায়ী ও তৌহিদি জনতা'র বাধা, শোরুম উদ্বোধন করতে পারেননি মেহজাবীন', ৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/entertainment/tv/8mmearhm6o (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

৭০ 'রেস্ট প্রথা' বাতিল করে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে গত ২৫ আগস্ট সারা দিন সচিবালয় অবরোধ করে রেখেছিলেন আধা সামরিক বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার আনসার সদস্য। আলোচনার মাধ্যমে বিকেলে সরকারের পক্ষ থেকে 'রেস্ট প্রথা' বাতিল ঘোষণা করা হলেও আন্দোলন না থামিয়ে তারা সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পড়েন। পরে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর তারা পালাতে বাধ্য হন। এ সময় অবরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার সাড়ে তিন শরও বেশি আনসার সদস্যকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে পরবর্তী সময়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

৭১ এসএসসির সব বিষয় "ম্যাপিং" করে বৈষম্যহীনভাবে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দাবিতে একদল শিক্ষার্থীর বিক্ষোভ-অবরোধের মুখে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার। ২০২৪ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৩০ জুন। সাতটি পরীক্ষা হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তখন পর্যন্ত ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষা বাকি ছিল। একপর্যায়ে স্থগিত পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে ২০ আগস্ট সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। তখন স্থগিত

পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগের ঘোষণা ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fthflkb3je (২১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭২] কয়েকজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও আরও কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচিতে যায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)। দেশের অর্ধেকের বেশি জেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তারা। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে প্রায় ৬০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়ার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ যেহেতু জরুরি সেবা এবং এ-সংক্রান্ত স্থাপনাগুলো কি পয়েন্ট ইন্সটলেশনের (কেপিআই) আওতায় পড়ে, তাই এভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়াটা আইনবিরুদ্ধ বলে জানান খাতসংশ্লিষ্টরা। সূত্র: *বিবিসি*, 'ভোগান্তি তৈরি করে পল্লী বিদ্যুতের শাটডাউন কেন, যা জানা গেল', ১৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/national/2024/10/18/1436535 (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭৩] ৩১ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে কর্মরত দুজন চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও চিকিৎসাশিক্ষার্থীরা চার দফা দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মবিরতিতে যান। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'সেনা বিজিবি মোতায়েন, বহির্বিভাগ চালু', ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৭৪] *প্রথম আলো*, 'কারিগরি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: সাতরাস্তায় ৬ ঘণ্টা অবরোধ, ভোগান্তি', ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'চাকরির বয়সসীমা ৩৫ করার দাবি– চাকরিপ্রত্যাশীদের সাড়ে আট ঘণ্টা শাহবাগ মোড় অবরোধ', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা: যৌথবাহিনীর অভিযানে গাজীপুর ও সাভারে আটক ১৪ জন', ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[৭৫] *প্রথম আলো*, 'নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেল সেনাবাহিনী', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/i745aWzvRy (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেল নৌ ও বিমানবাহিনীও', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/oyr1gqz0xx (১ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা আরও ২ মাস বাড়ল', ১৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ko251rwzyd (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭৬] *প্রথম আলো*, 'বিশেষ অভিযানে মাদকের ১১ গডফাদারসহ ৮৯ শীর্ষ কারবারি গ্রেপ্তার', ৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/tc6dze0kg5 (৮ অক্টোবর ২০২৪); মাহমুদুল হাসান, 'পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযানে এক সপ্তাহে সারা দেশে গ্রেপ্তার ৭ হাজারের বেশি', *প্রথম আলো*, ৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/rhwod0crxd (৮ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'যৌথবাহিনীর অভিযান: ২১ দিনে ২১৬টি অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৯২ জন', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3coxqdz7fv (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি: ১২৬ অস্ত্রধারী শনাক্ত, গ্রেপ্তার ১৯', ১৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/Fzjfeae75q (১৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭৭] *প্রথম আলো*, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি: ১২৬ অস্ত্রধারী শনাক্ত, গ্রেপ্তার ১৯', ১৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/Fzjfeae75q (১৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭৮] সেপ্টেম্বরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বা হেফাজতে ৯ জন নিহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় ২৮ মৃত্যু', ৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ocsv2u3djq (৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'খুলনায় 'গণপিটুনিতে' সাবেক শ্রম প্রতিমন্ত্রীর ভাগনে নিহত', ৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8nluljdhmq (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'গণপিটুনির কোনো ঘটনার কথা জানেন না এলাকার মানুষ', ৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ldgb0qwy4h (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'ময়মনসিংহে যৌথবাহিনীর অভিযানে আটক যুবদল নেতার মৃত্যু', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/q3jt97aej5 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

[৭৯] *প্রথম আলো*, 'অস্ত্র উদ্ধার ও আসামি গ্রেপ্তারে দস্তগীরের বাসায় অভিযান: ডিবি', ২৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/0rfqkf3rh6 (২৮ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জিজ্ঞাসাবাদের জন্য

নেওয়া হয়েছিল সাইফুলকে: আইএসপিআর', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/us40hgjoic (১ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'শাহজালাল বিমানবন্দরে এপিবিএনের অফিস দখলের অভিযোগ, থানায় জিডি', ১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/4ko3eys0f6 (৬ নভেম্বর ২০২৪); *বাংলা ট্রিবিউন*, 'নাশকতার পরিকল্পনা, গোয়েন্দা তথ্যে বাড়ি ঘিরে আ.লীগ নেতাকে আটক', ২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/countRy/dhaka/871071/ (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

৮০ *প্রথম আলো*, 'গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ', ২৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xyxurugc66 (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

৮১ https://cabinet.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notices/de2c9b0a_6b66_477a_84cf_14a6b1ed84e4/55808_69193.pdf (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

৮২ *প্রথম আলো*, 'ডিজিএফআইয়ের চেয়েও ভয়ংকর ছিল র‍্যাবের গোপন বন্দিশালা', ৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/l4m709wh7i (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

৮৩ *প্রথম আলো*, 'মানবতাবিরোধী অপরাধের ১২৮টি অভিযোগ গ্রহণ', ১৮ নভেম্বর ২০২৪।

৮৪ *প্রথম আলো*, 'অতিরিক্ত ৩ অ্যাটর্নি জেনারেল ও ৯ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ', ১৩ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/pi9ayu7pom (১৪ আগস্ট ২০২৪); http://old.lawjusticediv.gov.bd/static/GeneralNews/2024/chief_justice_appointment_no_402_20240810.pdf (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

৮৫ *প্রথম আলো*, 'বিডিআর বিদ্রোহ মামলা- ১৭ স্পেশাল পিপির নিয়োগ বাতিল', ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

৮৬ *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'প্রধান বিচারপতির ১২ দফা নির্দেশনা', ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, http://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/09/26/1032164 (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৮৭ *প্রথম আলো*, 'বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/llhknqllx1 (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

৮৮ *প্রথম আলো*, 'সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে টাস্কফোর্স গঠন', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y6b79fo1ym (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

৮৯ *বাংলা ট্রিবিউন*, 'রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে কমিটি', ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/others/864369/ (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৯০ *প্রথম আলো*, 'মানহানির মামলা থেকে খালাস পেলেন তারেক, ফখরুল, খসরু, গয়েশ্বর ও রিজভী', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ngrb9j8ya4 (২১ অক্টোবর ২০২৪)। উল্লেখ্য, মানহানির একই মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ৩ সেপ্টেম্বর জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এ বি সিদ্দিকের দায়ের করা মানহানিসংক্রান্ত পৃথক চারটি মামলা থেকে খালাস পান বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ২২ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে শাহবাগ থানায় করা মামলা থেকে অব্যাহতি পান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

৯১ *প্রথম আলো*, 'বাস পোড়ানোর মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি নেতা হাবিব উন নবী খান সোহেলসহ ১৮ জন', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/z0embmqycm (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

৯২ *প্রথম আলো*, 'আট বছরের সাজা থেকে খালাস পেলেন বাবর', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/udl9bigfww (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

৯৩ নুরুল আমিন, 'তখন 'সাহস' পায়নি, এখন তৎপর দুদক', *প্রথম আলো*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/j6aeef4m8t (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪); তাবারুল হক, 'দুদকের অনুসন্ধান তালিকায় হাসিনা সরকারের ৭৬ জন', *আমাদের সময়*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://dainikamadershomoy.com/details/0192107b76196 (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৯৪ তাবারুল হক, *প্রাগুক্ত*।

৯৫ নুরুল আমিন, 'প্রভাবশালীদের দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুদকের ধীরগতি, ২ মাসে ১টি মামলা', *প্রথম আলো*, ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/9cxgFY42fu (২১ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'মাদকের ব্যবসা করে বদিউরের দুই কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ, দুদকের মামলা', ২৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/y8g1uqf8ed (২৯ অক্টোবর ২০২৪)।

৯৬ https://fid.gov.bd/sites/default/files/files/fid.portal.gov.bd/go_ultimate/9158ac3f_b5e5_46d4_9a1b_6f9615288e00/-%E0%A7%A8%E0%A7%AF.%E0%A7%A6%E0%A7%AF.%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%AA.pdf (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

৯৭ *প্রথম আলো*, 'বিদেশে বাংলাদেশিদের অবৈধ সম্পদ জব্দের আহ্বান পাঁচ সংস্থার', ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/5sgawif6vt (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৯৮ *প্রথম আলো*, 'ডিসি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে উপদেষ্টা কমিটি গঠন', ১০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/retrrnik75 (১৩ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'তিন কোটির ক্যাশ চেক দিয়ে ডিসির পদায়ন!' প্রতিবেদন ভুয়া চেকের ভিত্তিতে: জনপ্রশাসন সচিব', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6bvxk1s8ts (১ অক্টোবর ২০২৪)।

৯৯ সানাউল্লাহ সাকিব, 'নিষ্ক্রিয় বিএফআইইউ ক্ষমতার পালাবদলের পর হঠাৎ সক্রিয়', *প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/bank/5lfidwmetg (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১০০ *প্রথম আলো*, 'এটুআইয়ের অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দিতে বললেন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম', ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lbhdhxik6p (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১০১ তাপসী রাবেয়া আঁখি, 'ভুয়া সনদে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি নেওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা হচ্ছে', *দেশ রূপান্তর*, ২৯ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/547396/ (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

১০২ *Dhaka Tribune*, '4.3m TCB family cards canceled', 09 Nov 2024, https://www.dhakatribune.com/364661 (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

১০৩ *নিউজ সময়*, 'এনবিআরের ৩ কর্মকর্তা বরখাস্ত', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.somoynews.tv/news/2024-10-17/NXNF7WX6 (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

১০৪ বাহাউদ্দিন ইমরান, 'ভেঙে দেওয়া হলো একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ, উঠল নানান অভিযোগ', *বাংলা ট্রিবিউন*, ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/others/868109/ (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

১০৫ https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/55897_60756.pdf (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

১০৬ https://mopa.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.gov.bd/notification_circular/997a6d8e_7eec_476e_9ea0_820e1664a653/dis4-2024-389%20(2).PDF (১৮ নভেম্বর ২০২৪); *ঢাকা পোস্ট*, 'সরকারি কর্মচারীদের যেভাবে সম্পদের হিসাব জমা দিতে হবে', ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.dhakapost.com/amp/national/309125 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১০৭ *প্রথম আলো*, 'বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের ১০ কর্মদিবসের মধ্যে সম্পদের হিসাব দিতে হবে: আইন উপদেষ্টা', ১৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ri3bo667td (১৪ আগস্ট ২০২৪)।

১০৮ তাবারুল হক, 'দুদকের অনুসন্ধান তালিকায় হাসিনা সরকারের ৭৬ জন', *আমাদের সময়*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://dainikamadershomoy.com/details/0192107b76196 (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১০৯ *প্রথম আলো*, 'দুদক চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনারের পদত্যাগ', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ilcb169gut (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

১১০ *প্রথম আলো*, 'দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে বাছাই কমিটি গঠন', ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/snf7fmwzjh (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

১১১ মিজান মালিক, 'তদন্তের নামে হয়রানি বন্ধের তাগিদ: দুর্নীতির অভিযোগ বাছাই প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা', *যুগান্তর*, ৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/873536 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

১১২ *প্রথম আলো*, 'দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠিত', ২৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/qxc8m4nZzz (২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১১৩ *বণিক বার্তা অনলাইন*, 'অর্থনীতির ভিত্তি তৈরিতে টাস্কফোর্স গঠন করল সরকার', ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bonikbarta.net/home/news_description/398838/ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১১৪ আরিফুর রহমান, 'সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের 'ইচ্ছাপূরণ' প্রকল্প বাতিল হচ্ছে', *প্রথম আলো*, ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ielovlzh3p (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[১১৫] *প্রথম আলো*, 'পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায়', ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/va042hmsvq (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[১১৬] *প্রথম আলো*, 'আন্দোলনের প্রভাব এডিপিতে, প্রথম ত্রৈমাসিকে পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এডিপি বাস্তবায়ন', ২৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/economics/kzh06mlkw9 (২৯ অক্টোবর ২০২৪)।

[১১৭] রাজীব আহমেদ ও ড্রিঞ্জা চাম্বুগং, 'দ্রব্যমূল্য কমাতে নজর কম', *প্রথম আলো*, ৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/cptzcqhvpv (৬ অক্টোবর ২০২৪)।

[১১৮] *TBS*, 'NBR removes import, regulatoRy duties to stabilise rice supply', 01 November, 2024, https://www.tbsnews.net/bangladesh/nbr-removes-import-and-regulatoRy-taxes-stabilise-rice-supply-981706 (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'পেঁয়াজ আমাদানিতে শুল্ক-কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার', ৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/nn2bz0pvi3 (৯ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'চালের মজুত বৃদ্ধির উদ্যোগ, আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার', ১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/tmu99dey18 (১ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'বাজারে ডিমের দাম ও জোগান ঠিক রাখতে নতুন সিদ্ধান্ত', ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/o3sa76nquv (১৬ অক্টোবর ২০২৪)।

[১১৯] *প্রথম আলো*, 'এনবিআর সংস্কারে পাঁচ সদস্যের পরামর্শক কমিটি গঠন', ৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/economics/ag687c0iin (১৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[১২০] *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'এনবিআর আয়কর আইন সংস্কারের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে', ৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.tbsnews.net/nbr/nbr-forms-task-force-reform-income-tax-law-957841 (৬ অক্টোবর ২০২৪)

[১২১] মো. আসাদুজ্জামান, 'আবাসন খাতে এখনো থাকছে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ', *ডেইলি স্টার বাংলা*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/economy/news-611756 (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১২২] *প্রথম আলো*, 'সালমান এফ রহমান, আহমেদ আকবর সোবহানসহ শীর্ষ পাঁচ ব্যবসায়ীর কর ফাঁকি অনুসন্ধান', ২৩ আগস্ট ২০২৪

[১২৩] *প্রথম আলো*, 'এনবিআরের বিশেষ আদেশ, সরকারি কর্মচারীসহ যাদের ই-রিটার্ন জমা বাধ্যতামূলক', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/hl6icxrcze (২৩ অক্টোবর ২০২৪)

[১২৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[১২৫] *প্রথম আলো*, 'ভুল ধরিয়ে দিতে গণমাধ্যমকে সোচ্চার থাকার আহ্বান', ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y0oubo1mbo (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১২৬] *সমকাল*, 'সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত', ৭ নভেম্বর ২০২৪, https://samakal.com/bangladesh/article/264021/ (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[১২৭] *নিউজ সময়*, 'আরও ১১৮ সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল', ১১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.somoynews.tv/news/2024-11-10/uzF64WzV (১১ নভেম্বর ২০২৪); https://drive.google.com/file/d/11B_h1YJVLoje6g9id2FBVU1KDLnQsehZ/view (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[১২৮] *প্রথম আলো*, 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এখনো আক্রমণের মুখেঃ সম্পাদক পরিষদ', ৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/cPZzvcaabq (৬ নভেম্বর ২০২৪); *জনকণ্ঠ*, '*প্রথম আলো*, ডেইলি স্টার পত্রিকা পুড়িয়ে বয়কটের ডাক', ১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/education/news/740442 (৬ নভেম্বর ২০২৪); *বাংলা ট্রিবিউন*, 'চার ঘণ্টা কড়া নিরাপত্তায় ছিল চার গণমাধ্যম', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/others/869830/ (২৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[১২৯] আরিফুর রহমান, '১৪১৬ ইউপি চেয়ারম্যান "পলাতক", অপসারণ নিয়ে টানাপোড়েন', *প্রথম আলো*, ১৯ অক্টোবর ২০২৪।

[১৩০] *প্রথম আলো*, 'সিটি মেয়রসহ ১ হাজার ৮৭৬ জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ', ২০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5flf06j5kt (২১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৩১] নাজনীন আখতার, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটির জন্মনিবন্ধন নিয়ে পাসপোর্টসহ সব জটিলতা কাটল', *প্রথম আলো*, ১৫ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xcerkc2du9 (১৮ আগস্ট ২০২৪)।

[১৩২] শফিকুল ইসলাম, 'চার মাস বন্ধ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম, অনিশ্চয়তায় সোয়া কোটি উপকারভোগী', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/national/871835 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৩৩] আরিফুর রহমান, 'সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে এখনো ভাতা না পেয়ে উদ্বিগ্ন সোয়া কোটি ভাতাভোগী', *প্রথম আলো*, ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y8sgpuvmd9 (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৩৪] *কালের কণ্ঠ*, 'এখনো ভিসিবিহীন ৯ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাহত শিক্ষাকার্যক্রম', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/campus-online/2024/10/02/1430981 (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৩৫] *প্রথম আলো*, 'শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, অধ্যাপক হলেন ৯২২ জন', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/sxx215d8ql (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*,'ইডেন, তিতুমীরসহ ২১ কলেজে নতুন অধ্যক্ষ, শিক্ষা ক্যাডারের ৪৬ জন কর্মকর্তাকে রদবদল', ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[১৩৬] *প্রথম আলো*, '১৩ দিনের মাথায় পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনে সমন্বয় কমিটি বাতিল', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/re4wei37vq (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৩৭] জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২, নতুন পুস্তক মুদ্রণ ও চলমান মূল্যায়ন পদ্ধতিসংক্রান্ত জরুরি নির্দেশনা প্রদানসংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (১ সেপ্টেম্বর ২০২৪),

https://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_policy/9fa12038_9e72_4942_af02_f758fd7ef4f1/518.pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪)। https://www.prothomalo.com/education/examination/hcjghwfydm (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৩৭] *প্রাগুক্ত*।

[১৩৭] *প্রথম আলো*, 'পদ থেকে প্রত্যাহার চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন দিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/hw084elo05

[১৩৮] https://shed.gov.bd/site/moedu_policy/927ed0cb-90cf-4169-903e-db5a929cf51e/927ed0cb-90cf-4169-903e-db5a929cf51e/ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-স্কুল, স্কুল অ্যান্ড-কলেজ-উচ্চ-মাধ্যমিক-কলেজ ও ডিগ্রি কলেজের-উচ্চমাধ্যমিক স্তরের টিউশন ফি নীতিমালা-২০২৪ (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৩৯] *প্রথম আলো*, 'এইচএসসির স্থগিত পরীক্ষা বাতিল নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া', ২১ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/examination/hcjghwfydm (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৪০] *প্রাগুক্ত।*

[১৪১] *প্রথম আলো*, 'পদ থেকে প্রত্যাহার চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন দিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/hw084elo05 (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৪২] *জনকণ্ঠ*, 'এইচএসসির ফল বাতিল চেয়ে পাস দাবি: অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পাঁচ শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/education/news/737839#google_vignette (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৪৩] সেবিকা দেবনাথ, 'স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে গতি নেই', *ভোরের কাগজ*, ৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.bhorerkagoj.com/tp-firstpage/749256 (৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৪৪] *প্রথম আলো*, 'স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় চর দখলের কাজ চলছে', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3upub5owqp (১০ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৪৫] স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ৩ নভেম্বর ২০২৪-এর প্রজ্ঞাপন।

[১৪৬] *প্রথম আলো*, 'নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়বে না', ১৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6hp5odjzmu (২০ আগস্ট ২০২৪)।

[১৪৭] ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, 'নবায়ন হচ্ছে না কুইক রেন্টাল: অর্থ পাচার অনিয়মের তদন্ত হচ্ছে', *মানবজমিন*, ২৮ অক্টোবর ২০২৪, https://mzamin.com/news.php?news=133454#gsc.tab=0 (২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৪৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৪৯] মাহবুব রনি, 'বাতিল হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প', *ইত্তেফাক*, ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704309/ (২৩ অক্টোবর ২০২৪)।

১৫০ *প্রথম আলো*, 'সামিটের পর বাতিল হলো এক্সিলারেটের এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ', ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4beorWzhi4 (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

১৫১ *প্রথম আলো*, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ বছরের কর অব্যাহতি', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/i2ske48sje (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

১৫২ *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, '৭ নভেম্বরের মধ্যে পাওনা পরিশোধ না হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ: বাংলাদেশকে আদানি', ৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6% E0%A7%87%E0%A6%B6/news-details-273596 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

১৫৩ *প্রথম আলো*, 'ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে নির্দেশ', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/yf166pebkt (২৪ অক্টোবর ২০২৪)

১৫৪ ইফতেখার মাহমুদ, 'কক্সবাজারে ৭০০ একর 'রক্ষিত' বনভূমির বরাদ্দ বাতিল হচ্ছে', *প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ll66g2he7g (৩ অক্টোবর ২০২৪)।

১৫৫ *প্রথম আলো*, 'লাঠিটিলা সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক প্রকল্প বাতিলের সুপারিশ', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ll66g2he7g (৩ অক্টোবর ২০২৪)।

১৫৬ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

১৫৭ *প্রথম আলো*, 'আদালত ও আদালত প্রাঙ্গণে হোটেল-রেস্তোরাঁয় প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের নির্দেশনা', ২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ak0a3xilvi (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

১৫৮ *ইত্তেফাক*, 'বিমানবন্দরে ভিআইপি সার্ভিস পাবেন রেমিট্যান্স যোদ্ধারা', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/701270 (৭ নভেম্বর ২০২৪)।

১৫৯ *প্রথম আলো*, 'বিমানবন্দরে ভিআইপি সেবা পাবেন প্রবাসীরা: প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/bl60fkhaxl (৭ নভেম্বর ২০২৪)।

১৬০ https://ird.gov.bd/site/notices/fd5ccb17-24f5-437f-9a6d-9364e3786a51 (৪ নভেম্বর ২০২৪)।

১৬১ Md Mehedi Hasan, 'Rising remittance provides a breather amid forex crisis', *Daily Star,* 4 November 2024, https://www.thedailystar.net/business/news/rising-remittance-provides-breather-amid-forex-crisis-3744106 (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

১৬২ *ঢাকা পোস্ট*, 'সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না : ওয়াকার-উজ-জামান', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.dhakapost.com/international/309463 (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

১৬৩ *প্রথম আলো*, 'সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ে পদোন্নতি ও রদবদল', ১৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/11zg5fhe3z (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

১৬৪ *প্রথম আলো*, '৬ হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সংশ্লিষ্ট আড়াই হাজারের বেশি ব্যক্তি গ্রেপ্তার: সেনাবাহিনী', ১৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/gqttn3dle7 (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

১৬৫ বিএনপির ৩১ দফার বিস্তারিত দেখুন, https://www.bnpbd.org/31-points?language=bn (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

১৬৬ *প্রথম আলো*, 'সংস্কার কমিটি করল বিএনপিও', ৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/6adryvy5z8 (৩ অক্টোবর ২০২৪)।

১৬৭ কিরণ শেখ, 'তিন মাস পর্যবেক্ষণ এরপর কৌশল নির্ধারণ বিএনপির', *মানবজমিন*, ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://mzamin.com/news.php?news=131695#gsc.tab=0 (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

১৬৮ *প্রথম আলো*, 'বিএনপিসহ ১৭টি দল ও জোট নাম প্রস্তাব করেছে', ৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/5hskpwd481 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

১৬৯ *প্রথম আলো*, 'বিএনপির ৪২২ জন নিহত, দাবি মির্জা ফখরুলের', ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

১৭০ *প্রথম আলো*, '"কারও হঠকারিতায় বিএনপির ক্ষতি সহ্য করা হবে না"- তারেক রহমান', ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'বিএনপির নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি করতে গেলে ধরে পুলিশে দিন' - মির্জা ফখরুল, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না : তারেক রহমান', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/fv4e6zy95s (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৭১] *প্রথম আলো*, 'যুবদলের সংঘর্ষে নিহত ১', ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহত', ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে দুই স্থানে বিএনপির দুই নেতা নিহত', ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[১৭২] নজরুল ইসলাম, 'আগে ছিল "গায়েবি" মামলা, এখন "ইচ্ছেমতো" আসামি', *প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/485gbnaxwd (১৬ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৭৩] *প্রথম আলো*, মহিলা লীগ নেত্রীকে যুবদল নেতা বললেন, 'চার্জশিট থেকে কাটা যাবে, যোগাযোগ কইরেন, কাইটে দিমুনি', ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xjyy8vk7ur (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[১৭৪] সেলিম জাহিদ, 'বিএনপির "অবাধ্য" নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের স্তূপ', *প্রথম আলো*, ১২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/j02vd8at34 (১৩ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ভেঙে দেওয়া হলো বিএনপির ঢাকা উত্তর কমিটি', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/ga5vg8tmb0 (২ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'চট্টগ্রামে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার বাদী বিএনপি নেতাকে দল থেকে অব্যাহতি', ১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/87j7tnafat (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক লাঞ্ছিত : যশোর জেলা বিএনপির নেতাকে শোকজ, যুবদল নেতা বহিষ্কার', ৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/0jphe4byqz (৯ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'অপরাধে সম্পৃক্ততায় যুবদল-ছাত্রদলের ১৫ জনকে বহিষ্কার', ৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/yx6mnzd7to (২৪ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'নিক্সনের বিরুদ্ধে মামলার পর স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা বহিষ্কার', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'সিলেটে পাথর লুটপাটের অভিযোগে জেলা বিএনপি নেতার দলীয় পদ স্থগিত', ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/hinvpld8av (১৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'চট্টগ্রামের বায়েজীদে খুন : তিন নেতাকে বহিষ্কার করল বিএনপি', ১৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/76xb0p6udb (১৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৭৫] *প্রথম আলো*, '৬৮ রাজনৈতিক সহিংসতা, ২৫টিই বিএনপির অন্তঃকোন্দলে', ৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/2mtvukn7da (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'পাবনায় বিএনপির দুই পক্ষ একই স্থানে সমাবেশ ডাকায় ১৪৪ ধারা জারি', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3btomo19rt (২২ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'পাবনায় ক্লাবের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আওয়ামী লীগ-বিএনপির সংঘর্ষ, আহত ২৫', ১৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/9u1xz8ozl6 (১৪ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'কুষ্টিয়ায় মসজিদ ও কবরস্থানের টাকা নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৮', ১১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tmrpw5n4sq (১৩ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ, আহত ৭', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'কুষ্টিয়ায় বালুর ঘাট ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের উত্তেজনা, অস্ত্রের মহড়া', ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/6os12wvhmc (১৭ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'যদি আওয়ামী লীগকে দেখেন, রাস্তায় পিটিয়ে মারবেন', বললেন যুবদল নেতা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/nvs0urgihh (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *ঢাকা টাইমস*, 'টঙ্গীতে র‍্যাবের গাড়ি থেকে আ.লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নিল বিএনপির নেতারা', ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.dhakatimes24.com/2024/09/09/365495 (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'কুষ্টিয়া থানা আমি মাজেদ নেতৃত্ব দিয়ে ভাঙিছি', যুবদল নেতার ভিডিও ভাইরাল', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/r15o4nv8of (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৭৬] *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না : তারেক রহমান', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/fv4e6zy95s (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪); সেলিম জাহিদ, 'বিএনপি সংস্কার চায়, তবে লম্বা সময়ে আপত্তি, *প্রথম আলো*, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/75vg8dzn6s (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'প্রশাসনিক কার্যক্রমে 'ধীরগতিতে' উদ্বেগ বিএনপির স্থায়ী কমিটির', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/w8e2vd2xll (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'চার মাস আর ছয় মাস বুঝি না, নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময় জানাতে হবে: গয়েশ্বর রায়', ২৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/b2jrzegqkb (২৯ অক্টোবর ২০২৪);

প্রথম আলো, 'হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ পেয়েছি, এখন আওয়ামীবিহীন বাংলাদেশ করতে হবে: মির্জা আব্বাস', ২৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/lj395ghb40 (২৯ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন নিয়ে দ্রুত আলোচনা ও সংস্কারের রোডম্যাপ চেয়েছেন মির্জা ফখরুল', ২৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/hom1kdqksw (২৭ আগস্ট ২০২৪); কিরণ শেখ, 'তিন মাস পর্যবেক্ষণ, এরপর কৌশল নির্ধারণ বিএনপি'র, *মানবজমিন*, ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://mzamin.com/news.php?news=131695#gsc.tab=0 (১৭ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জনগণের উন্নয়ন জনগণের নির্বাচিত সরকার দ্বারাই সম্ভব: তারেক রহমান', ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5uz5idx6x5 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বেশি সময় লাগার কথা নয়: রিজভী', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/rsq5o2d5ws (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তরের ভাষা বিএনপি বুঝতে পারছে না: রিজভী', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/wuyv8vfvde (২৪ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'সরকারকে নির্বাচনের সময় স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছেন গয়েশ্বর রায়', ১৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/jancag8a71 (১৪ অক্টোবর ২০২৪)।

১৭৭ *প্রথম আলো*, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের ২৪২ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/w1riqtzoxl (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

১৭৮ *প্রথম আলো*, 'সিলেট মহানগর বিএনপির নবগঠিত কমিটি নিয়ে চলছে নানা বিতর্ক', ৭ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qxgywd6v1t (৯ নভেম্বর ২০২৪); সুমনকুমার দাশ, 'সিলেটে যুবদলের নতুন কমিটি: শুরুতেই বিতর্ক, আছে "টাকার বিনিময়ে" ঠাঁই পাওয়ার অভিযোগও', *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mtjd5cd7wi (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'বেনাপোল কলেজের কমিটি গঠন নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ককটেল বিস্ফোরণ', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/w30m6sj94x (২২ অক্টোবর ২০২৪)।

১৭৯ *প্রথম আলো*, '১০ দফা সংস্কার প্রস্তাব, আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন চায় জামায়াত', ৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/btycmurn8a (১৪ অক্টোবর ২০২৪)।

১৮০ *প্রথম আলো*, 'ইসলামপন্থীদের নিয়ে নির্বাচনী ঐক্যের চেষ্টায় জামায়াত', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

১৮১ *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন প্রসঙ্গ: সরকারের কাছেও সময় জানতে চায় দলগুলো', ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/vd0ucpmavb (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১৮২ *প্রথম আলো*, 'মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিলেও সরকারের ভূমিকা দৃশ্যমান হচ্ছে না: সিপিবি', ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/7tr26n5pes (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১৮৩ *প্রথম আলো*, 'রাষ্ট্রপতিকে সরানোর প্রক্রিয়া নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/1yx3ar4sbf (২৯ অক্টোবর ২০২৪)।

১৮৪ *প্রথম আলো*, 'সংস্কার ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগকেও চান সজীব ওয়াজেদ', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/nahh5g1ezz (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১৮৫ *প্রথম আলো*, 'গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর অস্ত্র লুট ও গাড়ি পোড়ানোর মামলায় গ্রেপ্তার আসামির মৃত্যু', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/gzxc6vj858 (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১৮৬ *ইত্তেফাক*, 'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704701/ (২৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'দেশে বিচার বিভাগের কোনো স্বাধীনতা নেই: আ.লীগ', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/filhit5c1p (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

১৮৭ *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনার মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের বিক্ষোভ', ২১ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/i0hbu1lhpq (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

১৮৮ *বাংলা ট্রিবিউন*, 'সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ এনে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে 'পিটিশন ক্যাম্পেইন', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/national/864501/ (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১৮৯ *যুগান্তর*, 'বাংলাদেশে থাকা '২৬ লাখ ভারতীয়র চাকরি বাতিল' করতে বলল আ.লীগ', ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.jugantor.com/politics/847446 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

১৯০ *নয়া দিগন্ত*, 'কোটা সংস্কার আন্দোলন এত দূর যেতে দেওয়াই সরকারের ভুল ছিল : হাছান মাহমুদ', ৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.dailynayadiganta.com/politics/19664286/ (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

১৯১ কাদির কল্লোল, 'আওয়ামী লীগের নেই অনুশোচনা, ষড়যন্ত্র তত্ত্বে ভরসা', *প্রথম আলো*, ১১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/to53gtc7jg (১২ নভেম্বর ২০২৪); সারফুদ্দিন আহমেদ, 'জিরো পয়েন্টে আওয়ামী লীগের "জিরো পারফরম্যান্স" কেন', *প্রথম আলো*, ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/fgitzar9bk (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

১৯২ *প্রথম আলো*, 'সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া দুই আগ্নেয়াস্ত্র ও চার ট্রাক মালামাল ফেরত আনলেন শিক্ষার্থীরা', ১০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/dugl2jw09t (১২ আগস্ট ২০২৪)।

১৯৩ *প্রথম আলো*, 'ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা', ৭ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/zuqt7z5g8c; *প্রথম আলো*, 'রাজধানীর সড়কে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে থাকবেন শিক্ষার্থীরা, পাবেন ভাতা', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/qv3cqndfep (২২ অক্টোবর ২০২৪)।

১৯৪ *ঢাকা পোস্ট*, বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের 'বিনা লাভের দোকান', ১৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.dhakapost.com/country/316113; *প্রথম আলো*, 'কেরানীগঞ্জে সিন্ডিকেট ভাঙতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের 'বিনা লাভের বাজার', ৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/u218ifguzx (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

১৯৫ *প্রথম আলো*, 'গণত্রাণের ১০ কোটি টাকা ব্যাংকে আছে, তার ৮ কোটি যাচ্ছে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/a1qfgyc6he (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

১৯৬ *জনকণ্ঠ*, 'তিন সমন্বয়ক আটক', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/739681 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

১৯৭ *প্রথম আলো*, 'জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর, আগুন', ১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/0txowfejoe (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

১৯৮ *প্রথম আলো*, 'দল আর মার্কা দেখার সময় শেষ, এখন সময় যোগ্যতা দেখার', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/oo6d6pcjug (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'সব ক্ষেত্রে সংস্কারের পর দেশে নির্বাচন হবে', ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/q20vsoki85 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

১৯৯ *প্রথম আলো*, 'আ.লীগকে রাজনীতির বাইরে রাখতে রিট', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/e4diblzy8n (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০০ *কালের কণ্ঠ*, 'উপদেষ্টা নাহিদ-আসিফের ছাত্রশক্তির কার্যক্রম স্থগিত', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/Politics/2024/09/14/1425374 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০১ *প্রথম আলো*, 'এ মাসের মধ্যেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/ytronzqrc5 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০২ *প্রথম আলো*, 'থানা পর্যায়ে কমিটি করছে জাতীয় নাগরিক কমিটি, বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৫০', ২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/ex4pwdqavu (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০৩ *প্রথম আলো*, 'আইনজ্ঞদের মতঃ এভাবে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা যথাযথ নয়', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kxhj9ae8x5 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০৪ *প্রথম আলো*, 'রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের পদচ্যুতি ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7aideb4gjz (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০৫ *সংবাদ*, 'ছাত্রদের নিত্য নতুন দাবি, সরকারের কি সমর্থন আছে, জানতে চায় রাজনৈতিক দলের নেতারা', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://sangbad.net.bd/news/national/2024/128110/ (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

২০৬ *প্রথম আলো*, '৮৬ শিক্ষক, লেখক ও সাংবাদিকের খোলাচিঠিঃ বাংলাদেশ নিয়ে গুজব না ছড়াতে ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান', ১৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/72zxws0q7b (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০৭ *প্রথম আলো*, 'উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র চাইলে শুধু নির্বাচন দিলে হবে না', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/bhvrdbc0ch; *ডেইলি স্টার*, 'পুনর্লিখন নয়, সংবিধান সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়: সেমিনারে বক্তারা', ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-623161; *প্রথম আলো*, 'ওয়েবিনারে বিশিষ্টজনেরা: সবচেয়ে বেশি কার্যকরী পন্থা হবে আনুপাতিক নির্বাচন', ১২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ofjwy37zjz; *প্রথম আলো*, 'সেমিনার: আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে ভোট চায় বিএনপি ছাড়া বিভিন্ন দল', ১২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/tqqcpv5p7c (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০৮ *প্রথম আলো*, 'বিআইজিডি জরিপ: দেশ ঠিক পথে যাচ্ছে বলে মনে করেন ৭১% মানুষ', ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/ruf23gjq2u; *প্রথম আলো*, 'প্রথম আলো অনলাইন জরিপ: সরকারের ১ মাসের উদ্যোগ ও কার্যক্রমে সন্তুষ্ট নন ৫১%', ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/lxwkhw4nd0; আসিফ হাওলাদার, '৩৩ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ', *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/5cr0454zre; *প্রথম আলো*, 'জরিপ: অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ২ বছর বা তার কম চান ৫৩ শতাংশ ভোটার', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zoaxngb8bm (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২০৯ *প্রথম আলো*, 'সরকারের তৎপরতা মন্থর, আকাঙ্ক্ষা এখনো অধরা : জাতীয় নাগরিক কমিটি', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ifjzlrtjji (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২১০ *প্রথম আলো*, 'সহিংসতা, হত্যার স্বচ্ছ তদন্তসহ ৯ দফা দাবি সুজনের', ৩০ জুলাই ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/vakkwbdfin; *প্রথম আলো*, 'সরকারের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হতে হবে: আনু মুহাম্মদ', ৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/g3d2n2zees (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সুদূরপ্রসারী সংস্কার জরুরি', ১২ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/wl225wd92y (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে', ৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/ig9cjdzhz6 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২১১ সিবিজিএ বিশেষ ব্রিফ, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার: নতুন পররাষ্ট্রনীতির দিকনির্দেশনা', আগস্ট ২০২৪, https://www.cbgabd.org/2024/08/27/ (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২১২ Porimol Palma, Mohiuddin Alamgir, 'Int'l support garnered to help reforms, growth', *Daily Star*, 29 September 2024, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/intl-support-garnered-help-reforms-growth-3714726 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২১৩ *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনা ভারতে আছেন, থাকবেন: ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/world/india/hk0quniix3 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২১৪ *ইত্তেফাক*, 'বাংলাদেশ নিয়ে গুজব, ভারতের টিভি নিষিদ্ধে আইনি নোটিশ', ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/706628 (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

২১৫ *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনা ভারতে আছেন, থাকবেন: ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/world/india/hk0quniix3 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

২১৬ *ঢাকা পোস্ট*, 'ভারতীয় হাইকমিশনে "নোট" পাঠিয়ে গভীর উদ্বেগ জানাল বাংলাদেশ', ৯ অক্টোবর ২০২৪,
https://www.dhakapost.com/national/313854 (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

"নতুন বাংলাদেশ"
গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে
টিআইবির সুপারিশ*

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।[১] এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা।

কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াসের অন্যতম কারণ–জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ এবং অর্থ পাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচারহীনতা নিশ্চিত করা। "নতুন বাংলাদেশে" রাষ্ট্র-সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট হতে হবে দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সব প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সব অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী নিষ্কণ্টক পরিবেশ অপরিহার্য। তবে সার্বিক রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ও পেশাগত দেউলিয়াপনা থেকে উদ্ধার করা ছাড়া দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে হবে যেন জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোয় প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে। প্রস্তাবিত সুপারিশমালায় সার্বিকভাবে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সংস্কার-সম্পর্কিত নয়টি কৌশলগত বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে–

---

* ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত।

কৌশলগত ক্ষেত্র

- গণতান্ত্রিক চর্চা
- আইনের শাসন ও মানবাধিকার
- অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থ পাচার রোধ
- সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
- নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
- তথ্য অধিকার ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা
- স্থানীয় সরকারব্যবস্থা
- ব্যাংক খাত
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশ

এই কৌশলগত প্রস্তাবনার ধারাবাহিকতায় টিআইবি আরও সুনির্দিষ্টভাবে খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করতে আগ্রহী।

আশু প্রাধান্য

টিআইবি এই সুপারিশমালার শুরুতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে কয়েকটি বিষয়কে আশু প্রাধান্য হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে দ্রুততার সাথে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে–

- শান্তি-শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা ও প্রশাসনিক স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করা;
- নজিরবিহীন প্রাণহানিসহ বহুমাত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সরাসরি ও হুকুমের অপরাধে দায়ী সবাইকে জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা; এ ক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়া যেন কোনোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, তা নিশ্চিতে যথাযথ আইনসম্মত-প্রক্রিয়া অনুসরণ করা;
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা;
- উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের কার্যকর জবাবদিহির অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপনে দুদক, বিএফআইইউ, এনবিআর, সিআইডি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা;
- "নতুন বাংলাদেশ"-এর অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্র-সংস্কারের অপরিহার্য কাঠামো বিনির্মাণের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কৌশলগত পথরেখা প্রকাশ করা।

সুপারিশমালা

গণতান্ত্রিক চর্চা

১. জাতীয় সংসদে জনরায়ের বাস্তব প্রতিফলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনবৈচিত্র্য যেমন– তরুণ প্রজন্ম,

নারী, আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ তরুণ প্রতিনিধি থাকতে হবে।

২. নির্বাচিত সংসদ সদস্যসহ জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণ-অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যমে অপসারণ এবং ওই সংসদীয় আসনে/স্থানীয় সরকার এলাকায় পুনরায় নির্বাচনের (রিকল ইলেকশন) বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

৩. অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলনিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৪. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্বকারী গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে আনীত সংশোধনীগুলো বাতিল করতে হবে (যেমন একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা হারানো এবং অনিয়মের অভিযোগে শুধু নির্বাচনের দিন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ (পোলিং) বাতিল করাসংক্রান্ত সংশোধনী ইত্যাদি)।

৫. নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্তভাবে সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য–

- একই ব্যক্তি একই সঙ্গে সরকারপ্রধান (প্রধানমন্ত্রী), দলীয়প্রধান ও সংসদ নেতা থাকতে পারবেন না।
- একজন ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।
- স্পিকারকে সংসদের অভিভাবক হিসেবে দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করে সংসদের সব কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- সংসদে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করতে হবে; স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অবর্তমানে সভাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত বিরোধীদলীয় সদস্যদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে।

৬. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিজ দলের ওপর অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট ব্যতীত, আইন প্রণয়নসহ অন্য সব ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সমালোচনা ও দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৭. নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য–

- জনগুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, যেমন সরকারি হিসাব; আইন, বিচার ও সংসদ; অর্থ, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্তত ৫০ শতাংশ কমিটিতে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সব ধরনের কার্যক্রমে স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করতে হবে।

৮. জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সব পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের জন্য নৈতিক আচরণ আইন/বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

৯. রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

- দলীয় প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও পরিবারতন্ত্র বিলোপ;
- সব পর্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব নির্ধারণ;
- দলের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা;
- নৈতিক স্খলনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দলের কোনো পদে না রাখা ও নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়া;
- দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে তরুণ, নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া;
- দল ও জনপ্রতিনিধিত্বে সব পেশার ভারসাম্য রক্ষায় আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ এবং
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রার্থী চূড়ান্ত করা।

আইনের শাসন ও মানবাধিকার

বিচার বিভাগ

১০. মাসদার হোসেন মামলার রায় অনুযায়ী বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ-প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে।

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ ক্ষমতায়িত নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন ও কার্যকর করতে হবে।
- উচ্চ এবং অধস্তন আদালতের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলিসহ সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্বাধীন সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

১১. উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা/আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১২. সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে বিচারপতি অপসারণের এখতিয়ার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

১৩. আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে বিচারক এবং অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে যুগোপযোগী শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও জনপ্রশাসন

১৪. ছাত্র-জনতার আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. সব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থা) এবং প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করার জন্য ঢেলে সাজাতে হবে।

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর পেশাগত উৎকর্ষ ও আধুনিকায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে যুগোপযোগী পুলিশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পুলিশের সব পর্যায়ে নিয়োগ-প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক, দলীয় প্রভাব ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে পুলিশ সার্ভিস কমিশন গঠন করতে হবে।
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের বাইরে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

১৬. জনপ্রশাসনকে কার্যকর ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে “সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮” এবং “সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯” হালনাগাদ করতে হবে।

মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার

১৭. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে বহুমাত্রিক ও নজিরবিহীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের জবাবদিহি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৮. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে নিরাপত্তাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুমসহ সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্তের এখতিয়ার ও সক্ষমতা দিতে হবে।

১৯. বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এমন সব আইন বাতিল করতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

২০. দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য–

- দুদকের প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ জনবল নিয়োগ, পদায়ন ও বদলির ক্ষমতা দুদক সচিবের কাছ থেকে সরিয়ে কমিশনের হাতে ন্যস্ত করতে হবে।
- দুদকে পরিচালক হতে উর্ধ্বতন পদসমূহে প্রেষণের মাধ্যমে পদায়ন বন্ধ করতে হবে।
- দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচার বিষয়ে তদন্ত এবং ব্যবস্থা গ্রহণে দুদকের ক্ষমতাকে নিশ্চিত করতে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করতে হবে (যেমন সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৮; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও আয়কর আইন, ২০২৩)।

২১. দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন দুদক, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন

ডিপার্টমেন্টসহ (সিআইডি) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় প্রভাবমুক্ত ও পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে।

২২. দুর্নীতি ও অর্থপাচারের কার্যকর জবাবদিহির অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপনে দুদক, বিএফআইইউ, এনবিআর, সিআইডি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে সম্পৃক্ত করে স্থায়ী টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

২৩. জনপ্রতিনিধিত্ব ও সরকারি কার্যক্রমে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে "স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন" প্রণয়ন করতে হবে।

২৪. "সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮"-তে সরকারি কর্মচারীদের ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তারে সরকারের অনুমতি গ্রহণের বিধান (ধারা ৪১-এর ১) বাতিল করতে হবে।

২৫. সব পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/চেয়ারম্যান এবং সদস্যসহ সব পর্যায়ের কর্মীদের প্রতিবছর তাদের আয় ও সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

২৬. জাতীয় বাজেটে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল করতে হবে।

২৭. সব ধরনের সরকারি ক্রয়, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে "ভ্যালু ফর মানি" অর্জনে অন্তরায় ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে এমন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

২৮. অর্থ পাচার রোধে–

- যে সব দেশে অর্থ পাচার হয়েছে, সেই সব দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক আইনি সহায়তা (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স) কার্যকর করতে হবে।
- আমদানি-রপ্তানি, হুন্ডি, আর্থিক খাতে জালিয়াতি ও বেনামি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃত সব অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে; বিশেষ করে বিএফআইইউ, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, দুদক, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করে আমদানি-রপ্তানির আড়ালে যোগসাজশমূলক চালান জালিয়াতিনির্ভর অর্থ পাচারের প্রক্রিয়া রুদ্ধ করতে হবে।
- দেশে-বিদেশে সব আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে "দ্য কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (সিআরএস)"–এর মাধ্যমে অনতিবিলম্বে আর্থিক লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রাপ্তির সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যক্তি খাতের অধীন প্রতিষ্ঠানে মালিকানার স্বচ্ছতা নিশ্চিতে এবং খেলাপি ঋণ ও অর্থ পাচার রোধে "মালিকানার স্বচ্ছতা আইন (বেনিফিসিয়াল ওনারশিপ ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট)" প্রণয়ন করতে হবে।

২৯. দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসম্পৃক্ততা জোরদার করার লক্ষ্যে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

৩০. সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের (নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন ইত্যাদি) স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে। এসব বিষয় নিশ্চিত করার জন্য–

- সব নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত অন্তর্ভুক্ত এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংস্কার করতে হবে;
- পেশাগত জীবনে সততা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গকে স্বচ্ছ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে।

৩১. সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সমান মর্যাদা এবং সুবিধাসহ পূর্ণকালীন নিয়োগ দিতে হবে।

৩২. আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারসহ সরকারি কর্ম কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৩৩. রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যমান আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন করতে হবে।

৩৪. সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেকোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে।

৩৫. বিদ্যমান দলীয় লেজুড়বৃত্তিক সব পেশাজীবী, বিশেষায়িত ও সেবা খাতভিত্তিক সংগঠন/সমিতি বিলুপ্ত করে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় দলীয় প্রভাবমুক্ত সংগঠন/সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৬. জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের কার্যক্রমের ওপর গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপ ও নজরদারি বন্ধ করতে হবে।

৩৭. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা ও পরিবেশ খর্ব করে এমন সব ধারা সংশ্লিষ্ট আইন থেকে বাতিল করতে হবে।

৩৮. "বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬"–এর ধারা ১৪ এবং 'আয়কর আইন ২০২৩' এর ধারা ২ (৩১চ), যা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বিশেষ

করে মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণসহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, তা বাতিল করতে হবে।

৩৯. বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এরূপ সংস্থার গঠন, নিবন্ধন এবং ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রশাসনিক হয়রানি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৪০. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে–

- অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া "প্রেস কাউন্সিল আইন, ২০১৯" ও "গণমাধ্যমকর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮"–এর প্রয়োজনীয় সংস্কার করে আইনটি প্রণয়ন করতে হবে।
- সব ধরনের গণমাধ্যম (মুদ্রণ, টেলিভিশন, ডিজিটাল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম) কর্মীদের পেশাগত দায়িত্ব পালন এবং গণমাধ্যমকর্মী ও ব্যবহারকারীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠন করতে হবে।

৪১. দলীয় প্রভাবমুক্ত এবং পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) ঢেলে সাজাতে হবে।

৪২. সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার চর্চা বন্ধ করতে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলোকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং প্রকৃত গণমাধ্যম হিসেবে পেশাগত সক্ষমতা ও সংস্কৃতি বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্য অধিকার ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা

৪৩. তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে–

- "অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩" বাতিল করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনের 'কতিপয় তথ্য প্রদান বা প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়'-এর উপধারাগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ আপিল কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করতে হবে।

৪৪. ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে–

- বহুমুখী মৌলিক মানবাধিকার হরণের হাতিয়ার ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) বিলুপ্ত করতে হবে।
- খসড়া "ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৪"-এ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে 'ব্যক্তিগত তথ্যের' সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণসহ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, বাক্স্বাধীনতা ও ভিন্নমত নজরদারির সুযোগ রয়েছে–এমন ধারা সংশোধন করতে হবে।

- খসড়া “ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইনে” প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করতে হবে।
- “সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩”–এর যেসব ধারা মানবাধিকারবিরোধী, তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর প্ল্যাটফর্মে অভিগম্যতার অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং ব্যাখ্যার অস্পষ্টতা ও অপব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে, সেসব ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

৪৫. স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংবিধান এবং সংশ্লিষ্ট আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

৪৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আইনগত এখতিয়ার অনুযায়ী ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং কার্যক্রমের সুষ্ঠু তদারকির জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে।

৪৭. সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার বিধান বাতিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে হবে।

৪৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ ও তহবিল সংগ্রহে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। নিজস্বভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রবিধান রেখে আইনি সংস্কার করতে হবে।

ব্যাংক খাত

৪৯. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ব্যাংক খাতের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

৫০. ঋণ জালিয়াতি, ব্যাংক খাতের সব ধরনের প্রতারণা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং পরিচালকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৫১. ব্যাংক খাত সংস্কারের জন্য–

- ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংক কমিশন গঠন করতে হবে। ওই কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংক খাতের সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে এবং এ-জাতীয় চর্চা বন্ধ করতে আইনি সংস্কার করতে হবে।

- ব্যাংক খাত, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করতে হবে।
- আমানতকারীর স্বার্থপরিপন্থী ও ব্যাংক খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েমে সহায়ক ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট সব আইন সংশোধন/বাতিল করতে হবে। আমানতকারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, এমন সব নীতি ও প্রবিধান (ঋণ শ্রেণীকরণ, অবলোপন, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ইত্যাদি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে সংশোধন করতে হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশ

৫২. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫৩. "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" বাতিল করতে হবে। বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ বাতিল করতে হবে।

৫৪. পরিবেশ-সংবেদনশীল এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সব চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

৫৫. স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের মতামতের ভিত্তিতে জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনা ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) সংশোধন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ *The daily Star,* `Yunus-led interim govt sworn in', 8 August 2024, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/yunus-led-interim-govt-sworn-3672581 (9 August 2024).

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং*

মো. মাহ্ফুজুল হক, মো. নেওয়াজুল মওলা ও মো. সাজেদুল ইসলাম

প্রেক্ষাপট

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার পূর্বশর্ত হলো একটি অবাধ, স্বচ্ছ, সবার জন্য নিরপেক্ষ ও সম-প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক ১৯৯০–এর দশক-পরবর্তী বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ছাড়া নির্বাচনব্যবস্থাকে অংশগ্রহণমূলক ও শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সংস্কারসহ সংশ্লিষ্ট আইন বিভিন্ন সময় সংশোধন করা হয়। এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও অতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোয় নানা ধরনের অনিয়ম এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ নির্বাচন পরিচালনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিতর্কিত ভূমিকা পালন এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে বিবিধ চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয় (টিআইবি ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৮)।

বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বারবার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)–এর বিতর্কিত সংশোধন,[১] রাজনৈতিক দল[২] ও পর্যবেক্ষক নিবন্ধনে বিতর্কসহ[৩] নির্বাচনব্যবস্থায় দুর্বলতার কারণে দেশের মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।[৪, ৫, ৬] বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনব্যবস্থার ওপর টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালন এবং সার্বিকভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা থেকে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনপ্রক্রিয়া কতটুকু অবাধ, স্বচ্ছ, সবর জন্য নিরপেক্ষ ও সম-প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তা ট্র্যাকিং করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে অবাধ, স্বচ্ছ, সবার জন্য নিরপেক্ষ ও সম-প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন ও নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতে প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশীজন কর্তৃক নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালন পর্যালোচনা করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা।

---

*২০২৪ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ। এই প্রতিবেদনে ২৯ মে ২০২৪ পর্যন্ত নির্বাচন পরবর্তী হালনাগাদ তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, কমিশনের কর্মকর্তা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক, ভোটার, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।[৭] এ ছাড়া নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে নির্বাচনসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা নির্ধারণ ও নমুনায়ন : দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৫০টি আসন নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পরিসংখ্যানিক নীতি অনুসারে ৩০টি আসন নমুনা আকার (smallest large number) হিসেবে মোট আসনকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট।[৮] তবে নমুনার আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে তথ্যর নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে সময় এবং বাজেটের সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় নিয়ে নমুনার আকার (সংসদীয় আসন) ন্যূনতম সংখ্যা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস : গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচনসংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। সংবাদমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করতে সর্বাধিক প্রচারিত দুটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা ও দুটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা এবং টেলিভিশনে প্রাইম নিউজের সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিটিভি (রাত ৮টার সংবাদ) এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় প্রথম দুটি ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি : এ গবেষণার আওতার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ও নির্বাচনকালীন ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং নির্বাচনের পরবর্তী এক মাস, অর্থাৎ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ ও তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার সময় : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই গবেষণায় জুন ২০২৩ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, তফসিল ঘোষণার আগে থেকে শুরু করে ২২ মে ২০২৪ পর্যন্ত[৯] সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

গবেষণাভুক্ত নির্বাচনী আসনের তথ্য

এই গবেষণায় আটটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৪৫টি জেলার ৫০টি আসন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রংপুর বিভাগের দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা; রাজশাহী বিভাগের বগুড়া,

নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ; খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা; বরিশাল বিভাগের বরগুনা, ভোলা, বরিশাল ও পিরোজপুর; ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা; ঢাকা বিভাগ থেকে টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ; সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য বান্দরবান জেলার আসনগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগ থেকে সবচেয়ে বেশি ১১টি এবং সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগ থেকে তিনটি করে আসন বাছাই করা হয় (চিত্র ২)।

চিত্র ১ : বিভাগভিত্তিক সংসদীয় এলাকার সংখ্যা

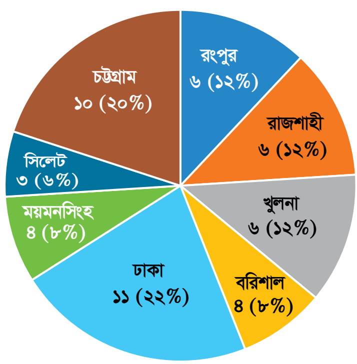

চিত্র ২ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসনভুক্ত জেলা

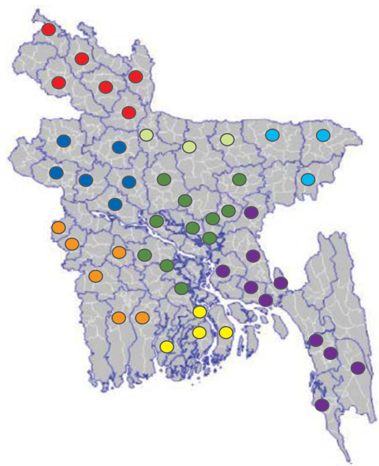

সারণি ১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮টি বিভাগের ৪১টি জেলায় ৫০টি নির্বাচনী আসন

বিভাগ		সংসদীয় আসনসমূহের নাম
🔴	রংপুর	দিনাজপুর-২, নীলফামারী-১, রংপুর-১, কুড়িগ্রাম-৩, গাইবান্ধা-৪
🔵	রাজশাহী	বগুড়া-৬, নওগাঁ-২, রাজশাহী-৩, নাটোর-১, নাটোর-৪, সিরাজগঞ্জ-৬
🟠	খুলনা	কুষ্টিয়া-১, ঝিনাইদহ-৪, যশোর-৩, বাগেরহাট-১, খুলনা-৩, সাতক্ষীরা-৪
🟡	বরিশাল	বরগুনা-১, ভোলা-৩, বরিশাল-৩, পিরোজপুর-৩
⚪	ময়মনসিংহ	জামালপুর-২, ময়মনসিংহ-৩, ময়মনসিংহ-৮, নেত্রকোনা-৫
🟢	ঢাকা	টাঙ্গাইল-২, মুন্সীগঞ্জ-৩, ঢাকা-৬, ঢাকা-১০, ঢাকা-১২, ঢাকা-১৮, গাজীপুর-৩, নারায়ণগঞ্জ-৪, রাজবাড়ী-১, ফরিদপুর-৪, গোপালগঞ্জ-২
🔵	সিলেট	সুনামগঞ্জ-৩, সিলেট-৪, মৌলভীবাজার-৩
🟣	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩, কুমিল্লা-৩, কুমিল্লা-৫, চাঁদপুর-৩, লক্ষ্মীপুর-৪, চট্টগ্রাম-৫, চট্টগ্রাম-৭, চট্টগ্রাম-১১, কক্সবাজার-৩, পার্বত্য বান্দরবান

নির্বাচিত আসনগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটারদের কাছ থেকে নির্বাচনসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

১৯৯১-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আগের জাতীয় নির্বাচনগুলোতে পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। যেমন ১৯৯৬ সালে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনে বিএনপির অবস্থান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে আওয়ামী লীগের আন্দোলন এবং ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সম্পর্কিত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল, নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে ১৯৯১-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ, যা সংক্ষেপে নিচে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২ : নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং স্ববিরোধিতা

সাল	প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ
১৯৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে আওয়ামী লীগের আন্দোলন; বিরোধিতা সত্ত্বেও ষষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন আয়োজন; ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিএনপি সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত; সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
২০০১	দলীয় অনুগত বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে পেতে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি করে বিএনপি সরকারের সংবিধান সংশোধন;[১০] এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আন্দোলন; ২০০৬ সালে রাজনৈতিক সংকট এবং ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন।
২০০৭-২০০৮	রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ; সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর ক্ষমতায় থাকা; নির্বাচনপদ্ধতি সংস্কার, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত; রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ, সব দলের অংশগ্রহণে ২০০৮ সালে নির্বাচন।
২০১১	তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন; সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক পদ্ধতিটি বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ; তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা-সম্পর্কিত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল; সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে এবং সংসদ বহাল রেখে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান; বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা।[১১, ১২]

সারণি ৩ : নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

সাল	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	নির্বাচন কমিশন
২০১৪	নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন; দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা; নির্বাচন বর্জন; হরতাল-অবরোধ-সহিংসতা[১৩]	সরকারপ্রধানের নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন ও বিরোধী দল ছাড়াই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন; ১৫৩টি আসনে বিনা ভোটে জয়লাভ	সংলাপের আয়োজন না করা; ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক অবস্থান গ্রহণ; হরতাল-অবরোধ-সহিংসতার মধ্যে নির্বাচন আয়োজন; অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে ব্যর্থতা; নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকা
২০১৮	দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ– ৬টি আসন প্রাপ্তি; নির্বাচন কমিশনের ওপর অনাস্থা; কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা	সংবিধান মেনে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থান; নির্বাচনে জয়লাভ ও সরকার গঠন[১৪]	সংলাপ আয়োজন ও বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে আনা; ইভিএম ব্যবহারে আরপিও সংশোধন এবং বিতর্ক; নির্বাচনে সব দলের সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে না পারা; অনিয়ম, কারচুপি ও রাতে ভোট গ্রহণের অভিযোগ[১৫]
২০২৪	সরকারের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনসহ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি মানলে তবেই আলোচনা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অবস্থান	রাজনৈতিক বিরোধীদের সাথে সংলাপ ও সমঝোতা না করা; দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন আয়োজনে অনড় অবস্থান; মনোনীত প্রার্থীর পাশাপাশি দলীয় ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো	বিরোধী দলগুলোর সাথে কোনো অ্যাজেন্ডা ছাড়া সংলাপ আয়োজন- বিএনপিসহ ১৮টি দলের প্রত্যাখ্যান; নির্বাচনকালীন সরকারের নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতে সম্ভাব্য আইন সংস্কারের প্রস্তাব প্রদান না করাসহ বিরোধীদের নির্বাচনে আনতে কমিশনের কিছু করার নেই বলে সরকার সহায়ক অবস্থান গ্রহণ।

তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণার তথ্য-উপাত্তগুলো বাংলাদেশের নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে তিনটি ধাপে ভাগ করে- প্রাক-নির্বাচনী সময়, নির্বাচনকালীন সময় ও নির্বাচন-পরবর্তী সময় বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপেই নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৪ : তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

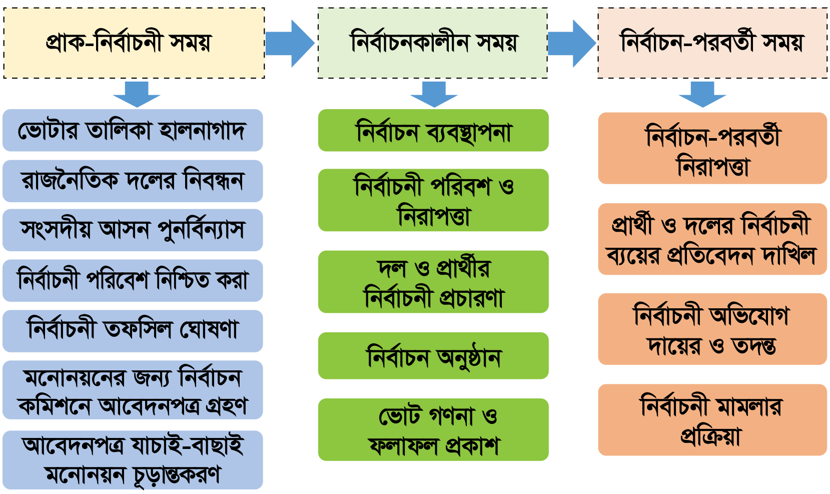

গবেষণার ফলাফল

প্রাক-নির্বাচনী সময় : নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ইসির ওপর ন্যস্ত করেছে।[১৬] এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনকে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২) রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা (২০০৮), নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮), সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা (২০০৮) এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি প্রয়োগসহ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ভোটার তালিকা হালনাগাদঃ বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হলো ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।[১৭] কমিশন ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০২০ অনুযায়ী প্রতিবছর ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে এবং হালনাগাদকৃত তালিকা প্রকাশ করে।[১৮] ২০২২ সালের ১৯ মে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু হয়।[১৯]

সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, সারা দেশে মোট ভোটারের সংখ্যা ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৭।[২০] গত পাঁচ বছরে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৫৬ জন ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে।[২১] একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় ভোটার বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ এবং ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।[২২, ২৩, ২৪]

চিত্র ৩ : সর্বশেষ বারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনভেদে ভোটারসংখ্যা

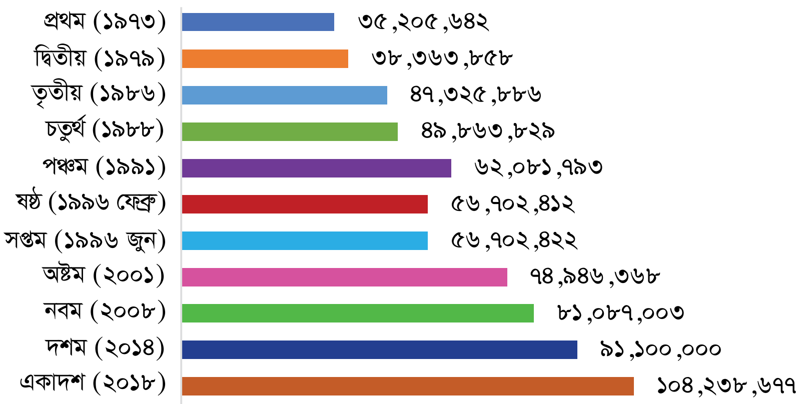

চিত্র ৪ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লিঙ্গভেদে ভোটারের হার (শতাংশ)

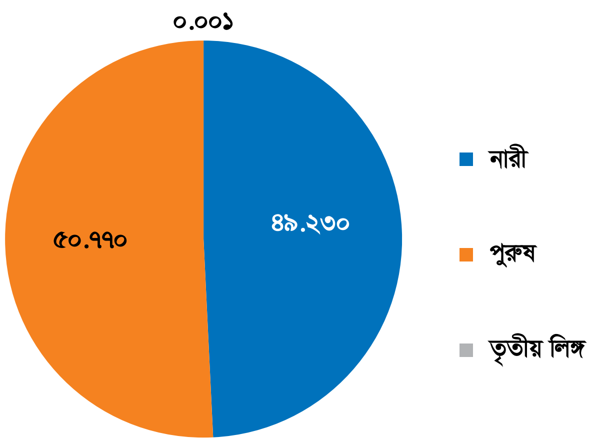

সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস : নির্বাচন কমিশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা।[২৫] 'জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন (২০২১) অনুযায়ী প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করে প্রতিটি আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে।[২৬] জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় শেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনের আগে সংসদীয়

আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করলেও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিবেচনায় অধিকাংশ আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। জটিলতা নিরসনে ২০২১ সালে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে দেশের কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তোলার সুযোগ না রেখে নির্বাচন কমিশনকে সীমানা নির্ধারণে অবারিত ক্ষমতা দিয়ে 'জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ' আইন পাস হয়। শেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনে মোট ১৯৮টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়, যা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টিসহ স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মামলা ও বিবিধ আইনি জটিলতাও তৈরি হয়।[২৭] ২০২৩ সালে নির্বাচন কমিশনের ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাবে ১৮৬টি আবেদন (৬০টি বহালের, ১২৬টি আপত্তি) পায় কমিশন।[২৮, ২৯] আসনভেদে জনসংখ্যার বৃহৎ পার্থক্য রেখে বিতর্কিতভাবে ১০টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়।[৩০] আন্তর্জাতিক স্বীকৃত গাইডলাইন অনুসারে সর্বোচ্চ জনসংখ্যার আসনের সাথে সংশ্লিষ্ট আসনে গড় জনসংখ্যার কম-বেশি ৫ শতাংশ পার্থক্য রেখে সীমানা নির্ধারণের মানদণ্ড থাকলেও বাংলাদেশে ২৬ থেকে ৮৮ শতাংশ রেখে নির্ধারণ করা হয়। ফলে কিছু আসনের ভোটারসংখ্যা দাঁড়ায় ৮ লাখের অধিক। অন্যদিকে, একই জেলার অন্য আসনের ভোটারসংখ্যা ৩ লাখের কম।[৩১] ভোটারসংখ্যার বৃহৎ ব্যবধানের কারণে প্রার্থীদের আসনভিত্তিক নির্বাচনী ব্যয়সহ অন্যান্য কার্যক্রমে জটিলতা তৈরি হয়।

সারণি ৫ : সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়

নির্বাচন	সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়	পুনর্বিন্যাসকৃত আসনসংখ্যা
নবম (২০০৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৩৩টি
দশম (২০১৪)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৪০টি
একাদশ (২০১৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	২৫টি
দ্বাদশ (২০২৪)	প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা	১০টি

নতুন দলের নিবন্ধন : ২০২২ সালের মে মাসে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান করে নির্বাচন কমিশন।[৩২] নিবন্ধন পেতে ৯৩টি দল অবেদন করে। প্রাথমিক বাছাইয়ে ১৮টি আবেদন বাতিলের সুপারিশ করা হয় ও দুটি প্রত্যাহার করা হয়। ১৫ দিন সময় দিয়ে ৭৭টি দলকে বিস্তারিত নথি প্রদানের নোটিশ প্রদান করে কমিশন। এর মধ্যে ১২টি দলকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয় এবং মাঠপর্যায়ে তথ্যের গরমিলের যুক্তিতে ১০টি দলকে নিবন্ধন দেয়নি নির্বাচন কমিশন।[৩৩] অন্যদিকে "কিংস পার্টি"[৩৪] অভিহিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) নামে দুটি নতুন দলকে নিবন্ধন প্রদান করে কমিশন। স্থানীয় পর্যায়ে অফিস না থাকা, মাঠপর্যায়ে দল দুটির তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করাসহ নিবন্ধনের শর্ত পূরণ এবং যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অন্যদিকে, কয়েকটি দলের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।[৩৫]

কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানে মোট ১৪টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে কমিশন। অন্যদিকে, আইনের ধারা স্পষ্টীকরণের যুক্তিতে স্বপ্রণোদিত হয়ে কমিশন আরপিও সংশোধনের প্রস্তাব করে এবং আরপিও সংশোধনের ফলে কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হলেও কমিশন সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নেয়। আরপিওর ৯১(ক) ধারা সংশোধন ("নির্বাচন" শব্দের স্থানে "ভোটগ্রহণ" স্থাপন) করে ৯১(কক) নামে নতুন উপধারা (পুরো আসনের ভোটের ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করার বিষয় বাদ দিয়ে উপধারা অনুমোদন) সংযোজন করা হয়।[৩৬] এই সংশোধনীর ফলে কমিশনের একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা হারায় এবং অনিয়মের অভিযোগে শুধু সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ (পোলিং) বাতিল করার ক্ষমতা থাকে।[৩৭, ৩৮] এ ছাড়া ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের জন্য সুযোগ বাড়ানো এবং মনোনয়নপত্র জমার আগের দিন পর্যন্ত ব্যাংকঋণ ও বিভিন্ন পরিষেবার বিল পরিশোধের অনুলিপি জমা দেওয়ার সুযোগ রাখার মাধ্যমে ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।[৩৯]

নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু করতে সংবিধানে প্রদত্ত ১২৬ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বা ম্যান্ডেট রাজনৈতিক সংকট সমাধানে ব্যবহার করেনি কমিশন। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন ও পুরোনো রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তারসহ রিমান্ড জামিন নামঞ্জুর ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপির তালাবদ্ধ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে কমিশন সংলাপের আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে।

> *'সম্ভাব্য পোলিং এজেন্টদের তালিকা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার পর যদি তাদের গ্রেফতার করা হয়, তাহলে বুঝবো সেটি বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে... পোলিং এজেন্টদের গ্রেফতার করলে ছয় মাস আগে করুন, না হলে নির্বাচনের পরে করুন'...*
>
> *বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার*

নির্বাচন কমিশন ও কমিশনের কর্মকর্তারা বিতর্কিত, স্ববিরোধী এবং ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য প্রদান[৪০, ৪১, ৪২] করেছে এবং দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। এ রকম কয়েকটি বক্তব্য হলো: 'নির্বাচনের পরিবেশ নেই, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা';[৪৩] '২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের বিতর্কের চাপ কমিশনের ওপর পড়ছে';[৪৪] 'সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের সব ধরনের সহায়তা পাচ্ছেন';[৪৫] 'ভোটারের অংশগ্রহণই অংশগ্রহণমূলক';[৪৬] এবং '১ শতাংশ ভোট পড়লেও নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ'[৪৭] ইত্যাদি।

আচরণবিধি ভেঙে নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগেই ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন প্রস্তুতি ও প্রচারণা, আগ্রহী প্রার্থীদের মিছিল, শোডাউন ও সভা-সমাবেশ করা, সম্ভব্য প্রার্থীদের পোস্টার-ব্যানার টানানো ইত্যাদি হলেও নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। 'আচরণবিধি

লঙ্ঘনের ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে, তারা চূড়ান্ত প্রার্থী নয়' বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দায় এড়ানো হয়।[৪৮]

সংলাপের প্রাপ্ত সুপারিশ আমলে নিতে নির্লিপ্ততা : সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে আইন ও প্রয়োজনে সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করা এবং এ-সংক্রান্ত ভূমিকা না রাখার অভিযোগ রয়েছে। আরপিও-সংশ্লিষ্ট ১৭টি ধারা কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত হয়ে সংশোধনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও[৪৯] রাজনৈতিক দল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সংলাপে প্রাপ্ত রাজনৈতিক এবং সংবিধানবিষয়ক সুপারিশগুলো সংশোধনের জন্য সেই প্রস্তাবে যুক্ত করা হয়নি। সংবিধানের ১২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনকে সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা[৫০] থাকলেও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক সংস্কারে কমিশন সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রস্তাব/সুপারিশ প্রদান করেনি।[৫১]

নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা ছাড়াই রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। ফলে বিএনপিসহ ১৮টি রাজনৈতিক দল সংলাপ বর্জন করেছে।[৫২] সংলাপ বর্জনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিতে কমিশনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে ঘাটতি– নির্বাচনকালীন সরকার, নির্বাচনকালে মন্ত্রণালয়গুলোকে কমিশনের অধীনে আনা, বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হয়রানি মামলা বন্ধ, ভোটকক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের চাপে ভোটকক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ রয়েছে।[৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬] জাতীয় নির্বাচনে ইভিএমের ব্যবহার ও ক্রয়কে কেন্দ্র করে কমিশনের বিতর্কিত এবং বিপরীতমুখী অবস্থান লক্ষ করা গেছে।[৫৭] এ ছাড়া বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে সংলাপে আসা বাস্তবায়নযোগ্য পরামর্শ ও সুপারিশগুলো আমলে নেওয়া হয়নি।[৫৮]

নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিবন্ধন : নিবন্ধন কার্যক্রমেও স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ৯৬টি দেশি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।[৫৯] তবে অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতা যাচাই-বাছাই করা হয়নি। পর্যবেক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতা না থাকা এবং দলীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে তালিকাভুক্ত করার তথ্য গণমাধ্যমে এসেছে।[৬০, ৬১] এ ছাড়া বিদেশি পর্যবেক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[৬২, ৬৩] এ ক্ষেত্রে আসল-নকল দেখার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বলে নির্বাচন কমিশন দায় এড়িয়েছে।[৬৪]

বিদেশি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত : অধিকসংখ্যক দেশ ও প্রতিষ্ঠানের বিদেশি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেনি কমিশন। মাত্র ৯টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।[৬৫] নির্বাচনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে অস্পষ্টতাসহ প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সুপারিশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ মিশন না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং কানাডাসহ কয়েকটি দেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।[৬৬]

সারণি ৬ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন	দেশি পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষকের সংখ্যা (জন)	আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক (জন)
২০০১ (অষ্টম)	৬৯	২,১৮,০০০	২২৫
২০০৮ (নবম)	১৩৮ (৭৫টি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ)	১,৫৯,১১৩	৫৯৩
২০১৪ (দশম)*	-	-	-
২০১৮ (একাদশ)	৮১	২৫,৯০০	১৬৯
২০২৪ (দ্বাদশ)	৯৬ (৮৪টি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ)	২০,৭৭৩	১২৭

* তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রাক-নির্বাচনী সময় : অন্যান্য অংশীজন ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

ক্ষমতাসীন দলের ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা : ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে রাজনৈতিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা তৈরিসহ বিরোধী দলকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার কৌশল গ্রহণ করা হয়।[৬৭] সভা-সমাবেশে বিবিধ শর্ত প্রদান, গ্রেপ্তার ও রাজনৈতিক হয়রানি মামলা দেওয়াসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দ্রুততার সাথে বিচার ও সাজা প্রদানে রাতে বিচারকার্য পরিচালনা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।[৬৮] জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭১টি মামলায় ৪০ লাখ জনকে আসামি করার তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়।[৬৯, ৭০] বিএনপির অভিযোগ অনুযায়ী, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২৭ হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১১ হাজার মামলায় ৯৮ হাজার ৯৫৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।[৭১] তফসিল ঘোষণার আগে বিরোধী দলের সক্রিয় ও নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নামে নতুন এবং পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার, সাজা প্রদান এবং এসব কাজে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।[৭২] চাপ প্রয়োগ করে বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে আনার কৌশল এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্তে নেতাদের কারাগার থেকে মুক্তির প্রস্তাব প্রদানের তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[৭৩]

নতুন দল গঠন ও তাদের কার্যক্রম : অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখাতে নতুন দল গঠন[৭৪] এবং বিরোধী দলের সাবেক নেতাদের নেতৃত্বে নতুন দল তৈরিসহ কিছু ছোট দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া সরকারের সহায়তায় নির্বাচন বর্জনকারী বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের নিয়ে নতুন দুটি দল ("কিংস পার্টি") গঠনের অভিযোগ রয়েছে।[৭৫, ৭৬] তফসিল ঘোষণার পর এ ধরনের দলের ছোট পরিসরের প্রধান কার্যালয় হঠাৎ করে রাজধানীর অভিজাত এলাকার বিলাসবহুল ভবনে বড় পরিসরে স্থানান্তর, স্থানীয় পর্যায়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের ব্যয়ভার ও কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভাড়াসহ খরচ বহনের বিষয়ে অস্পষ্টতা ও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।[৭৭, ৭৮] বিরোধী নেতাদের নতুন নিবন্ধিত দলে যোগদানে আর্থিক ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনসহ ক্ষেত্রবিশেষে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[৭৯] নতুন নিবন্ধিত দলে যোগদানে অস্বীকৃতি জানানো নেতাদের চরিত্র হনন হয় এমন অডিও প্রকাশ করা হয়েছে।[৮০] ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের

সাথে দল দুটির নেতারা সাক্ষাৎ করেছেন এবং নির্বাচন নিয়ে সরকারের সহায়তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। দল দুটির নিজস্ব নেতা-কর্মীর স্বল্পতা ও অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই দুটি দল থেকে মনোনয়ন গ্রহণসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়।[৮১] বিএনপিসহ সরকারবিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে এবং ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়া ও ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকার আহ্বানসহ হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণা করে। মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময় ছিল ৩০ নভেম্বর ২০২৩।[৮২]

সারণি ৭ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ধাপ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ	সময়সীমা	সংখ্যা
নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত দল	-	২৮টি
নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা	১৫ নভেম্বর, ২০২৩	-
মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময়	৩০ নভেম্বর, ২০২৩	২,৭১৬ জন
যাচাই-বাছাই	১-৪ ডিসেম্বর, ২০২৩	-
মনোনয়নপত্র বাতিল *	”	৭৩১ জন
মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল	৬-১৫ ডিসেম্বর ২০২৩	৫৬১ জন
আদালতের রায়ে প্রার্থিতা ফেরত	”	৭৬ জন
প্রার্থিতা প্রত্যাহার	১৭ ডিসেম্বর ২০২৩	৪৫৭ জন
বৈধ মনোনয়নপত্র	”	১,৯৭৯ জন
দলীয় প্রার্থী	-	১,৫৩৩ জন[৮৩]
স্বতন্ত্র প্রার্থী	-	৪৪৬ জন
প্রতীক বরাদ্দ	১৮ ডিসেম্বর ২০২৩	-
প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়	১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৫ জানুয়ারি ২০২৪	১৮ দিন
নির্বাচনের দিন	৭ জানুয়ারি ২০২৪	১,৮৯৫ জন[৮৪]

আবেদন গ্রহণ ও প্রার্থীর হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী ১ হাজার ৯৭৯ জন, যার মধ্যে ২২ শতাংশের অধিক স্বতন্ত্র (৪৪৬)। হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ী (৫৭ শতাংশ) এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কোটিপতি (১৬৪ জন) প্রার্থীর অংশগ্রহণ ছিল এবারের নির্বাচনে। ১৫ বছরের ব্যবধানে অনেক প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে। কোটিপতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে– শতকোটি টাকার মালিক এমন প্রার্থী ১৮ জন। প্রার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নামে বৈধ সীমার (৩৩ একর)

বেশি (সর্বোচ্চ ৮১৩ একর) ভূমির মালিকানা আছে। ২৭ শতাংশ প্রার্থীর ঋণ বা দায় আছে এবং অংশগ্রহণকারী ১৭০ জন প্রার্থীর নামে মামলা আছে।[৮৫]

আইন অনুযায়ী, হলফনামায় ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিলে প্রার্থিতা বাতিল হওয়ার কথা থাকলেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়নি। প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ এবং দায় বিবরণীসহ অন্যান্য তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং আয় এবং সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা যাচাইয়ের সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি।[৮৬, ৮৭]

মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ : দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ২ হাজার ৭১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।[৮৮] মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে ৭৩১ জনের প্রার্থিতা বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। মনোনয়নপত্র বাতিলের পর বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৮৫ জন। অধিকাংশ মনোনয়ন রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাথমিক বাছাইয়ে এবং কিছুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর আপিলের কারণে বাতিল হয়েছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে– ঋণ ও বিলখেলাপি, অসম্পূর্ণ মনোনয়নপত্র দাখিল, হলফনামায় তথ্য গোপন, অসত্য তথ্য প্রদান, দলের কমিটি নিয়ে বিরোধ, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ১ শতাংশ ভোটারের তালিকায় ভুয়া স্বাক্ষর, দ্বৈত নাগরিকত্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৮৯]

প্রার্থী মনোনয়ন : পেশাজীবী ও তারকাখ্যাতি প্রাপ্ত ব্যক্তিসহ আগে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দলীয় মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। সাবেক সরকারি কর্মকর্তা যেমন চিকিৎসক, সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা, আমলা, আগে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি[৯০] ও তাদের পরিবারের প্রায় ১৫০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রাপ্তির আবেদন করেন।[৯১] এর মধ্যে ৪০ জনকে দলীয় মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এ ছাড়া তারকাখ্যাতি প্রাপ্ত ক্রিকেটার, অভিনেতা ও শিল্পীদেরও মনোনয়ন প্রদান করা হয়।[৯২] তৃণমূলের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়নি[৯৩] এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সব প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। অতীতে দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না হলেও পারিবারিক, সরকারি চাকরি এবং তারকাখ্যাতির সূত্রে মনোনয়ন লাভসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৯৪, ৯৫]

বিএনপিসহ ১৫টি নিবন্ধিত দলের অনুপস্থিতি ও তাদের নির্বাচন বর্জনের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি, নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং উৎসবমুখর দেখাতে ক্ষমতাসীন দল বিবিধ কৌশল গ্রহণ করে।[৯৬] সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি এবং জোটভুক্ত কয়েকটি দলের সাথে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ আসন ভাগাভাগি ও সমঝোতা করে।[৯৭] স্বতন্ত্র এবং জোটের মধ্যে থেকে অনুগতদের বিরোধী দল হিসেবে রাখার কৌশলও অবলম্বন করা হয়। জোটভুক্ত না হলেও কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে জাতীয় পার্টির জন্য ২৬টিসহ মোট ৩২টি আসন থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[৯৮]

চিত্র ৫ : সাবেক সরকারি কর্মকর্তা-তারকা-শিল্পীদের দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তি (জন)

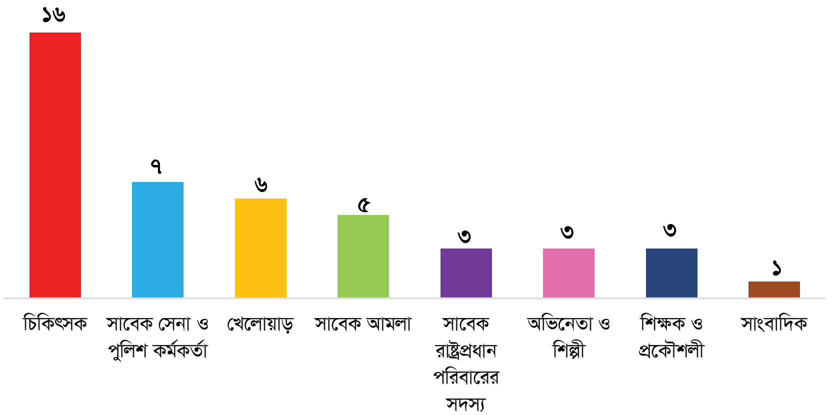

এ ছাড়া প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয় এবং উৎসাহিত করা হয়।[৯৯] আসন ভাগাভাগি ও সমঝোতার পাশাপাশি প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখাসহ দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা ভেঙে নিজ দলের মনোনয়নবঞ্চিতদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার সুযোগ প্রদান করা হয়।[১০০] এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীর চেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী বেশি ছিল। ২৬৬ জন দলীয় প্রার্থীর বিপরীতে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল ২৬৯ জন। জোটসহ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রদানের বিরোধিতা করে। পরবর্তী সময়ে প্রচারণা পর্যায়ে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে সহিংসতায় তিনজনের প্রাণহানি হয়।

নির্বাচনের সময়

প্রচারণা ও নির্বাচনী আচরণবিধি : ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিতে জোর প্রদান করা হয়।[১০১, ১০২] এর অংশ হিসেবে নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী আনসার-ভিডিপির সদস্যসহ নির্বাচন গ্রহণ সংশ্লিষ্টদের পরিবারের সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়া নিশ্চিতে নির্দেশ প্রদান করা হয়।[১০৩, ১০৪] ভোটকেন্দ্রে যেতে এবং ভোট প্রদানে সাধারণ ভোটারদের ওপর অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়।[১০৫] প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সরকারি সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা বন্ধের হুমকিও প্রদান করা হয়। ক্ষমতাসীন দলের সভায় না এলে, ভোটকেন্দ্রে না গেলে এবং নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট না দিলে নির্বাচনের পর সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ভাতা, ভাতার কার্ড এবং সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া; নৌকায় ভোট না দিলে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসংযোগ বন্ধ করাসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং সিটি কাউন্সিল কর্মকর্তা কর্তৃক জনগণকে বিবিধ সেবা বন্ধের ভয় দেখানো হয়।[১০৬] কার্ডপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সুবিধাভোগীর কার্ড জব্দ করার[১০৭] কথাও বলা হয়। ভোটকেন্দ্রে না গেলে বিএনপিসহ বিরোধী দলের সমর্থকদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়।[১০৮]

সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরিবিধি ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন : সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য ও পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়াসহ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনে এবং নির্দিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়ী করতে বিবিধ বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। পুলিশ কর্তৃক সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের ভোটকেন্দ্রে ভোটার হাজির করানোর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানোর অভিযোগ রয়েছে। চাকরিবিধি ভেঙে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ; রিটার্নিং কর্মকর্তা, পোলিং কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রচারণা এবং ভোট চাওয়াসহ নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নানা অভিযোগ রয়েছে।[১০৯, ১১০] মন্ত্রী, এমপিসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সাবেক আমলা ও কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রচারণায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরাসরি অংশগ্রহণেরও তথ্য পাওয়া যায়। নির্বাচন ও প্রচারণায় সরকারি স্থাপনা এবং সম্পদ ব্যবহারসহ কয়েকজন মন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাদের নির্বাচনী সংবাদ প্রেরণে যুক্ত থাকার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়।[১১১] জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচারণা, সংবাদ প্রেরণসহ বিবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণেরও নানা অভিযোগ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ায় সরকারি চাকরিবিধি ভঙ্গ হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয় কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।[১১২] নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন নমনীয় ভূমিকা পালন করে। কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি চাকরিজীবীদের বদলির সুযোগের ঢালাও ব্যবহার করে জেলা প্রশাসকসহ সরকারি কর্মকর্তা বদলি করা হয়েছে এবং কমিশন কর্তৃক সহকারী উপজেলা/সহকারী থানা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।[১১৩]

প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় আচরণবিধি প্রতিপালন : মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপি ও দলীয় মনোনীত এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক বিবিধ আচরণবিধির লঙ্ঘন করা হয়। তফসিল ঘোষণার আগেই নির্বাচনী প্রচারণা, শোডাউন করে মনোনয়ন জমা, নাগরিক সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ, জনসংযোগ এবং পথসভায় মাইক ব্যবহার করে ভোট চাওয়া হয়।[১১৪] আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে পদাসীন সংসদ সদস্য কর্তৃক অধিক আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। ৭ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি বিবিধ অভিযোগে ৭৪৬টি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে।[১১৫] এর মধ্যে **৯১** জন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে; **৫২** জন বর্তমান সাংসদ, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে এবং **১৫৩** জন স্বতন্ত্রসহ অন্যান্য প্রার্থীকে।[১১৬] জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয় তদন্ত করার এখতিয়ার ছিল না এবং তারা শুধু কমিশনকে শুধু সুপারিশ করতে পারে। তবে প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্বাচনী অপরাধ আমলে নিয়ে তা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের মাধ্যমে **৬১**টি মামলা নিষ্পত্তি ও বিভিন্ন ধরনের দণ্ড প্রদান করা হয়।[১১৭]

আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর (আওয়ামী লীগ) মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা হয়। স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা,[১১৮] কর্মী ও সমর্থকের বাড়িতে হামলা, গুলি ও আগুন দেওয়া, গাড়িবহরে হামলা, ক্যাম্পে হামলা, প্রচারে বাধা প্রদান, পোস্টার ছেঁড়া, যানবাহন ভাঙচুর করা হয়।[১১৯] নির্বাচনী প্রচারণাকালে মোট তিনজনের মৃত্যু হয়।[১২০] নারীসহ স্বতন্ত্র প্রার্থী ও প্রার্থীর

কর্মীর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গুলি ও হামলা করা,[১২১] আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার, প্রশাসনসহ পুলিশের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা, স্বতন্ত্রসহ অন্যান্য প্রার্থী ও তার কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ আমলে না নেওয়া এবং থানায় মামলা গ্রহণ না করার অভিযোগ ওঠে।[১২২, ১২৩]

চিত্র ৬ : নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক আচরণবিধি ভঙ্গকারী প্রার্থীদের নোটিশ প্রদান (অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যা)

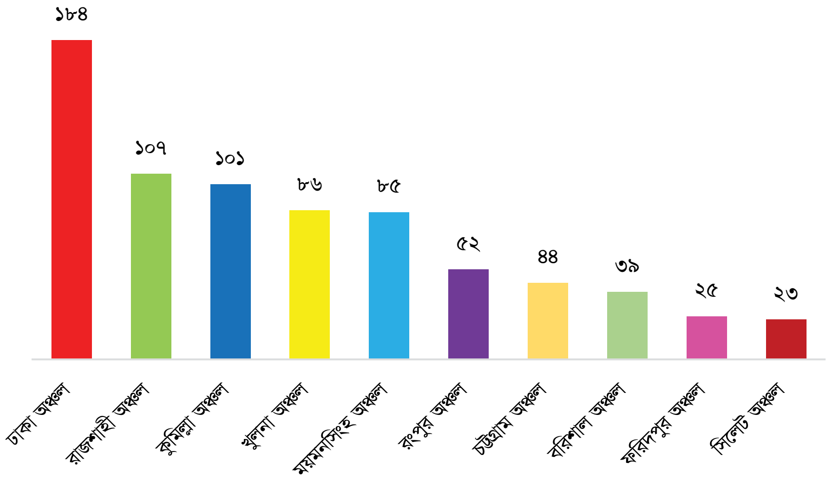

অর্থ ও পেশিশক্তি নিয়ন্ত্রণ : বিভিন্ন আসনে প্রার্থী এবং প্রার্থীর নেতা-কর্মীরা অবৈধ অর্থের লেনদেন করেছেন, সাংবাদিক এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন।[১২৪, ১২৫] কিছু আসনে অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয়সহ অবৈধ অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের এমপি এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে।[১২৬] প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র না থাকায়[১২৭] এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অর্থের প্রভাবের কাছে টিকতে না পেরে জোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর চিত্রও দেখা গেছে।[১২৮] সার্বিকভাবে, অবৈধ অর্থ ও পেশিশক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সহিংসতা বন্ধে পুলিশ এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততাসহ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সীমিত অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।[১২৯]

নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার : দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তথ্যপ্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার হয়েছে। প্রার্থী কর্তৃক মোবাইলে এসএমএস প্রদান করে সরকারের বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারণা, ডিজিটাল ক্যাম্পেইনসহ ফেসবুক ও সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে। কিছু আসনের প্রার্থী ফেসবুকে প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রদান করেছেন।[১৩০] প্রচারণার সময় শেষ হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত ছিল।[১৩১, ১৩২] নির্বাচনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) ব্যবহার এবং ডিপ ফেইকের মাধ্যমে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা[১৩৩] হলেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, আরপিওতে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা এবং এ সংক্রান্ত খরচ

সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধিনিষেধ নেই। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রচারণায় লেমিনেটেড প্লাস্টিক পোস্টার ব্যবহার করা হয়েছে।[১৩৪] কমিশন কর্তৃক এমন পোস্টার ব্যবহার না করার বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হলেও তা অমান্য করা হয়েছে।[১৩৫]

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় : দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় সরকারি-বেসরকারি চাকরজীবী ও প্রশাসন থেকে মোট ৯ লাখ ৯ হাজার ৫২৯ জন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থা থেকে মোট ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৩২২ জন সদস্য নিয়োজিত ছিলেন।[১৩৬] তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ১ হাজার ৪৫৫ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ৩০০টি নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়।[১৩৭]

ভোটকেন্দ্র : সারা দেশে ৪২ হাজার ২৪টি ভোটকেন্দ্র ও ২ লাখ ৬১ হাজার ৫৬৫টি ভোটকক্ষ স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ১০ হাজার ৩০০টি কেন্দ্র (২৪.৪ শতাংশ) ঝুঁকিপূর্ণ (অতিগুরুত্বপূর্ণ) হিসেবে নির্বাচন কমিশন চিহ্নিত করে।[১৩৮]

নির্বাচনের ব্যয় : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করে। এ হিসাবে প্রতি আসনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ৪ কোটি ৮১ লাখ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকার মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা প্রশিক্ষণের ব্যয় প্রায় ১০১ কোটি টাকা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় ৮৬৭ কোটি টাকার অধিক। উল্লেখ্য, নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের ২০০৮ সালে ২০০ কোটি, ২০১৪ সালে ৩০০ কোটি, ২০১৮ সালে ৭০০ কোটি টাকার বাজেট ছিল। উল্লেখ্য, মোট বাজেট ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হলেও পরে ব্যয় বেড়ে ২ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা হয়।[১৩৯] সার্বিকভাবে, একাদশ জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তিন গুণ খরচ বৃদ্ধি পায়,[১৪০] যা সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন বলে প্রতীয়মান।[১৪১] আগের জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন বিভাগ থেকে আসা নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এক দিনের জন্য সম্মানী/ভাতা দেওয়া হলেও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দুই দিনের, ম্যাজিস্ট্রেট ও সম-ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পাঁচ দিনের এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জন্য ১৩ দিনের সম্মানী/ভাতা রাখা হয়।[১৪২] আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের মোট বাজেটের অর্ধেকের বেশি (৫৪ শতাংশ) খরচ ধরা হলেও এর সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সম্মানী/ভাতার বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি রয়েছে।[১৪৩]

গণমাধ্যমে প্রচারণা ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন: নির্বাচনী প্রচারণার সময় ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রীয় টিভির একচেটিয়া ব্যবহার করে। ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ৫ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিটিভির রাত ৮টার খবরে নির্বাচন-সম্পর্কিত সংবাদে মোট সময় ব্যয় হয়েছে ৪৯৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ড এবং এ বাবদ প্রাক্কলিত মোট আর্থিক মূল্য ৪ কোটি ৪২ লাখ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা। বিটিভিকে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দল প্রচার-প্রচারণা ও সভা-সমাবেশের খবর প্রচার করে। নির্বাচনে অনুমোদিত প্রচারণার সময় সীমার মধ্যে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমসংক্রান্ত খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এবং কমিশনের সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার সক্ষমতাসংক্রান্ত খবর প্রচার ছিল উল্লেখযোগ্য।

সারণি ৮ : নির্বাচনকালীন বিটিভির রাত ৮টার খবরে নির্বাচন-সম্পর্কিত প্রচারণাসংক্রান্ত তথ্য

নির্বাচন সম্পর্কিত খবর/ প্রচারণা/ বক্তব্য	পর্যায়		মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত* মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	প্রাক্কলিত মোট আর্থিক মূল্য (শতাংশ)
	প্রচারণার অনুমোদিত সময়ের পূর্বে (৫ ডিসেম্বর ২০২৩ - ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩)	প্রচারণার অনুমোদিত সময়কালে (১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৫ জানুয়ারি ২০২৪)			
	(১)	(২)	(১+২)		
প্রধানমন্ত্রী	১৭ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড	৮৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ড	১০৭ মিনিট ২০ সেকেন্ড	৯৬,৬০,০০০	২১.৮
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী	৫০ মিনিট ১৬ সেকেন্ড	৬৫ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড	১১৫ মিনিট ৫১ সেকেন্ড	১,০৪,২৬,৫০০	২৩.৬
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	৪৩ মিনিট ১৪ সেকেন্ড	৬৩ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড	১০৭ মিনিট ১০ সেকেন্ড	৯৬,৪৫,০০০	২১.৮
নির্বাচন কমিশন	৯ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড	৩৩ মিনিট ৫১ সেকেন্ড	৪৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৩৯,২৮,৫০০	৮.৯
নির্বাচনী প্রচারণা (অন্যান্য)**	৪ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড	৯৫ মিনিট ২০ সেকেন্ড	৯৯ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড	৮৯,৯২,৫০০	২০.৩
অন্যান্য দল সম্পর্কিত সংবাদ	১ মিনিট	১৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড	১৭ মিনিট ২২ সেকেন্ড	১৫,৬৩,০০০	৩.৫
মোট	**১২২ মিনিট ২৭ সেকেন্ড**	**৩৭১ মিনিট (৬ ঘণ্টা ১১ মিনিট)**	**৪৯৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ড**	**৪,৪২,১৫,৫০০**	**১০০.০**

* বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপনের মূল্যহার অনুযায়ী, "পিক টাইম" সংবাদের মাঝে প্রচারিত "স্পট বিজ্ঞাপন" ক্যাটাগরি প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে প্রাক্কলন করা হয়েছে।[১৪৪]

** নির্বাচনী প্রচারণা-সম্পর্কিত ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য প্রচারে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ প্রাধান্য পেয়েছে।

বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোর ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক অবস্থান গ্রহণ : বেসরকারি সংবাদমাধ্যমগুলোয় হরতাল-অবরোধ-অগ্নিকাণ্ড এবং নির্বাচন বর্জনের খবরসহ বিএনপি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি– এ বিষয়ক সরকারদলীয় নেতাদের বক্তব্য অধিক প্রচার করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন

কার্যক্রমের প্রচার এবং নির্বাচনে নৌকা ও আওয়ামী লীগদলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারণার আধিক্য ছিল। বেসরকারি সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে প্রতিযোগিতাপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং উৎসবমুখর নির্বাচনী পরিবেশের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তারকাখ্যাতি সম্পন্ন প্রার্থীদের প্রচারণাসংক্রান্ত সংবাদের বহুল প্রচার হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনের অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার সক্ষমতাসংক্রান্ত খবরও প্রচার করা হয়েছে।

নির্বাচন অনুষ্ঠান : একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত করায় মোট ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হয়। ভোটের দিন বেলা তিনটা পর্যন্ত ২৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানানো হয় নির্বাচন কমিশন থেকে। পরবর্তী এক ঘণ্টায় আরও ১৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ ভোটসহ মোট ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়ার ঘোষণায় ভোট প্রদানের ঘোষিত হার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। নির্বাচনে নানাবিধ অনিয়মের অভিযোগে ১৩টি আসনে ৪২ জন প্রার্থী ভোট বর্জন করেন।[১৪৫] এর মধ্যে ৫টি আসনে জাতীয় পার্টি এবং ৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ভোট বর্জন করেন। নির্বাচনের আগের দিন রাতে ১৪ জেলায় ২১টি কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা।[১৪৬] বিএনপি কর্তৃক নির্বাচনের দিন হরতাল ডাকা হয় এবং নির্বাচন প্রতিহত করাসহ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। নির্বাচনের দিন ৬টি জেলায় সহিংসতা হয় এবং ১ জন নিহত হয়। ৯টি আসনের ২১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। অন্যদিকে, একটি আসনের একটি কেন্দ্রে অনিয়মের কারণে ফলাফল স্থগিত করা হয় এবং ওই কেন্দ্রে পরে পুনরায় ভোট গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের ৪, আওয়ামী লীগদলীয় স্বতন্ত্র ১৫, নৌকা প্রতীকে ভোট করা শরিক দলের ২ ও জাতীয় পার্টির (জাপা) ২৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ করেন।[১৪৭, ১৪৮] অনিয়মের কারণে ময়মনসিংহ-৩ আসনের ফলাফল স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। পরে নওগাঁর একটি আসনে নির্বাচনসহ ময়মনসিংহ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয়ী হন।

সার্বিকভাবে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৪টি, স্বতন্ত্র ৬২টি, জাতীয় পার্টি ১১টি, কল্যাণ পার্টি ১টি, ওয়ার্কার্স পর্টি ১টি এবং জাসদ ১টি আসনে জয়ী হয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, আওয়ামী লীগ ৬৫ শতাংশ, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৪ শতাংশ এবং জাতীয় পার্টি ৩ শতাংশ ভোট পায়। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক দেখাতে নিজ দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে নির্বাচন করলেও বেশির ভাগ আসনেই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি। গণমাধ্যমে ২৪১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ভোট পড়ার সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৯৯টি আসনে বিজয়ী প্রার্থীর সাথে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোটের ব্যবধানের গড় ৮২ হাজার ৫৯৩। এই আসনগুলোয় বিজয়ী প্রার্থীর সাথে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোট ব্যবধানের গড় ১ লাখ ৩১৪। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ভোট ব্যবধান ১৯ হাজার ৬৬, সর্বোচ্চ ব্যবধান ২ লাখ ৯৩ হাজার ৭৮০। এ ছাড়া ২৪১টি আসনে ভোট পড়ার সংখ্যার সাথে বিজয়ী প্রার্থী ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোট ব্যবধানের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভোট ব্যবধানের সংখ্যা প্রদানকৃত ভোটের ৫৭ শতাংশ।

সারা দেশে অধিকাংশ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্য দলের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিল না। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর এজেন্টদের হুমকি দেওয়ার প্রদানের মাধ্যমে অন্য দলের প্রার্থীদের

পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়।[১৪৯, ১৫০] এ ছাড়া স্বল্প ভোটার আগমন এবং ডামি লাইন তৈরি, বিভিন্ন আসনে অন্য প্রার্থীর এজেন্ট বের করে দেওয়া, ভোটের আগেই ব্যালটে সিল মারা, ভোট চলাকালে প্রকাশ্যে সিল মারাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ ও তার জোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।[১৫১] নির্বাচনের আগের দিন এবং নির্বাচনের দিন তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণসহ ৪টি পত্রিকার অনলাইন প্রবেশগম্যতা ও তথ্যপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। জাপান, রাশিয়া, চীন এবং ভারতসহ কয়েকটি দেশের পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনব্যবস্থা স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল হয়েছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ এবং জাতিসংঘ ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমে নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে।

তথ্যপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনবিষয়ক গবেষণার জন্য টিআইবি, ওনি, ডিজিটাল রাইট এবং এমল্যাব যৌথভাবে অনলাইন গণমাধ্যমের নেটওয়ার্ক যাচাই ও প্রবেশগম্যতা পরিমাপ করে।[১৫২] ৭ জানুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলাকালে মানবজমিন, সমকাল, যমুনা টিভি এবং ভয়েস অব আমেরিকা (বাংলা) ওয়েবসাইটের তথ্যপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশের ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০২৪ সময়ের মধ্যে চারটি পত্রিকার অনলাইন কাভারেজের চিত্রে তার প্রতিফলন দেখা যায়। নেটওয়ার্ক পরিমাপে ২০২৪ সালের ৬ এবং ৭ জানুয়ারি ৪টি পত্রিকার অনলাইন প্রবেশগম্যতায় অসংগতি (Anomaly) এবং কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চিত ব্লক (Confirmed) করার চিত্র পাওয়া যায়। পত্রিকাগুলোর অনলাইন প্রবেশগম্যতায় নির্বাচনের আগের দিন এবং নির্বাচনের দিন অসংগতি পাওয়া গেলেও ৬ জানুয়ারি ব্যতীত নির্বাচনের আগের অন্য কোনো দিন নেটওয়ার্কে এবং অনলাইন প্রবেশগম্যতায় কোনো অসংগতি ছিল না, যা তথ্যপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিষয় নিশ্চিত করে।

ভোট পড়ার ঘোষিত হার নিয়ে বিতর্ক : বিএনপি নির্বাচনের দিন হরতালের ডাক দেয় এবং নির্বাচন প্রতিহত করাসহ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার আহ্বান জানায়। একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত করায় মোট ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটের দিন বেলা তিনটা পর্যন্ত ২৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানানো হয় নির্বাচন কমিশন থেকে।[১৫৩] পরবর্তী এক ঘণ্টায় আরও ১৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ ভোটসহ মোট ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়ার ঘোষণায়[১৫৪] ভোট প্রদানের ঘোষিত হার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।[১৫৫] প্রিসাইডিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নির্বাচনে ভোট পড়ার হার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতাদের মতে, বাস্তবে ৫ থেকে ১০ বা সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ভোট পড়া এবং প্রতি ঘণ্টায় ভোট পড়ার হার প্রকাশ করার পর হঠাৎ করে কমিশন থেকে ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পড়ার ঘোষণায় বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।[১৫৬]

নির্বাচনের ফলাফল : নির্বাচন কমিশন ৯ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২৯৮টি আসনে বিজয়ীর ফল গেজেট আকারে প্রকাশ করে।[১৫৭] নওগাঁ-২ আসনের বৈধ প্রার্থী মারা যাওয়ায় সেই আসনে নির্বাচন বাতিল এবং ময়মনসিংহ-৩ আসনে ভোটের দিন অনিয়মের অভিযোগে ভোটগ্রহণ ও ফলাফল স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। পরে দুটি আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ

প্রার্থী জয়ী হন। সার্বিকভাবে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৪টি, স্বতন্ত্র ৬২টি, জাতীয় পার্টি ১১টি, কল্যাণ পার্টি ১টি, ওয়ার্কার্স পর্টি ১টি এবং জাসদ ১টি আসনে জয়ী হয়। সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৭ জন। নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে ২৯৮টি আসনে মোট ৪ কোটি ৯৯ লাখ ৬৫ হাজার ৪৬৭টি ভোট পড়ে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৬৫ শতাংশ, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৪ শতাংশ এবং জাতীয় পার্টি ৩ শতাংশ ভোট পায়।[১৫৮]

নির্বাচন-পরবর্তী সময়

নির্বাচন-পরবর্তী সংঘাত এবং সহিংসতা : নির্বাচনের পর ৪১টি জেলায় মোট ৩৪৫টি নির্বাচনকেন্দ্রিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।[১৫৯] সংঘর্ষের ঘটনায় প্রতিপক্ষ নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারের চার শতাধিক বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, ৭ জন নিহত ও ৬৯৬ জন আহত হয়।[১৬০, ১৬১] হিন্দু, বৌদ্ধ ও বেদেসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা;[১৬২, ১৬৩] ভোট দিতে না যাওয়া ও প্রতিপক্ষের হয়ে নির্বাচনে প্রচারণা চালানো ব্যক্তি এবং প্রতিপক্ষকে হামলা অন্যতম উদাহরণ। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা এসব ঘটনা প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা সংস্থার নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেন।[১৬৪]

নির্বাচনী অভিযোগের তদন্ত এবং নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি : প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মোট ৭৪৬টি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১৫০ জনের অধিক আওয়ামী লীগ প্রার্থী, যার মধ্যে ৮০ জন একাদশ সংসদের সংসদ সদস্য। নির্বাচনের পর পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও ৩১১টি অভিযোগের তদন্ত হয়নি। নির্বাচন শেষ হওয়ায় অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কমিশন কম গুরুত্ব দেয় বলে গণমাধ্যমে তথ্য প্রকাশ পায়।[১৬৫]

নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয় বিবরণীর সত্যায়িত কপি দাখিল করা বাধ্যতামূলক।[১৬৬] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য ব্যয় বিবরণীর সত্যায়িত কপি দিতে ব্যর্থ হলে আইনগত ব্যবস্থা যেমন দুই থেকে সাত বছরের কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে।[১৬৭] অন্যদিকে নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী নির্বাচন কমিশনে দাখিল করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী নির্বাচন কমিশনে দাখিলে ব্যর্থ দলগুলোর নিবন্ধন বাতিলসহ আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে।[১৬৮, ১৬৯]

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশন ব্যয় বিবরণী জমা প্রদানে একটি প্রজ্ঞাপন জারি এবং ব্যয় বিরবণী দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে।[১৭০] উল্লেখ্য, প্রার্থীদের ব্যয় বিবরণী জমা প্রদানের শেষ সময় ছিল ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এবং দলগুলোর ব্যয় বিবরণী জমা প্রদানের শেষ সময় ছিল ৭ এপ্রিল ২০২৪। নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ২৮টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৯টি দল ব্যয় বিবরণী জমা দেয়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, গণফোরাম,

গণফ্রন্ট, জাকের পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি বিবরণী জমা দেয়নি।[১৭১]

অন্যদিকে, ১৮ মে ২০২৪ পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১ হাজার ৯৭৯ জন প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী জমা দিয়েছেন ১ হাজার ৭৪৮ জন। বাকিরা নির্ধারিত সময়ের চার মাস পার হলেও ব্যয়ের বিবরণী জমা দেননি। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনও তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।[১৭২] অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেনি এবং টিআইবির পক্ষ থেকে তথ্য চেয়ে অবেদন করাহলেও তথ্য প্রদান করেনি। ফলে নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীর তথ্যসংক্রান্ত কোনো বিশ্লেষণ এই গবেষণায় প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনের চিত্র

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মোট ৫০টি আসনের ১৪৯ জন প্রার্থীর ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীরা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন গড়ে ৩০ বছর (সর্বনিম্ন ১ এবং সর্বোচ্চ ৫৭ বছর)। ১৮ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো না কোনো ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং তারা সবাই আওয়ামী লীগের প্রার্থী। এ ছাড়া ৫৪ শতাংশ প্রার্থী আগে কোনো জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি।

চিত্র ৭ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থী (জন)

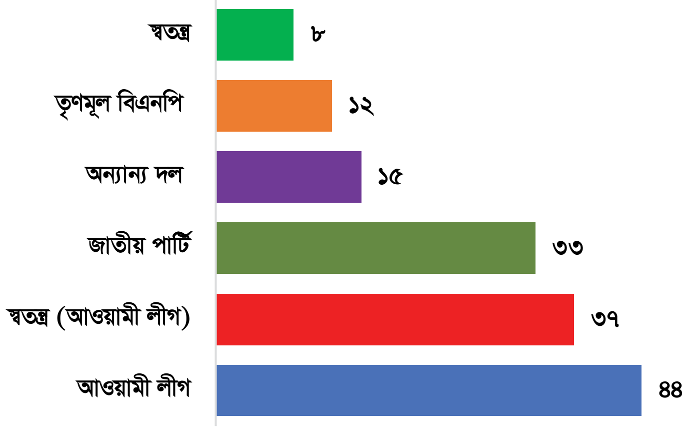

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন : আওয়ামী লীগ মনোনীত শতভাগ প্রার্থী কর্তৃক কোনো না কোনো নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে। অধিকাংশ আওয়ামী লীগদলীয় স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য দলের প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে। ভঙ্গকৃত আচরণবিধির মধ্যে অন্যতম হলো– দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো; যানবাহনসহকারে

মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন, জনসভা ও শোভাযাত্রা করা; পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা এবং নির্ধারিত সময়ের আগে প্রচারণা শুরু ইত্যাদি।

সারণি ৯ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন

রাজনৈতিক দল	ন্যূনতম একবার হলেও আচরণবিধি ভঙ্গ (প্রার্থী/শতাংশ)
আওয়ামী লীগ	১০০.০
স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	৯৭.৩
স্বতন্ত্র	৮৭.৫
জাতীয় পার্টি	৮৪.৯
অন্যান্য দল	৮০.০
তৃণমূল বিএনপি	৭৫.০

সারণি ১০ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন (প্রার্থী/শতাংশ)

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন*	আওয়ামী লীগ (%)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) (%)	জাতীয় পার্টি (%)	তৃণমূল বিএনপি (%)	অন্যান্য (%)	স্বতন্ত্র (%)	মোট প্রার্থী (%)
দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো	৭৯.৬	৭৫.৭	৫৪.৬	৪২.০	৪৭.০	৬২.৫	৬৬.০
জনসভা বা শোভাযাত্রা (যানবাহনসহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি)	৮৮.৬	৭৩.০	৩৯.৪	২৫.০	২৭.০	৩৭.৫	৬০.০
পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৭৯.৬	৬৪.৯	৩৬.৪	১৭.০	২০.০	৫০.০	৫৪.০
ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা	৬৫.৯	৭০.৩	৪২.৪	৩৩.০	২৭.০	২৫.০	৫৩.০
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৭২.৭	৫৯.৫	৩৩.৩	০	২০.০	৩৭.৫	৪৮.০

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন*	আওয়ামী লীগ (%)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) (%)	জাতীয় পার্টি (%)	তৃণমূল বিএনপি (%)	অন্যান্য (%)	স্বতন্ত্র (%)	মোট প্রার্থী (%)
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার	৫০.০	২৭.০	৩৩.৩	২৫.০	৪০.০	৭৫.০	৩৯.০
বেলা দুইটা থেকে রাত আটটার বাইরে মাইক্রোফোন ব্যবহার	৫০.০	৪৩.২	৩০.৩	৮.৩	২০.০	২৫.০	৩৬.০
ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো	৫০.০	৪৬.০	১৮.২	৮.৩	১৩.০	৩৭.৫	৩৪.০
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি	৫৯.১	৩৭.৮	১৫.২	০	০	৩৭.৫	৩২.০
প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৪৮.৮	৪৩.২	১২.১	০	৬.৭	৫০.০	৩১.০
ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৪০.৯	৪৮.৭	১২.১	০	০	২৫.০	২৮.০
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা	৫৪.৬	২৪.৩	১২.১	০	৬.৭	৩৭.৫	২৮.০
প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্নসংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৪৭.৭	১৩.৯	৬.২৫	০	৬.৭	২৫.০	২১.০

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন*	আওয়ামী লীগ (%)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) (%)	জাতীয় পার্টি (%)	তৃণমূল বিএনপি (%)	অন্যান্য (%)	স্বতন্ত্র (%)	মোট প্রার্থী (%)
গেট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ	৫৩.৫	১৬.২	৩.০৩	০	৬.৭	০	২১.০
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৪৫.৫	১৮.৯	০	০	০	১২.৫	১৯.০
নির্বাচনের আগে কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার	২৫.০	২৭.০	১২.১	০	০	১২.৫	১৭.০
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি নির্বাচনী প্রতীক	৪৫.৫	১০.৮	৩.০৩	০	০	১২.৫	১৭.০
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, তিক্ত বা উসকানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন বক্তব্য	২০.৫	২৪.৩	৬.০৬	৮.৩	১৩.০	৩৭.৫	১৭.০
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা প্রচারাভিযানে বাধা	৩৮.৬	১৬.৭	০	০	০	২৫.০	১৭.০
সড়ক বা জনগণের চলাচলের স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন	৩০.২	১৩.৫	১২.১	০	০	০	১৫.০

চিত্র ৮ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের চিত্র

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শতভাগ আসনেই একাধিক অনিয়মের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নিচের সারণিতে অনিয়মের ধরন এবং আসনভিত্তিক শতকরা হার দেওয়া হলো–

সারণি ১১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

অনিয়মের ধরন	আসনের শতকরা হার
বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা	৮৫.৭
সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত না করা	৮৫.৭
তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা	৭৭.৬
প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৭৫.৫
রিটার্নিং কর্মকর্তা/সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ	৬৫.৩
সাংবাদিক এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান	৬১.২
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	৫৫.১
বুথ দখল, প্রকাশ্যে সিল মারা, জাল ভোট প্রদান	৫১.০
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক উত্থাপিত নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত না করা	৫১.০
প্রতিপক্ষের ভোটারদের হুমকি বা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৪৭.০
ভোট গণনায় জালিয়াতি	৪২.৯
ভোট ক্রয় (নগদ টাকা প্রদান, ভোটের দিন পরিবহন খরচ বহন ও খাবার প্রদান)	৩৮.৮
অন্যান্য	২৪.৫

তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোয় তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৬৫ দশমিক ৭৭ (৯৮) শতাংশ প্রার্থী। সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা, গড়ে ১১ দশমিক ৪৫ গুণ বেশি। বিজয়ী প্রার্থীরা গড়ে ৩ কোটি ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৪৩৮ টাকা ব্যয় করেছেন (সর্বোচ্চ ৩৮ কোটি ৭৭ লাখ ১০ হাজার ১৪৪ টাকা, সর্বনিম্ন ১৬ লাখ ৪৫ হাজার টাকা)। মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোয় মোট ১৪৯ জন প্রার্থীর গড়ে ১ কোটি ২ লাখ ৭৭ হাজার ২৬৫ টাকা ব্যয় (সর্বোচ্চ ১৮ কোটি ১৫ লাখ ৫০ হাজার ৮০০ টাকা, সর্বনিম্ন ৪৪ হাজার ৮০০ টাকা) করেছেন। সার্বিকভাবে, তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় ১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭৭ টাকা (সর্বোচ্চ ৩৮ কোটি ৭৭ লাখ ১০ হাজার ১৪৪ টাকা, সর্বনিম্ন ৭০ হাজার টাকা); যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার (প্রার্থী প্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) ৬ গুণ বেশি।

সারণি ১২ : তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)

ক্রম	রাজনৈতিক দল	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রচারণায় প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা)*
১.	আওয়ামী লীগ	১,৬৭,৮০,১০২	১০,১৫,১৭৯	১,৩৮,৭৮,৯৮৮	২,৮৬,২৩,৩৪১
২.	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	১২,৯৮,২৯৮	৬,৫৪,৯৮১	১,৮২,৬৭,১১৯	১,৯৫,৮৬,৩৩৬
৩.	জাতীয় পার্টি	৩৬,০৪,০১৬	৩,৮৩,৫১২	৪২,২৬,৪৩৯	৭০,০১,০০৭
৪.	তৃণমূল বিএনপি	২,০৯,৭৫০	৬৫, ০৮৩	৭,০১,৮২৯	৮,৩৬,৮২৯
৫.	অন্যান্য দল**	৯৮,২৫০	৮৯,১৬৬	২২,২৯,২১৩	২৩,৭০,৭৮০
৬.	স্বতন্ত্র	৪,২৪,০০০	৩,২৪,১৮৭	৮৯,২৬,৩৬৩	৯৫,১৫,৫৫০
	মোট	**৬৭,৫৮,৮৯৭**	**৫,৮০,৩১৪**	**১,০২,৭৭,২৬৫**	**১,৫৬,৮৩,৭৭৭**

* সব প্রার্থীর ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় সব পর্যায়ে পাওয়া যায়নি। প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা) হিসাবের ক্ষেত্রে যেসব প্রার্থীর কোনো একটি পর্যায়ে প্রচারণা ব্যয় পাওয়া যায়নি, সে ক্ষেত্রে প্রচারণার ব্যয় "শূন্য" বিবেচনা করা হয়েছে।

** অন্যান্য দলের মধ্যে রয়েছে জাসদ, জাকের পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনপ্রক্রিয়া পর্যালোচনাসংক্রান্ত গবেষণায়ও দেখা যায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় তিন গুণ বেশি (৩১০ দশমিক ৬ শতাংশ) ব্যয় করেছিলেন। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমা যেখানে ছিল আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা, প্রার্থীরা ব্যয় করেছিলেন গড়ে ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকা।[১৭৩, ১৭৪] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় ছয় গুণ বেশি (৬২৭ দশমিক ৪ শতাংশ) ব্যয় করেছেন। প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, নির্বাচনী ক্যাম্প, জনসভা, কর্মীদের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। এ নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘনের ধারা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নির্বাচন-পরবর্তী সংঘাত : গবেষণাভুক্ত ১৬টি আসনে ৩০টি সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হামলা ও সংঘর্ষ হয়েছে। ভোট দিতে না যাওয়া, প্রতিপক্ষের হয়ে নির্বাচনে প্রচারণা চালানো, প্রতিপক্ষকে ভোট প্রদানসহ বিবিধ কারণে নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারের বড়িঘরে হামলা চালানো হয়।[১৭৫]

নির্বাচন-পরবর্তী মামলা ও অভিযোগ দায়ের : নির্বাচনসংশ্লিষ্ট স্থানীয় অফিস নির্বাচন-পরবর্তী মামলা ও অভিযোগসংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেনি টিআইবি গবেষণা দলকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দুটি আসনে মামলা হয়েছে। একটিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে ভোট দান ও গোপনীয়তা রক্ষা না করায় মামলা হয় এবং পরে অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[১৭৬] তবে নির্বাচনে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা জানান, নির্বাচন কমিশনের প্রতি তাদের আস্থা না থাকায় তারা নির্বাচন-পরবর্তী মামলা করতে আগ্রহী নন।[১৭৭]

গবেষণাভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল : নির্ধারিত সময়ে ৪৬টি আসনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ব্যয় বিবরণী জমা প্রদান করেননি। এ-সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দিষ্ট না থাকার অজুহাতে স্থানীয় নির্বাচন অফিস গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি। আসনসংশ্লিষ্ট নির্বাচন অফিসে ব্যয় বিবরণীর নথি জনসাধারণের কাছে প্রদর্শনের নির্দেশনা থাকলেও সেই নথি প্রদর্শন করা হয়নি। অন্যদিকে জমাকৃত ব্যয় বিবরণীর নথি চেয়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করা হলেও নির্বাচন কমিশন সে তথ্য দেয়নি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য

উল্লিখিত ফলাফলের ভিত্তিতে এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য হচ্ছে–

- একপাক্ষিক ও পাতানো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিসহ সার্বিক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত; গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার চেতনা ও স্বপ্নের সাথে সাংঘর্ষিক।

- নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে দুই বড় দলের বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানের কারণে অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ নির্বাচন হয়নি এবং এই বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানকেন্দ্রিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জিম্মিদশা প্রকটতর হয়েছে।
- ক্ষমতায় অব্যাহত থাকার কৌশল বাস্তবায়নের একতরফা নির্বাচন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে, যার আইনগত বৈধতা নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ হয়তো হবে না বা হলেও টিকবে না। তবে এ সাফল্য রাজনৈতিক শুদ্ধাচার, গণতান্ত্রিক ও নৈতিকতার মানদণ্ডে চিরকাল প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে।
- গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধারণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অন্যতম উপাদানসমূহ, তথা অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও সর্বোপরি সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের যে পূর্বশর্ত, তা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিপালিত হয়নি।
- নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনগত সীমারেখার নামে কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে একতরফা নির্বাচনের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসন অনুরূপভাবে একই অ্যাজেন্ডার সহায়ক ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়েছে বা লিপ্ত থেকেছে।
- নির্বাচনের নামে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের দীর্ঘকাল যাবৎ চলমান সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক আদর্শের যে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।
- অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দলের প্রার্থীর সাথে একই দলের "স্বতন্ত্র" ও অন্য দলের সরকার-সমর্থিত প্রার্থীদের যে পাতানো খেলা সংঘটিত হয়েছে, তাতেও ব্যাপক আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ অসুস্থ ও সহিংস প্রতিযোগিতা হয়েছে, যার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বাইরে রাজনৈতিক আদর্শ বা জনস্বার্থের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন।
- মুষ্টিমেয় কতিপয় আসনে ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বব্যাপী পাতানো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের নমুনা-ম্যাপিং হয়েছে, যার একমাত্র ইতিবাচক দিক হিসেবে অনিয়ম-দুর্নীতি-অবৈধতার যেসব তথ্য বরাবর প্রত্যাখ্যাত ছিল, তা নিজেদের অভিযোগ পাল্টা-অভিযোগের মাধ্যমে যথার্থতা পেয়েছে।
- দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসনব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জবাবদিহিহীন প্রয়োগের পথ আরও প্রসারিত হয়েছে।
- সংসদে ব্যবসায়ী আধিপত্যের মাত্রাও একচেটিয়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাপকতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নীতি-দখলের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে নির্বাচনী অঙ্গীকার আরও বেশি অবাস্তব ও কাগুজে দলিলে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
- সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদের সম্ভাব্য সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে যতটুকু আগ্রহ থাকবে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার মানদণ্ডে সরকারের প্রতি জন আস্থা

ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ও তার প্রভাব। একই সাথে ক্রমাগত গভীরতর হবে দেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ এবং গণতন্ত্রকামী মানুষের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কী করণীয় ও বর্জনীয় তার বিশ্লেষণ, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অবনমনের অভিজ্ঞতা এবং

- নির্বাচনী কৌশল ও অভিনবত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেস্ট-কেইস হিসেবে বিবেচিত হবে।

তথ্যসূত্র

১ *কালের কণ্ঠ*, 'আরপিও সংশোধন এ পর্যন্ত ১৭ বার', ১১ নভেম্বর ২০১৮, https://www.kalerkantho.com/print-edition/special-kalerkantho/2018/11/11/702210 (২০ এপ্রিল ২০২৪)।

২ *সময় নিউজ*, ড. ফরিদুল আলম, 'রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা', ২২ নভেম্বর ২০২২, https://shorturl.at/sA1jt (৩০ মার্চ ২০২৪)।

৩ *বিবিসি*, 'নিবন্ধন ব্যবস্থা কি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে?' ১৮ জুলাই ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/cjrln4rvj91o (৩০ মার্চ ২০২৪)।

৪ *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, 'দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: উদ্বেগের মধ্যেই তফসিলের অপেক্ষা', ৭ নভেম্বর ২০২৩, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/ohwmlaa4xj (৩০ মার্চ ২০২৪)।

৫ *দ্য ডেইলি স্টার*, নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের খোলাচিঠি, ৫ জানুয়ারি ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-548346 (৩০ মার্চ ২০২৪)।

৬ *বিবিসি*, 'নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ফেরাতে পারবে আইনের সংশোধনী?', ২৮ মার্চ ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/cl70jz27ez4o (৩০ মার্চ ২০২৪)।

৭ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী এবং ভোটারসহ মোট ১৭ হাজার ৫৬৪ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৮ Chang, H. J., K. Huang, and C. Wu. "Determination of Sample Size in Using Central Limit Theorem for Weibull Distribution." *International Journal of Information and Management Sciences,* Vol. 17, No. 3. 2006, pp. 153-174. (২৫ নভেম্বর ২০২৩)।

৯ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশপ্রার্থী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সময় পর্যন্ত নির্বাচনসংক্রান্ত খরচের বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেননি। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন ও তাদের ওয়েবসাইটেও নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী উন্মুক্ত করেনি। ১৮ মার্চ ২০২৪ টিআইবি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যয় বিবরণীর নথি চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করলেও কমিশন তথ্য প্রদান করেনি। এরই প্রেক্ষাপটে, নির্বাচনসংক্রান্ত ব্যয়ের তথ্য ছাড়াই চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

১০ *বিবিসি*, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা কীভাবে "বিতর্কিত" হয়েছিল', ১১ জানুয়ারি ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/cw8gn75v9x1o (৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

১১ *প্রথম আলো*, 'রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়াই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল', ৮ অক্টোবর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fugwlcur2t (৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

১২ *বিবিসি*, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা', ১০ মে ২০১১, https://www.bbc.com/bengali/news/2011/05/110510_sacaretaker (৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৩ *বিবিসি*, ৫ জানুয়ারি নির্বাচন: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ-বিএনপি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার দায় কার ছিল, ৫ জানুয়ারি, ২০২২, https://www.bbc.com/bengali/news-59874837 (৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৪ *বিবিসি*, সংসদ নির্বাচন ২০১৮: যেভাবে হয়েছিল ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-50916704 (৩ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৫ *বিবিসি*, 'বাংলাদেশে ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন, ১৯৭ কেন্দ্রে শতভাগ, হাজারো কেন্দ্রে ৯৫-৯৭% ভোট', ৪ জুলাই ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-48874651 (৩ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30555.html (৩ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১৯ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও এসব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

[১৮] ভোটার তালিকা আইন ২০০৯, ধারা ১১।

[১৯] *প্রথম আলো*, 'কাল থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদ শুরু', ১৯ মে ২০২২, https://shorturl.at/FeVvK (১০ জানুয়ারি ২০২৪)।

[২০] *দৈনিক যুগান্তর*, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু', ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://bitly.cx/l2w (১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

[২১] *প্রতিদিনের বাংলাদেশ*, 'নতুন ভোটার দেড় গুণ', ১৩ জানুয়ারি ২০২৩, https://protidinerbangladesh.com/national/19166/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3 (১০ জানুয়ারি ২০২৪)।

[২২] *প্রতিদিনের বাংলাদেশ*, 'নতুন ভোটার দেড় গুণ', ১৩ জানুয়ারি, ২০২৩, https://t.ly/k8_mj (১০ জানুয়ারি ২০২৪)।

[২৩] দৈনিক বাংলা, 'হালনাগাদহীন ভোটার তালিকায় ভোটের হার নিয়ে বিতর্ক', ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, https://www.dainikbangla.com.bd/wholebd/30396 (৩১ মার্চ ২০২৪)।

[২৪] *কালের কণ্ঠ*, 'খসড়া তালিকায় ভোটার বেড়েছে ৭ লাখ', ১৭ আগস্ট ২০২৩, https://www.kalerkantho.com/print-edition/2nd-rajdhani/2023/08/17/1308957, (৩১ মার্চ ২০২৪)।

[২৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১৯।

[২৬] জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1379/section-50461.html (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[২৭] *প্রাগুপ্ত।*

[২৮] জাতীয় সংসদের পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা-২০২৩, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, গেজেট নং: ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০০৪.২২(অংশ-১)-৬০২, ১ জুন ২০২৩, https://www.dpp.gov.bd/bgpress/bangla/index.php/document/get_extraordinary/48871 (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[২৯] দৈনিক ইত্তেফাক, 'সীমানা পরিবর্তন নিয়ে বিতর্কে জড়াবে না ইসি', ১৮ আগস্ট ২০২৩, https://bitly.cx/Oc7 (১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৩০] *প্রথম আলো*, '১০টি সংসদীয় আসনের সীমানায় পরিবর্তন', ৩ জুন ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/z7qit8gopd (১৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৩১] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'নির্বাচনি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ চূড়ান্ত ১০ আসনে পরিবর্তন', ৩ জুন ২০২৩, https://bitly.cx/7Tdg (১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৩২] নির্বাচন কমিশন ২০২৩, http://www.ecs.gov.bd/files/YJaspeYoF7qkP664CPDwUgUW7wKsmDJnMEO08Rfy.pdf, (১২ মার্চ ২০২৪)।

[৩৩] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'নিবন্ধন পেতে ইসির প্রাথমিক বাছাইয়ে নতুন ১২ দল', ১১ এপ্রিল ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-469416 (১০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৩৪] সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা দলকে কিংস পার্টি হিসেবে অভিহিত করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ।

[৩৫] *বিবিসি*, 'নিবন্ধন ব্যবস্থা কি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে', ১৮ জুলাই ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/cjrln4rvj91o (৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৩৬] বিভিন্ন সময়ে এই আদেশ সংশোধন করা হয়। সর্বশেষবার সংশোধন করা হয় ২০২৩ সালের ৪ জুলাই; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2023-11-12-11-06-03-50860_39704.pdf (৩০ মার্চ ২০২৪)।

[৩৭] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন কমিশন কি নিজের পায়ে কুড়াল মারল', ১১ জুন ২০২৩, https://www.prothomalo.com/opinion/column/xikihxi3zx (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৩৮] *প্রথম আলো*, 'ইসির ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়োজন পড়ল কেন', ৭ জুন ২০২৩, https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/3qdh9yjonz (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৩৯] *প্রথম আলো*, 'যেসব কারণে আগের চেয়ে সহজ হয়েছে ঋণখেলাপিদের নির্বাচন করা', ২৫ নভেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/business/bank/xv9fdu9sut (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৪০] *প্রথম আলো*, 'বিরোধী দল খোঁজরা' নির্বাচন হচ্ছে: সাখাওয়াত হোসেন', ২০ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/uopan51a2i (৩১ মার্চ ২০২৪)।

[৪১] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যে অনেক প্রশ্ন, সন্দেহ', ৪ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/wuybmpggba (৩১ মার্চ ২০২৪)।

[৪২] *দৈনিক যুগান্তর*, 'ইসির অসামঞ্জস্য বক্তব্য নিয়ে নানা সংশয়', ২১ অক্টোবর ২০২৩, https://bitly.cx/k4wpM (৩১ মার্চ ২০২৪)।

[৪৩] *বিবিসি বাংলা*, 'ইসি বলছে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নেই', ২০ অক্টোবর ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/c14v882wezro (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৪৪] *প্রথম আলো*, '২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের চাপ আমাদের ওপর পড়েছে: সিইসি', ১ অক্টোবর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qg5kndpr1k (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৪৫] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, 'সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ইসি এবং সরকার বদ্ধপরিকর', ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/707087 (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৪৬] *প্রথম আলো*, 'জনগণ যদি ভোট দেয়, সেটাই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন: ইসি আনিছুর রহমান', ২৪ নভেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tcpix2qkeb (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৪৭] *বিবিসি বাংলা*, 'বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোটারদের অধিকার কী আর কতটুকু?' ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/cg6wrepnrdro (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৪৮] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ে ইসির ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি', ৩ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/6o00n9zup6 (১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৪৯] *প্রথম আলো*, 'ইসি কেন সরকারের পক্ষে সাফাই গাইছে', ১৮ জুন ২০২৩, https://www.prothomalo.com/opinion/column/ih8nhkjlrv (২০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৫০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/part-details-422.html।

[৫১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩।

[৫২] *মানবজমিন*, 'ইসির সংলাপে যায়নি ১৮টি দল', ৫ নভেম্বর ২০২৩, https://mzamin.com/news.php?news=81993 (৩১ মার্চ ২০২৪)।

[৫৩] *প্রথম আলো*, 'সিসি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা থেকে সরে আসছে ইসি', ১৫ আগস্ট ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/tuhf1ggz2i (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৫৪] *প্রথম আলো*, 'ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা দুষ্কৃতকারীদের শত্রু, ভালোদের মিত্র: আহসান হাবিব', ২৪ অক্টোবর ২০২২, https://www.prothomalo.com/bangladesh/suy0sxosvt (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৫৫] *প্রথম আলো*, 'ইভিএম নয়, সব বুথে দরকার সিসি ক্যামেরা', ২০ অক্টোবর ২০২২, https://www.prothomalo.com/opinion/column/oog1qfx4yv (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৫৬] *প্রথম আলো*, 'ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা থেকে ইসি সরতে চায় কেন?', ২৩ ডিসেম্বর ২০২২, https://www.newsbangla24.com/news/216872/Why-does-the-EC-want-to-move-from-the-CC-camera-to-the-polling-station? (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৫৭] *দ্য ডেইলি স্টার বাংলা*, '২ লাখ ইভিএম কেনার সিদ্ধান্ত স্থগিত', ১৫ আগস্ট ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-443091 (২০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

[৫৮] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩।

[৫৯] *ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা*, 'বাংলাদেশ নির্বাচন: দেশীয় পর্যবেক্ষক ২০ হাজার ৭৭৩ জন', ৭ জানুয়ারি ২০২৩, https://www.voabangla.com/a/7429381.html (১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

[৬০] *বিডি নিউজ*, 'নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: আগ্রহী বহু সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন', ২৯ আগস্ট ২০২৩, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/ltgo6hunok (২০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৬১ *প্রথম আলো*, যশোরে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই 'ভুঁইফোড়', ৫ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2nvytkw05d, (৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

৬২ *প্রথম আলো*, 'দুটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা সমাচার', ৭ জানুয়ারি ২০১৯, https:yyy//bangla.thedailystar.net/node/104122, (২০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৬৩ *দৈনিক যুগান্তর*, 'নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সবাই কি উপযুক্ত? ১১ আগস্ট ২০২৩', https://rb.gy/lr4d0v (২০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৬৪ *দৈনিক যুগান্তর*, 'বিদেশি পর্যবেক্ষক আসল না নকল, দেখবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়: ইসি আলমগীর', ২ আগস্ট ২০২৩, https://bitly.cx/0pfu (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

৬৫ দৈনিক বাংলা, 'নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করেছে ৯ দেশ: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়', ২১ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.dainikbangla.com.bd/national/36557 (১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

৬৬ *দ্য ডেইলি স্টার বাংলা*, 'নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইইউর পূর্ণাঙ্গ দল না আসার কারণ বাজেট স্বল্পতা: ইসি সচিব', ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-516471 (১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

৬৭ *প্রথম আলো*, 'এটাকি বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার "কৌশল", ৯ অক্টোবর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/opinion/column/zv7ox3q9qr (৩১ মার্চ ২০২৪)।

৬৮ *দ্য ডেইলি স্টার*, 'নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিচারে রাতেও চলছে আদালত', ২৩ অক্টোবর ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-525846 (৩১ মার্চ ২০২৪)।

৬৯ *প্রথম আলো*, 'নতুন ৬৮ মামলা, গ্রেপ্তার ৬৪২, ৩১ অক্টোবর ২০২৩', https://www.prothomalo.com/bangladesh/22vnsuto3f (১ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৭০ *প্রথম আলো*, 'কারও ৪৫০, কারও ৩০০, বিএনপি নেতাদের কার বিরুদ্ধে কত মামলা', ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lplq3zbrqs (১ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৭১ *ইত্তেফাক*, 'বছরজুড়ে রাজপথে থাকা বিএনপি গ্রেপ্তার-সাজায় কোণঠাসা', ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩, https://bitly.cx/xNOt (২ জানুয়ারি ২০২৪)।

৭২ *প্রথম আলো*, 'গায়েবি, পুরোনো "নাশকাতা" আর নতুন মামলায় গ্রেপ্তার বিএনপি নেতারা, হচ্ছে সাজা', ১২ আক্টোরব ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/ny08ola67p (১২ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৭৩ *প্রথম আলো*, 'নির্বাচনে আনতে বিএনপি নেতাদের মুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, টেলিভিশন চ্যানেলকে কৃষিমন্ত্রী', ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qko5e2koea (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৭৪ *প্রথম আলো*, 'আমি কি দল ভেঙেছি', বিএনএম ও সাকিব আল হাসানকে নিয়ে যা বললেন মেজর হাফিজ, ১৯ মার্চ ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/mn4o5jwx2v (৩১ মার্চ ২০২৪)।

৭৫ *প্রথম আলো*, 'নিবন্ধন পেতে যাওয়া বিএনএমের পেছনে বিএনপির সাবেক নেতারা', ১৭ জুলাই ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/qgb49423xl (২০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৭৬ *প্রথম আলো*, '"ভুঁইফোড়" সেই দুই দল বিএনএম ও বিএসপিকে নিবন্ধন দিল ইসি', ১০ আগস্ট ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/de7tkjncdx (২০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৭৭ *প্রথম আলো*, 'রাজধানীর "ছোট কক্ষ" থেকে গুলশানের "আলিশান" কার্যালয়ে বিএনএম', ২৪ নভেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/d1gnnuv37k (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৭৮ *প্রথম আলো*, '"ভুঁইফোড়" দুই দলের নিবন্ধন কি সরকারের পরামর্শে', ১৮ জুলাই ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/eg38l4tb6d (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৭৯ *দ্য ডেইলি স্টার*, 'কিংস পার্টিতে' যোগ দিতে নেতাদের চাপ-ভয় দেওয়া হচ্ছে: রিজভী, ২২ নভেম্বর ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-535156 (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৮০ *দৈনিক যুগান্তর*, 'বিএনপির সাবেক এমপির অডিও রেকর্ড ভাইরাল, নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ', ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, https://bitly.cx/YwUTc (২০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৮১ *প্রথম আলো*, 'নতুন দুই দলে মনোনয়নের "দরজা" সবার জন্য খোলা', ২১ নভেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/2je6s81kg7 (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৮২ *দ্য ডেইলি স্টার বাংলা*, 'জাতীয় নির্বাচনে ভোটগ্রহণ ৭ জানুয়ারি, মনোনয়ন জমা ৩০ নভেম্বর', ১৫ নভেম্বর ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-533076 (১৭ নভেম্বর ২০২৩)।

৮৩ *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: কোন দলের কত প্রার্থী', ৩ জানুয়ারি ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/o576qphtwh (৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

৮৪ *প্রাগুক্ত।*

৮৫ টিআইবি, 'নির্বাচনী হলফনামার তথ্যচিত্র জনগণকে কী বার্তা দিচ্ছে?', (ঢাকা: টিআইবি, ২০২৩), https://ti-bangladesh.org/images/2023/report/kyc/Holofnama-presentation-Know-Your-Candidate_updated.pdf (১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

৮৬ *বিবিসি বাংলা*, ' হলফনামায় সম্পদ বৃদ্ধি, খতিয়ে দেখার দায়িত্ব কাদের', ৬ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/cjmpdgm4yjno (১ জানুয়ারি ২০২৪)।

৮৭ টিআইবি, 'নির্বাচনী হলফনামার তথ্যচিত্র জনগণকে কী বার্তা দিচ্ছে?', (ঢাকা: টিআইবি, ২০২৩), https://ti-bangladesh.org/images/2023/report/kyc/Holofnama-presentation-Know-Your-Candidate_updated.pdf (১৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

৮৮ *বিবিসি বাংলা*, 'বাছাইয়ে বাতিল ৭৩১ জনের প্রার্থিতা, বৈধ ঘোষণা ১৯৮৫ জনের মনোনয়নপত্র', ৫ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/c0325kwken4o (৩১ জানুয়ারি ২০২৪)।

৮৯ *দ্য ডেইলি স্টার বাংলা*, 'মনোনয়নপত্র বাতিল: ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন দেখাতে ব্যর্থ ৩৫০ প্রার্থী', ৬ ডিসেম্বর ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-539171 (১ জানুয়ারি ২০২৪)।

৯০ *প্রথম আলো*, 'ভোটের মাঠে সাবেক রাষ্ট্রপতির সন্তানেরা, আলোচনায় "ভাই-বোনের" লড়াই', ৩ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2qts9hvf17 (৩ জানুয়ারি ২০২৪)।

৯১ *প্রথম আলো*, 'সাবেক আমলা-পুলিশ, তারকা আওয়ামী লীগের মনোনয়নদৌড়ে', ২২ নভেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/gnv61f5mf1 (১ জানুয়ারি ২০২৪)।

৯২ *নিউজ বাংলা ২৪*, 'নৌকায় উঠতে তারকাদের দৌড়ঝাপ', ২২ নভেম্বর ২০২৩, https://www.newsbangla24.com/news/235895/Stars-rush-to-board-the-boat (১ জানুয়ারি ২০২৪)।

৯৩ মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, (৩০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৯৪ *বণিক বার্তা*, 'টিকিট পাচ্ছেন দেড় দশকের প্রভাবশালী সাবেক আমলা সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা', ২৬ নভেম্বর ২০২৩, https://bonikbarta.net/home/news_description/362611/ (১ জানুয়ারি ২০২৪)।

৯৫ বিবিসি বাংলা, 'প্রতিটি আসনে গড়ে ১১ প্রার্থী, কীভাবে আওয়ামী লীগ তালিকা চূড়ান্ত করছে?', ২৪ নভেম্বর ২০২৩, https://www.bbc.com/bengali/articles/cgep4k9wr95o (২ জানুয়ারি ২০২৪)।

৯৬ বিবিসি বাংলা, 'নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটার আনার ছক বনাম সংঘাতের ভয়', ৫ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/c2xy5dzrrmpo (৯ জানুয়ারি ২০২৪)।

৯৭ *প্রথম আলো*, '৩২ আসন ছাড়ল আওয়ামী লীগ', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/gxgt94xlef (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)

৯৮ *প্রাগুক্ত।*

৯৯ *প্রথম আলো*, 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠেকাতে বিকল্প প্রার্থী রাখার পরামর্শ শেখ হাসিনার', ২৭ নভেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/94w43rdtgm (২ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০০ *প্রথম আলো*, '২৮ বছর পর আবার আলোচনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা', ৫ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xqqbehipom (৯ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০১ *দেশ রূপান্তর*, '৪০-৫০% ভোটারের অঙ্কে আওয়ামী লীগ', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, https://bitly.cx/9l4a (৯ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০২ *দ্য ডেইলি স্টার*, '৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ', ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-548806, (৯ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০৩ মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩।

১০৪ *সমকাল*, 'ভোটার কেন্দ্রে আনতে প্রার্থী কর্মী প্রশাসন গলদঘর্ম', ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, https://bitly.cx/SbPL (৩ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০৫ *ডয়চে ভেলে*, 'ভোট না দিলে ভাতা বন্ধের হুমকি', ৬ জানুয়ারি ২০২৩, https://bitly.cx/L0USk (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০৬ *দ্য ডেইলি স্টার*, 'নৌকায় ভোট দিতে হবে, নয়তো পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস থাকবে না', ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-545056 (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০৭ *প্রথম আলো*, 'ভোটকেন্দ্রে না গেলে ভাতা বন্ধের হুমকি দিয়ে ক্ষমা চাইলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী', ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/d6ydcall9d (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০৮ *প্রথম আলো*, 'বিএনপির ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে না এলে সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে', ২০ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/gmjs5b7krl (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১০৯ মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ২২ ডিসেম্বর ২০২৩।

১১০ *আজকের নিউজ*, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সরকারি কর্মকর্তারাও প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে', ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, https://bitly.cx/rEm (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১১১ *কালের কণ্ঠ*, 'বিধি ভেঙে প্রার্থীদের পক্ষে সরকারি চাকরিজীবীরা', ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/12/29/1350062 (২ জানুয়ারি ২০২৪)।

১১২ *প্রাগুপ্ত।*

১১৩ *কালের কণ্ঠ*, 'সব ইউএনও এবং ওসিকে বদলির সিদ্ধান্ত', ২ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2023/12/02/1341678 (২ জানুয়ারি ২০২৪)।

১১৪ মাঠপর্যায়ে নির্বাচনকালীন তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক সরেজমিন পর্যবেক্ষণ।

১১৫ *ঢাকা পোস্ট*, 'প্রার্থী-সমর্থকদের ইসির ৭৪৬ শোকজ', ৬ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.dhakapost.com/national/250598 (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১১৬ *প্রথম আলো*, 'আচরণবিধি বেশি ভাঙছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা', ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/vnhuj2mdx4 (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১১৭ *নিউজ বাংলা ২৪*, 'দেশজুড়ে ভোটের মাঠে ৬১ মামলা', *৮ জানুয়ারি* ২০২৪, https://www.newsbangla24.com/news/238520/61-cases-in-the-polling-field-across-the-country (২১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১১৮ *প্রথম আলো*, 'নৌকার পক্ষে না থাকায় ঈগল প্রতীকের কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা: স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগম', ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/sjgz9pzr3l (২২ জানুয়ারি ২০২৪)।

১১৯ *প্রথম আলো*, 'আট স্থানে নির্বাচনী সংঘাতে আহত ৬৩, চার ক্যাম্পে আগুন', ৩ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/kdwh5hdnny (২২ জানুয়ারি ২০২৪)।

১২০ *প্রথম আলো*, 'সংঘাত, মৃত্যুতে শেষ হলো প্রচার', ৫ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/uwieeyyw5b (৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

১২১ *প্রথম আলো*, 'শ্রীপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারণায় বাধা, মারধর, দুই নারীসহ আহত ৩', ২০ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1ktyw942sf (৬ জানুয়ারি ২০২৪)।

১২২ *ডিডব্লিউ*, 'স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ওপর হামলা ও চাপ বাড়ছে', ৩ জানুয়ারি ২০২৪, https://bitly.cx/dv1Nd (৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

১২৩ *প্রথম আলো*, 'স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের ওপর হামলা বেশি', ২২ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/7egkq2lt9f (৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

১২৪ *প্রথম আলো*, 'সাংবাদিককে "দেখে নেওয়ার" হুমকি দিলেন সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/t7vx0evk6k (২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)।

১২৫ মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩; ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

১২৬ মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ৬ জানুয়ারি ২০২৪; ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

১২৭ মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ৩ জানুয়ারি ২০২৪।

১২৮ মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ৬ জানুয়ারি ২০২৪; ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

১২৯ মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ।

১৩০ *প্রথম আলো*, 'ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভোটের প্রচারে প্রার্থীরা', ৬ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/303pmz4qxn (৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৩১ মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ৬ জানুয়ারি ২০২৪।

১৩২ *প্রথম আলো*, 'মাঠের প্রচার শেষে এবার ফেসবুকে সরব প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকেরা', ৫ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qbrrfpucmw (৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৩৩ ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, 'Deepfakes for $24 a month: how AI is disrupting Bangladesh's election', ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.ft.com/content/bd1bc5b4-f540-48f8-9cda-75c19e5ac69c?fbclid=IwAR2VKxArKBVP5Cf-xHsrWR9DgRpXrXS4X3i2fP0nzsB_2OaT2w8eNTZkQqg (২৬ ডিসেম্বর ২০২৪)।

১৩৪ তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক মাঠপর্যায়ে নির্বাচনী প্রচারণাকালীন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

১৩৫ *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'পরিবেশ, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে লেমিনেটেড পোস্টারে সয়লাব করে ফেলা হয়েছে রাজধানী', ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0% A7%87%E0%A6%B6/news-details-189110 (২ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৩৬ *প্রথম আলো*, 'ভোটে মাঠে থাকবেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাড়ে ৭ লাখ সদস্য', ২০ নভেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/politics/daqownf1x1 (১৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৩৭ *প্রাগুপ্ত।*

১৩৮ *বাংলা ট্রিবিউন*, 'কত ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ, নেওয়া হচ্ছে কী ব্যবস্থা?', ৩ জানুয়ারি ২০২৪, https://bitly.cx/ghbHR (৩১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৩৯ *শয়ার বিজ নিউজ*, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যয় বেড়ে ২২৭৬ কোটি টাকা', ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://bitly.cx/Yv2 (১৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৪০ *এখন*, 'দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে খরচ বেড়েছে তিন গুণ', ৬ জানুয়ারি ২০২৪, https://ekhon.tv/article/65992df2456a42b1c76488d5 (৩১ মার্চ ২০২৪)।

১৪১ *কালের কণ্ঠ*, 'জাতীয় নির্বাচনে ব্যয় বেড়েছে ১২৯ শতাংশ', ২৩ নভেম্বর ২০২৩, https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2023/11/23/1338762 (৩১ মার্চ ২০২৪)।

১৪২ *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: হাজার কোটি টাকা চায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী', ১৩ নভেম্বর ২০২৩, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/wejehcarqf (৩১ মার্চ ২০২৪)।

১৪৩ মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারি ২০২৪।

১৪৪ বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার, https://btv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btv.portal.gov.bd/policies/fd0ba39e_

১৪৫ *নিউজ বাংলা ২৪.কম*, '২০ জেলায় ৪২ প্রার্থীর ভোট বর্জনের ঘোষণা', ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.newsbangla24.com/news/238491/29-candidates-across-the-country-boycotted-the-vote (১১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৪৬ *প্রথম আলো*, 'ভোটের আগে ১৪ জেলায় ২১ কেন্দ্রে আগুন', ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/paxw530gth (১১ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৪৭ বিবিসি, 'নির্বাচনে হেরে "বিব্রত ও প্রতারিত" বোধ করছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গীরা', ১২ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3gyyn0xpp0o (১২ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৪৮ *প্রথম আলো*, 'ভোট কারচুপির কথা বলছেন নৌকার পরাজিত প্রার্থীরাও', ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/m6i24orse3 (১৩ জানুয়ারি ২০২৪)।

১৪৯ *প্রথম আলো*, '১০ দিনে ভোটকেন্দ্রিক ৩৪৫ সংঘাতের ঘটনা, ৭ জনের মৃত্যু', ২১ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o3cxgcrkkr (২০ মে ২০২৪)।

[১৫০] *প্রথম আলো*, 'নৌকা ছাড়া কারও পোলিং এজেন্ট দেখতে পাইনি', ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/he0f7qpyzm (৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৫১] *প্রতিদিনের বাংলাদেশ*, 'নানা অনিয়মের অভিযোগে সারা দেশে অন্তত ৩৪ প্রার্থীর ভোট বর্জন', ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://bitly.cx/QD6r (৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৫২] Bangladesh blocked news media websites amid 2024 general elections, https://explorer.ooni.org/findings/11686385001 (২০ মে ২০২৪)।

[১৫৩] *প্রথম আলো*, 'সারা দেশে তিনটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে গড়ে ২৬.৩৭ শতাংশ', ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/69bpv1gukjP (৯ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৫৪] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪১.৮ শতাংশ,' ৭ জানুয়ারি ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-549451 (১১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৫৫] *প্রথম আলো*, 'ভোটের হার নিয়ে সন্দেহ প্রশ্ন', ৯ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/b4lo5z3oxq (১১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৫৬] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ৭ জানুয়ারি ২০২৩; ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

[১৫৭] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: ২৯৮ আসনে বিজয়ীদের গেজেট প্রকাশ', ৯ জানুয়ারি ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/4pn6z4u4a2 (২৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৫৮] *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, 'আওয়ামী লীগ ৬৪ শতাংশ, স্বতন্ত্র পেয়েছে ২৪ শতাংশ ভোট', ৮ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.banglanews24.com/election-comission/news/bd/1259932.details (২৫ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৫৯] *প্রথম আলো*, '১০ দিনে ভোটকেন্দ্রিক ৩৪৫ সংঘাতের ঘটনা, ৭ জনের মৃত্যু', ২১ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o3cxgcrkkr (৩১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৬০] *প্রথম আলো*, 'এইচআরএসএসের প্রতিবেদন, নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় নিহত ৭, আহত ৬৯৬', ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/m32cw8vafs (৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।

[১৬১] *প্রথম আলো*, 'খুলনায় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা: হামলাকারী ও ভুক্তভোগী সবাই আওয়ামী লীগের', ১১ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5tvm7l5f08 (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।

[১৬২] *কালের কণ্ঠ*, 'হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা বন্ধের দাবি', ১১ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/national/2024/01/11/1353897 (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।

[১৬৩] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন-পরবর্তী হামলা-হুমকির পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, বাড়িছাড়া কেউ কেউ', ১৪ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/m4wn2ut2xj (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।

[১৬৪] *প্রথম আলো*, 'বেদেপল্লিতে হামলার পাঁচ দিনেও মামলা নেয়নি পুলিশ, আতঙ্কে ক্ষতিগ্রস্তরা', ১২ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/p4mahbx8wk (৮ এপ্রিল ২০২৪)।

[১৬৫] *সমকাল*, 'এক মাসে নিষ্পত্তি হয়নি তিন শতাধিক অভিযোগ', ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, https://bitly.cx/baoF (২১ মে ২০২৪)।

[১৬৬] ১৩৮ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪গ।

[১৬৭] নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ , পরিপত্র নং: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৬২।

[১৬৮] নির্বাচন কমিশন, ২৬ নভেম্বর ২০২৩, http://www.ecs.gov.bd/files/M5zQcWe5dZBVUP49gnKSVu6kGSCJ3iqPjl24j09y.pdf (২৫ মার্চ ২০২৪)।

[১৬৯] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, 'ভোটের ব্যয়ের হিসাব দিতে ২৮ দলকে ইসির তাগিদ', ২১ মার্চ ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/politics/j7qyj4azym (২৫ মার্চ ২০২৪)।

[১৭০] নির্বাচন কমিশন ২১ মার্চ ২০২৪, https://bitly.cx/1tr2e (২৫ মার্চ ২০২৪)।

[১৭১] খবরের কাগজ, 'নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব, আইনের তোয়াক্কা করে না কেউ', ১৮ মে ২০২৪, https://www.khaborerkagoj.com/special-report/813891 (২১ মে ২০২৪)।

[১৭২] *প্রাগুক্ত।*

[১৭৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, 'নির্বাচনি ব্যয়সীমা মানছেন না প্রার্থীরা', ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩, https://bitly.cx/mP7 (৩১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৭৪] *প্রথম আলো*, 'ভোটারপ্রতি প্রার্থী ব্যয় করতে পারবেন সর্বোচ্চ ১০ টাকা', ১৬ নভেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fwzxzjfa44 (৩১ জানুয়ারি ২০২৪)।

[১৭৫] মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ।

[১৭৬] *প্রথম আলো*, 'ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হককে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি ইসির', ২২ জানুয়ারি ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/q6r363umib (২৫ মার্চ ২০২৪)।

[১৭৭] মাঠপর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০২৪ : হলফনামা বিশ্লেষণ ও ফলাফল*

মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, রিফাত রহমান, কে. এম. রফিকুল আলম ও ইকরামুল হক ইভান

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে (অনুচ্ছেদ ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০)। এসব অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে; বিশেষ করে ৫৯(১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইন মোতাবেক নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে।' সংবিধানের ৬০ নং অনুচ্ছেদে 'স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ এবং নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।'

১৯৮২ সালে বাংলাদেশে প্রথমবার উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। তখন থানাগুলোকে উপজেলা হিসেবে গণ্য করে সর্বত্র নির্বাচিত পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করা হলেও ১৯৯৮ সালে আবার উপজেলা গঠনের জন্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে দেশে উপজেলা পরিষদের সংখ্যা ৪৯৫। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুসারে, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন চেয়ারম্যান, দুজন ভাইস চেয়ারম্যান (এর মধ্যে একজন নারী ভাইস চেয়ারম্যান) নির্বাচিত হন। এ পর্যন্ত পাঁচবার উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ৯ জুন ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের কার্যক্রম শেষ হয়। চারটি ধাপে এ নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা ২০১৩-এর ১৫(৩)-ঈ ধারা অনুযায়ী যেকোনো ব্যক্তিকে এই নির্বাচনে অংশ নিতে হলে হলফনামার আকারে বেশ কিছু তথ্যের ঘোষণা দিতে হয়। হলফনামায় দেওয়া এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ও আয়ের উৎস, মামলার বিবরণী, প্রার্থীর নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীলদের আয়-ব্যয়, সম্পদ এবং দায়-দেনা। নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতাসংক্রান্ত তথ্যের প্রাথমিক দলিল এই হলফনামা। তাই প্রার্থীদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক প্রার্থী বেছে নিতে এই হলফনামার গুরুত্ব অনেক। একই সঙ্গে হলফনামা স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা

* ২০২৪ সালের ৯ জুন ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

নিশ্চিতে আয় ও সম্পদের হিসাব প্রাপ্তি ও তুলনার সুযোগ তৈরি করে। প্রার্থীদের হলফনামা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করলেও, তা কেন্দ্র করে জনপ্রতিনিধিদের আয় ও সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধিসংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এখনো জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। আবার নির্বাচন কমিশনের এসব তথ্য স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার কাজ ও সক্ষমতা খুবই কম।

এমন বাস্তবতায় বড় পরিসরে হলফনামার সব তথ্য আরও বিশ্লেষণযোগ্যভাবে সহজলভ্য করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে এবং জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি বা Know Your Candidate (KYC)[১] তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেছে।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপদ্ধতি

"হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি" শীর্ষক ইন্টারঅ্যাকটিভ ড্যাশবোর্ডে চতুর্থ ও পঞ্চম উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের সব হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট[২] থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সংগৃহীত পিডিএফ হলফনামার যাবতীয় তথ্য KoboToolbox[৩] দিয়ে তৈরি ডেটা ফর্মের মাধ্যমে একদল প্রশিক্ষিত ডেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাইজড করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ডেটা প্রক্রিয়াকরণে পাইথন ও পাওয়ার কোয়েরি ব্যবহার করা হয়। পরে ডেটা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় পাওয়ার বিআই ও ড্যাক্সের ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ৪৬৪ উপজেলার তিনটি নির্বাচনের ১৬ হাজারের বেশি হলফনামায় দেওয়া আটটি তথ্যের বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ "হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি" ড্যাশবোর্ডে তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ ও ফলাফল

দল ও প্রার্থীর সংখ্যা

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪৬৪ উপজেলার হলফনামার তথ্য দেওয়া হয়েছে তাতে মোট ৫ হাজার ৪৭২ প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ১ হাজার ৮৬৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ হাজার ৯৫ জন ও নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১ হাজার ৫১৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সারণি ১)।

সারণি ১ : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চার ধাপে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী

	উপজেলা	চেয়ারম্যান	ভাইস চেয়ারম্যান	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	নির্বাচনের তারিখ
১ম ধাপ	১৪২	৫৫৬	৬০৫	৪২৯	৮ মে ২০২৪
২য় ধাপ	১৫৬	৫৯৯	৬৮৯	৫২৩	২১ মে ২০২৪
৩য় ধাপ	১১১	৪৮১	৫৬১	৩৭৭	২৯ মে ২০২৪
৪র্থ ধাপ	৫৫	২২৮	২৪০	১৮৪	৫ জুন ২০২৪
সর্বমোট	৪৬৪	১৮৬৪	২০৯৫	১৫১৩	

উপজেলা নির্বাচন দলীয় হলেও নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে এবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলগতভাবে কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি। বিএনপিও এ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেওয়ায় দলটির আগ্রহী প্রার্থীরা ১৩১ উপজেলায় স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছেন। দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দল থেকে বহিষ্কৃত হন ২০১ জন বিএনপি নেতা-কর্মী। বস্তুত, উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর অধিকাংশই 'আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী' এবং তাদের বেশির ভাগ দলের স্থানীয় নেতৃত্বের সমর্থনপুষ্ট। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে শুরুতে প্রার্থী হলেও সব জামায়াত নেতা পরে দলের সিদ্ধান্তে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে গড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ দশমিক ২ জন প্রার্থী, সর্বোচ্চ ১০ জন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে সর্বোচ্চ ১৬ জন, গড় প্রতিদ্বন্দ্বী ৪ দশমিক ৮ জন। নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে একটি পদের বিপরীতে গড়ে ৩ দশমিক ৫ জন প্রার্থী রয়েছেন, সর্বোচ্চ ১০ জন।

এ ছাড়া বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মন্ত্রী-এমপিদের স্বজনদের অংশগ্রহণ থামাতে পারেনি ক্ষমতাসীন দল। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে মন্ত্রী-এমপিদের ৫৪ জন স্বজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

উপজেলা নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ জাতীয় নির্বাচনের তুলনায়ও কম। চার ধাপের নির্বাচনে চেয়ারম্যান ৭৬ জন নারী প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন, শতকরা হিসাবে যা মাত্র ১ দশমিক ৯২ শতাংশ। বিপরীতে পদে পুরুষ পদপ্রার্থী ৯৮ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ।

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের ৫৭ দশমিক ১ শতাংশ স্নাতক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। প্রায় ৪০ শতাংশ ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী স্নাতক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক (চিত্র ১)।

চিত্র ১ : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

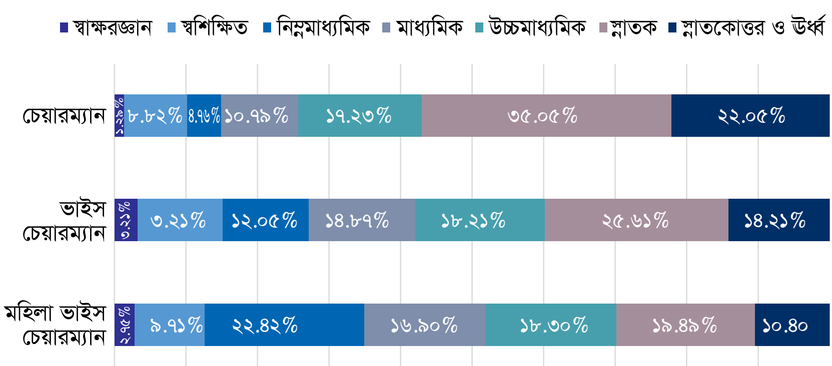

প্রার্থীদের পেশা

ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ৬৯ শতাংশই নিজেকে ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১ দশমিক ৯১ শতাংশ পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন কৃষিকাজকে। পরের দুই অবস্থানে রয়েছে আইনজীবী (৫ দশমিক ৬৯ শতাংশ) ও শিক্ষক (৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ)।

একইভাবে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ৬৮ দশমিক ১৬ শতাংশই নিজেদের ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে প্রায় ১৬ শতাংশ কৃষিজীবী। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছেন চাকরিজীবী ও শিক্ষক। তাদের হার যথাক্রমে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ ও ৩ দশমিক ৮২ শতাংশ।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ৫০ দশমিক ৯৬ শতাংশই নিজেদের গৃহিণী/ গৃহস্থালির কাজকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ দশমিক ১৬ শতাংশ ব্যবসাকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন। পরের অবস্থানে আছেন শিক্ষক। এই হার ৪ দশমিক ৮২ শতাংশ। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছেন কৃষিজীবী (৩ দশমিক ৭ শতাংশ) ও রাজনীতিবিদ (৩ দশমিক ১১ শতাংশ)।

অর্থাৎ এ কথা স্পষ্ট যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও ব্যবসায়ী প্রার্থীদের দাপট ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ব্যবসায়ী প্রার্থীদের সংখ্যা ২০১৪ সালের চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনের তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে কৃষিজীবী ও শিক্ষক প্রার্থীদের পরিমাণ ক্রমে কমছে (চিত্র ২)।

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ১৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ প্রার্থীর কোনো না কোনো ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তা ছাড়া গৃহিণী/গৃহস্থালিকে পেশা হিসেবে দেখানো প্রার্থীদের ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশের আয় আসে ব্যবসা থেকে।

চিত্র ২ : চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ নির্বাচনে প্রার্থীদের পেশার তুলনামূলক চিত্র

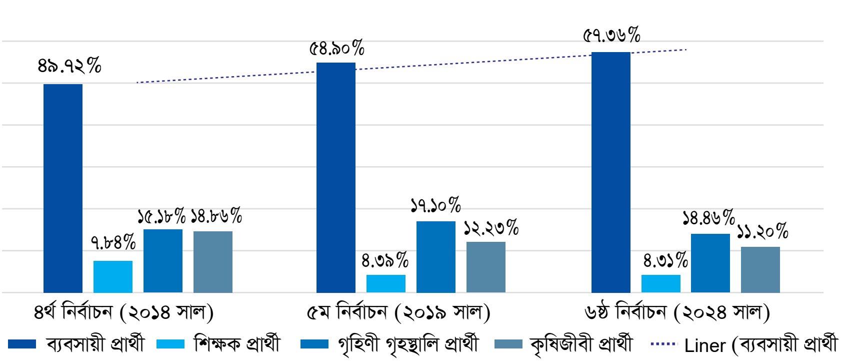

ব্যবসায়িক স্বার্থ ও সংশ্লিষ্টতা

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ১৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ প্রার্থীর কোনো না কোনো ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তা ছাড়া গৃহিণী/গৃহস্থালিকে পেশা হিসেবে দেখানো প্রার্থীদের ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশের আয় আসে ব্যবসা থেকে (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩ : প্রার্থীদের পদ অনুযায়ী ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা

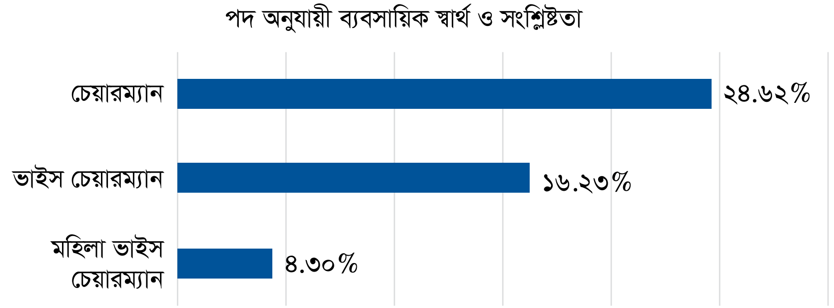

প্রার্থীদের আয় ও সম্পদ

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বছরে অন্তত ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা পাঁচ বছরে দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। এবার বার্ষিক ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন ৮৬৬ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের মধ্যে বছরে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৬৩৬ জন, যা মোট প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীর ৩৪ দশমিক ১২ শতাংশ। সমপরিমাণ আয় করেন এমন ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর সংখ্যা ১৭৬। বছরে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ৫৪ জন।

আয়কর ধাপ অনুযায়ী, প্রার্থীদের ৪০ দশমিক ২৬ শতাংশই আয় দেখিয়েছেন সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে; অর্থাৎ করযোগ্য আয় নেই তাদের। সাড়ে ১৬ লাখ টাকার বেশি আয় দেখিয়েছেন ১০ শতাংশ প্রার্থী।

চেয়ারম্যান ও অন্যান্য প্রার্থীর মাঝে উল্লেখযোগ্য আয়বৈষম্য লক্ষ করা গেছে। চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রায় ২১ শতাংশের আয় সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে, যেখানে অন্যান্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে তা ৫০ দশমিক ২৫ শতাংশ। একইভাবে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রায় ২৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশের আয় সাড়ে ১৬ লাখ টাকার ওপরে। অন্যান্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে তা মাত্র ৩ দশমিক ২ শতাংশ। চেয়ারম্যান পদের প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় অন্যান্য প্রার্থীর গড় আয়ের চেয়ে আড়াই গুণেরও বেশি।

অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রার্থীদের ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ, অর্থাৎ ৩৯০ জন কোটিপতি। ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের মধ্যে ৩৩৫ জন কোটিপতি। আগের নির্বাচনের তুলনায় এ সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ (পঞ্চম নির্বাচনে ছিল ১২৩ জন)। ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর মধ্যে ৩৯ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে ১৬ জন কোটিপতি।

অস্থাবর সম্পদের হিসাবে তালিকার শীর্ষে আছেন নরসিংদীর শিবপুরের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফেরদৌসী ইসলাম, তার মোট অস্থাবর সম্পদ ১৭৪ দশমিক ১১ কোটি টাকা। তালিকার দুইয়ে নোয়াখালীর সেনবাগের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর আলম মানিক, তার অস্থাবর সম্পদমূল্য ৮৪ দশমিক ৭৬ কোটি টাকা। তৃতীয় অবস্থানে আছেন কুমিল্লার হোমনা উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী রেহানা বেগম, ৫১ দশমিক শূন্য ৭ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদ রয়েছে তার (সারণি ২)।

সারণি ২ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থীদের শীর্ষ ১০

প্রার্থী	পদ	উপজেলা	জেলা	মোট অস্থাবর সম্পদ (কোটি টাকায়)
ফেরদৌসী ইসলাম	চেয়ারম্যান	শিবপুর	নরসিংদী	১৭৪.১১
এস এম জাহাঙ্গীর আলম মানিক	চেয়ারম্যান	সেনবাগ	নোয়াখালী	৮৪.৭৬
রেহানা বেগম	চেয়ারম্যান	হোমনা	কুমিল্লা	৫১.০৭
এস এফ এ এম শাহজাহান	চেয়ারম্যান	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	৪০.১৯
সুধীর চৌধুরী	চেয়ারম্যান	ধামরাই	ঢাকা	৩৫.৫৫
মোহাম্মদ জাহেদুল হক	চেয়ারম্যান	বোয়ালখালী	চট্টগ্রাম	৩১.৩৫
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মজুমদার	চেয়ারম্যান	ছাগলনাইয়া	ফেনী	২৮.২৪
কামরুজ্জামান ভূইয়া	চেয়ারম্যান	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ	২৫.২৪
মোহাম্মদ ইদ্রিস ফরাজী	চেয়ারম্যান	জাজিরা	শরীয়তপুর	২২.৮৭
মো. নূরুল আমিন খান	চেয়ারম্যান	ঝালকাঠি সদর	ঝালকাঠি	২২.৬২

স্থাবর সম্পদের হিসাবে দেখা যায়, কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৭৩৮ জন, যা মোট প্রার্থীর ৩১ দশমিক ৭৬ শতাংশ। তা ছাড়া ২৭ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ প্রার্থীর বাণিজ্যিক বা আবাসিক দালান আছে, বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট আছে ৩২ দশমিক ৮০ শতাংশ প্রার্থীর। খামার বা বাগান রয়েছে এমন প্রার্থীর হার ৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ। অবশ্য তুলনামূলক চিত্র বিবেচনায় ক্রমান্বয়ে কমেছে কমপক্ষে এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪ : কমপক্ষে এক একর জমি আছে এমন প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র (নির্বাচনভিত্তিক)

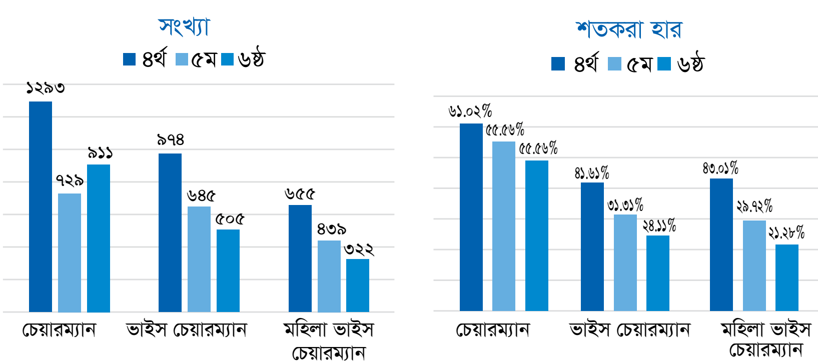

জমির মালিকানার দিক দিয়ে আইনি সীমা অতিক্রম করেছেন ২৫ জন প্রার্থী। আইন অনুযায়ী, একজন নাগরিক সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা বা ৩৩ একর জমির মালিক হতে পারেন। আইনি সীমার বাইরে

এই ২৫ প্রার্থীর মোট অতিরিক্ত জমি রয়েছে ৮৭৪ একর। এ তালিকার শীর্ষে আছেন সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী দেওয়ান আশিদ রাজা চৌধুরী। তার মোট জমির পরিমাণ ২৮০ একর। ২৬৭ দশমিক শূন্য ৬ একর জমি রয়েছে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মো. রেজাউল করিমের। চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী খোরশেদ আলম চৌধুরীর ১২২ একর জমি রয়েছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩ : জমির মালিকানা বিবেচনায় শীর্ষ প্রার্থী তালিকা

প্রার্থী	পদ	জমির পরিমাণ (একর)	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	উপজেলা	জেলা	আইনি সীমার ওপরের জমি
দেওয়ান আশিদ রাজা চৌধুরী	চেয়ারম্যান	২৮০.০০	২৮০.০০		দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	২৪৭.০০
মো. রেজাউল করিম	চেয়ারম্যান	২৬৭.০৬	২৬৬.৯৬	০.১০	সাদুল্লাপুর	গাইবান্ধা	২৩৪.০৬
খোরশেদ আলম চৌধুরী	চেয়ারম্যান	১২২.০০	১২২.০০		লোহাগাড়া	চট্টগ্রাম	৮৯.০০
এ কে এম জাহাঙ্গীর	চেয়ারম্যান	৭৪.২৭	২৮.৫১	৪৫.৭৭	বান্দরবান সদর	বান্দরবান	৪১.২৭
মো. রাহিদ সরদার	চেয়ারম্যান	৬৫.৩৬	৬৫.৩৬		রাণীনগর	নওগাঁ	৩২.৩৬
সাজেদা বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৬০.০০		৬০.০০	পটিয়া	চট্টগ্রাম	২৭.০০
মো. রফিকুল ইসলাম (রফিক)	চেয়ারম্যান	৫৯.০০	১৯.৭০	৩৯.৩০	নওগাঁ সদর	নওগাঁ	২৬.০০
মো. জাহাঙ্গীর আলম	চেয়ারম্যান	৫৮.৯৮	৫৭.৫৫	১.৪৩	গোদাগারী	রাজশাহী	২৫.৯৮
এস এম আমিনুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	৫৪.৬০	৫৪.৬০		জাজিরা	শরীয়তপুর	২১.৬০
আবদুল ওয়াহেদ	চেয়ারম্যান	৫১.৭২	৫১.০০	০.৭২	রামগতী	লক্ষ্মীপুর	১৮.৭২

প্রার্থীদের ঋণ

ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে ১ হাজার ৩৩৫ জন প্রার্থী ঋণগ্রস্ত। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ৬৯৮ জন (৩৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ), ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ৪৭৪ জন (২২ দশমিক ৬৩ শতাংশ) ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ১৬৩ জন (১০ দশমিক ৭৭ শতাংশ) (চিত্র ৫)।

চিত্র ৫ : ঋণগ্রস্ত প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র (নির্বাচনভিত্তিক)

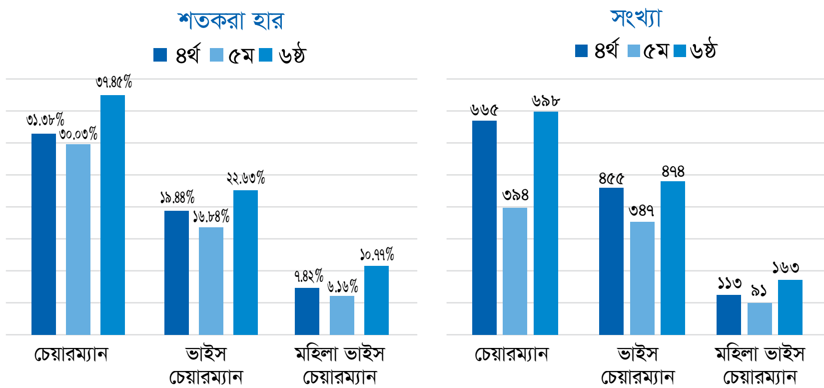

১ হাজার ৫২৮ দশমিক ৯১ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ঋণগ্রস্ত প্রার্থী তালিকার শীর্ষে আছেন সিলেটের গোলাপগঞ্জের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মন্‌জুর কাদের শাফি। ৩৩২ দশমিক শূন্য ৭ কোটি টাকার ঋণ আছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মো. আল জাবেরের। ৩১০ দশমিক ৯৪ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে তালিকার তিন নম্বরে আছেন নেত্রকোনার পূর্বধলার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আসাদুজ্জামান (সারণি ৪)।

সারণি ৪ : ঋণ বা দায় আছে এমন শীর্ষ ১০ প্রার্থী

প্রার্থী	পদ	উপজেলা	জেলা	ঋণ বা দায়ের পরিমাণ কোটি (টাকায়)
মন্‌জুর কাদির শাফি	চেয়ারম্যান	গোপালগঞ্জ	সিলেট	১,৫২৮.৯১
মোঃ আল জাবের	চেয়ারম্যান	বিজয়নগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৩২.০৭
আসাদুজ্জামান	চেয়ারম্যান	পূর্বধলা	নেত্রকোনা	৩১০.৯৪
ফেরদৌসী ইসলাম	চেয়ারম্যান	শিবপুর	নরসিংদী	১৮৫.৭১
মো. আওলাদ হোসেন মৃধা	চেয়ারম্যান	সিরাজদিখান	মুন্সিগঞ্জ	১২৫.৪৯
মো. আনিছুর রহমান	চেয়ারম্যান	তারাগঞ্জ	রংপুর	১১৮.৯৬
মো. মিজানুর রহমান (মাসুম)	চেয়ারম্যান	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	১১৪.৫০
মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান	চেয়ারম্যান	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	কুমিল্লা	৯৯.১৫
আনোয়ারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	কাউনিয়া	রংপুর	৮৯.০৬

মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী

ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ প্রার্থী, অর্থাৎ ৮৫৮ জন বর্তমানে কোনো না কোনো মামলায় অভিযুক্ত। অন্যদিকে অতীতে মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ১০৯ জন বা ২০ দশমিক ২৭ শতাংশ (চিত্র ৬)।

চিত্র ৬ : অতীত ও বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী

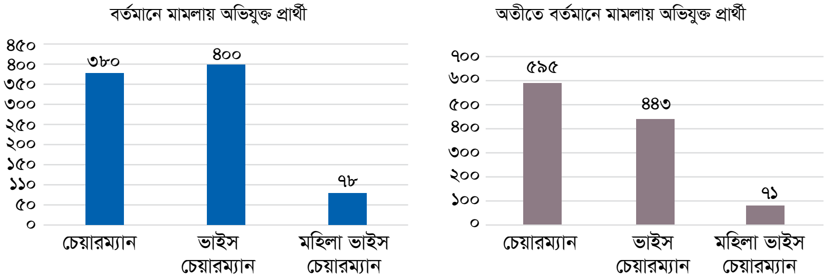

বর্তমানে চলমান অধিকাংশ মামলা হয়েছে আঘাত করা, জনগণের শান্তি ভঙ্গ, জীবন বিপন্নকারী অপরাধ, ভীতিপ্রদর্শন, অপমান, অপরাধের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কারণে। হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে অন্তত ১০টি মামলায় অভিযুক্ত আছেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৬ জন। সর্বোচ্চ ২৭টি মামলায় অভিযুক্ত টাঙ্গাইলের কালিহাতীর চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এস এ এম সিদ্দিকীর (সারণি ৫)।

সারণি ৫ : মামলার সংখ্যার ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ প্রার্থী

প্রার্থী	উপজেলা	জেলা	পদ	মামলার সংখ্যা	অতীতে মামলা
এস এ এম সিদ্দিক	কালিহাতী	টাঙ্গাইল	চেয়ারম্যান	২৭	১
মোঃ সোহাগ সিকদার	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর	ভাইস চেয়ারম্যান	১৩	৬
তোফাইল আহামদ	নাইক্ষ্যংছড়ি	বান্দরবান	চেয়ারম্যান	১১	৬
ফকির মো. বেলায়েত হোসেন	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর	চেয়ারম্যান	১১	১৪
মো. শামীম রেজা	চৌগাছা	যশোর	ভাইস চেয়ারম্যান	১১	৮
মো. জুবাইদুল ইসলাম	শ্রীবর্দী	শেরপুর	ভাইস চেয়ারম্যান	১০	
মাছুদ চৌধুরী	সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ	ভাইস চেয়ারম্যান	৯	১
মাহাবুব করিম	পেকুয়া	কক্সবাজার	ভাইস চেয়ারম্যান	৯	
মো. মাহমুদ রাহাত	বাউফল	পটুয়াখালী	ভাইস চেয়ারম্যান	৯	
মো. আমিনুল ইসলাম	ঝিনাইগাতী	শেরপুর	চেয়ারম্যান	৯	
মো. হোসেন হাওলাদার	লালমোহন	ভোলা	চেয়ারম্যান	৯	
রায়হান শেখ	বগুড়া সদর	বগুড়া	ভাইস চেয়ারম্যান	৯	

আবার অতীতে অন্তত ১০টি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৪০ জন। সর্বোচ্চ ২৭টি মামলায় অভিযুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম (সারণি ৬)।

সারণি ৬ : অতীতে মামলার সংখ্যার ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ প্রার্থী

প্রার্থী	উপজেলা	জেলা	পদ	মামলার সংখ্যা	বর্তমানে মামলা
মো. শফিকুল ইসলাম	কস্‌বা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ভাইস চেয়ারম্যান	২৭	২
মামুন সিকদার	নড়িয়া	শরীয়তপুর	চেয়ারম্যান	২২	৮
মো. আব্দুল মজিদ	দুর্গাপুর	রাজশাহী	চেয়ারম্যান	২২	১
আবু আহমেদ চৌধুরী	চন্দনাইশ	চট্টগ্রাম	চেয়ারম্যান	১৯	৩
মো. দিদারুল আলম	খাগড়াছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি	চেয়ারম্যান	১৯	২
মো. দিদারুল করিম	দাগনভূঁঞা	ফেনী	চেয়ারম্যান	১৯	১
মো. মাজহারুল ইসলাম	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	চেয়ারম্যান	১৯	
হাবিবুর রহমান	মুরাদনগর	কুমিল্লা	ভাইস চেয়ারম্যান	১৭	
মো. শরিফুল ইসলাম রমজান	নাটোর সদর	নাটোর	চেয়ারম্যান	১৬	৬
মো. হাসান সিকদার	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী	ভাইস চেয়ারম্যান	১৬	

আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি

২০১৯ সালের তুলনায় অন্তত ১০০ শতাংশ বা তার বেশি আয় বেড়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২৫১। প্রার্থীদের মধ্যে আয় বৃদ্ধির দিক দিয়ে সবার ওপরে বগুড়ার শেরপুরের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসা. ফিরোজা খাতুন। তার সম্পদ বেড়েছে ৩১ হাজার ৯০০ শতাংশ। ১০ হাজার ৯০০ শতাংশ আয় বেড়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসা. সোনালী খাতুনের। ১০ হাজার শতাংশের বেশি আয় বেড়েছে আরও দুই প্রার্থীর (সারণি ৭)।

সারণি ৭ : আয় বৃদ্ধির হিসাবে শীর্ষ ১০

প্রার্থী	জেলা	উপজেলা	পদ	২০১৯ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
মোছা. ফিরোজা খাতুন	বগুড়া	শেরপুর	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৩১৯০০.০০%
মোছা. সোনালী খাতুন	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১০৯০০.০০%

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

মো. আব্দুর রশিদ	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	ভাইস চেয়ারম্যান	১০৮৬৬.৬৭%
নুরুল আলম	কক্সবাজার	টেক্নাফ	চেয়ারম্যান	১০৪২২.০৪%
মোছা. ফিরোজা পারভীন	পাবনা	চাট্মোহর	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৮৫৩১.৯৮%
মো. আলমগীর হোসেন	ঢাকা	দোহার	চেয়ারম্যান	৬৪৭৭.৬৫%
বিশ্ব প্রদীপ কুমার কারবারী	খাগড়াছড়ি	রামগড়	চেয়ারম্যান	৩৩১৯.৬৫%
মোছা. সেলিমা সুলতানা	পাবনা	সাঁথিয়া	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৩১৯৬.০০%
মোছা. তানজিনা আফরোজ	রংপুর	পীরগাছা	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৩১৪০.০০%
মোছা. মমতাজ আক্তার বেবী	রাজশাহী	বাগমারা	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	২১৪০.০০%

২১০৯ সালে, অর্থাৎ পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের সময় অন্তত বছরে সাড়ে তিন লাখ টাকা আয় ছিল এমন প্রার্থীদের আয় বৃদ্ধির তালিকা করলে দেখা যায়, ঢাকার দোহারের মো. আলমগীর হোসেনের আয় সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শতাংশ। তিন হাজার শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে তালিকার পরের দুই অবস্থানে থাকা খাগড়াছড়ির রামগড়ের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী বিশ্ব প্রদীপ কুমার কারবারী ও কুমিল্লার মেঘনার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মো. সাইফুল্লাহ মিয়া রতন শিকদারের (সারণি ৮)।

সারণি ৮ : আয় বৃদ্ধির হিসাবে শীর্ষ ১০ (২০১৯ সালে বার্ষিক আয় অন্তত ৩ দশমিক ৫ লাখ টাকা ছিল এমন প্রার্থী)

প্রার্থী	জেলা	উপজেলা	পদ	২০১৯ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
মো. আলমগীর হোসেন	ঢাকা	দোহার	চেয়ারম্যান	৬৪৭৭.৬৫%
বিশ্ব প্রদীপ কুমার কারবারী	খাগড়াছড়ি	রামগড়	চেয়ারম্যান	৩৩১৯.১৫%
মো. সাইফুল্লাহ মিয়া রতন শিকদার	কুমিল্লা	মেঘনা	চেয়ারম্যান	৩০৮৮.৬২%
মোহাম্মদ আবুল হোসেন	জামালপুর	জামালপুর সদর	চেয়ারম্যান	১২৬৪.৫৫%
এস এম রাশেদুল আলম	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	চেয়ারম্যান	৭৬২.২১%
মো. ফকরুল ইসলাম	রাজশাহী	চারঘাট	চেয়ারম্যান	৬৭৮.১৮%
শাহীনুল আলম ছানা	বাগেরহাট	মোল্লাহাট	চেয়ারম্যান	৬৫১.৬১%
এ কে এম ইসমাইল হক	শরীয়তপুর	নড়িয়া	চেয়ারম্যান	৫৯২.৫৫%
মো. আকবর হোসেন হিরো	কুড়িগ্রাম	রাজিবপুর	চেয়ারম্যান	৫৫৫.৫৬%
মোহাম্মদ শফিউল্লাহ্	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি	চেয়ারম্যান	৫৪৭.৯৪%

অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের তুলনায় ১০০ শতাংশ বা তার বেশি বেড়েছে ৩৩৩ জন প্রার্থীর। শীর্ষ দশ তালিকার পাঁচজনই চেয়ারম্যান। সবচেয়ে বেশি অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ঝালকাঠি সদরের চেয়ারম্যান খান আরিফুর রহমানের। তার সম্পদ বেড়েছে ১১ হাজার ৬৬৬ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান, তার সম্পদ বেড়েছে ৯ হাজার ৮৫০ শতাংশের বেশি। শীর্ষ দশে থাকা সবার অন্তত প্রায় তিন হাজার শতাংশ অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে (সারণি ৯)।

সারণি ৯ : অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হিসাবে শীর্ষ ১০

প্রার্থী	জেলা	উপজেলা	পদ	২০১৯ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
খান আরিফুর রহমান	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	চেয়ারম্যান	১১৬৬৬.৬৫%
মাহমুদুল হাসান	টাঙ্গাইল	দেলদুয়ার	চেয়ারম্যান	৯৮৫০.৬২%
নার্গিস সুলতানা	কিশোরগঞ্জ	তারাইল	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৬৫৬৩.৬৪%
মোছা. সেলিমা সুলতানা	পাবনা	সাঁথিয়া	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৫৬৫০.০০%
শহীদুল ইসলাম	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	চেয়ারম্যান	৫২৯৪.০৪
এস এম মাহাতাবুজ্জামান	বাগেরহাট	চিতলমারী	ভাইস চেয়ারম্যান	৪৪৩৭.৩২%
জিএম সেলিম পারভেজ	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	চেয়ারম্যান	৪২৫১.৬৮%
আহ্সান মো. রুহুল কুদ্দুস ভুঞা	কিশোরগঞ্জ	নিক্লী	চেয়ারম্যান	৩৭০০.০০%
আয়শা বেগম	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৩৪৪৩.৩৩
আইনুন নাহার রেণু বেগম	ভোলা	দৌলত খান	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	২৯৩৯.৬৮%

স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ অন্তত ১০০ শতাংশ বেড়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৮০ জন। সবার ওপরে থাকা রাজবাড়ীর পাংশার চেয়ারম্যান মো. ফরিদ হাসানের (ওদুদ) স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ১২ হাজার ৪০০ শতাংশ। দুই নম্বরে পিরোজপুরের নেছারাবাদের চেয়ারম্যান আব্দুল হকের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ বেড়েছে প্রায় নয় হাজার শতাংশ। তালিকার তৃতীয় অবস্থানে থাকা রাজশাহীর গোদাগাড়ীর চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ বেড়েছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শতাংশ (সারণি ১০)।

সারণি ১০ : স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হিসাবে শীর্ষ ১০

প্রার্থী	জেলা	উপজেলা	পদ	২০১৯ সালের তুলনায় স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
মো. ফরিদ হাসান (ওদুদ)	রাজবাড়ী	পাংশা	চেয়ারম্যান	১২৪০০.০০%
আব্দুল হক	পিরোজপুর	নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী)	চেয়ারম্যান	৮৯৬৮.৭৫%
মো. জাহাঙ্গীর আলম	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	চেয়ারম্যান	৬৪৫৪.২৫%
মো. আব্দুল বারেক সরকার	রাঙ্গামাটি	লংগদু	চেয়ারম্যান	৫৪০০.০০%
মো. নুরুন্নবী চৌধুরী	কুড়িগ্রাম	ভুরুংগামারী	চেয়ারম্যান	৩৯৩০.৩০%
ফজলুল করিম	কক্সবাজার	চকরিয়া	চেয়ারম্যান	১৯১০.০০%
মোছা. রাবিয়া বেগম	রংপুর	গংগাচড়া	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১৭৩৩.৩৩%
মিলকী রানী দাশ	বান্দরবান	লামা	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১৫৬৬.৬৭%
কৃষ্ণপদ ঘোষ	নড়াইল	কালিয়া	চেয়ারম্যান	১৫০০.০০%
স্বপনকুমার দাশ	বাগেরহাট	ফকিরহাট	চেয়ারম্যান	১৪৪১.৩৯%

পদ ও অর্থ-সম্পদের আন্তঃসম্পর্ক

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে নির্বাচিত হননি এমন প্রার্থীদের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে জয়ী প্রার্থীদের আয় ও সম্পদ বেশি বেড়েছে; অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকার সাথে দ্রুত আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রবণতা স্পষ্ট (চিত্র ৭)।

চিত্র ৭ : পদে থাকা ও না থাকা প্রার্থীদের আয়-সম্পদ বৃদ্ধির তুলনা

	২০১৯ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি	২০১৯ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি	২০১৯ সালের তুলনায় স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীলদের আয় বৃদ্ধি	২০১৯ সালের তুলনায় স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
পদে ছিলেন	১১৪.০২%	১৯৩.১২%	১৯২.৫৫%	২৩২.১২%
পদে ছিলেন না	১০০.৭৯%	১৩৯.৪১%	৩৮.৫১%	১৮০.৭৮%

বর্তমান পদধারী	২০১৯ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি	২০১৯ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
চেয়ারম্যান	১১২.৬৮%	১৮৬.৩৮%
ভাইস চেয়ারম্যান	১২৭.০৬%	৩৬৩.৮৫%
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১০৫.০৪%	১৩৯.০৫%

হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের পার্থক্য

প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদর্শিত সম্পদ ও আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শিত পরিসম্পদের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। প্রায় ৮৪ শতাংশ প্রার্থীর হলফনামা ও আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত সম্পদে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। হলফনামায় আয়কর রিটার্নের তুলনায় কম সম্পদ দেখানো প্রার্থীদের শীর্ষ ১০-এর তালিকায় লক্ষ করলে দেখা যায়, সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সাদাত মান্নান হলফনামায় সম্পদ দেখিয়েছেন ২১২ দশমিক ৮৫ কোটি টাকা, কিন্তু হলফনামায় দেখিয়েছেন ৮ দশমিক ৯৪ কোটি টাকা। চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোহাম্মদ জাহেদুল হক আয়কর বিবরণীতে পরিসম্পদ দেখিয়েছেন ১১৬ দশমিক শূন্য ৬ কোটি টাকা, হলফনামায় দেখিয়েছেন ৩৭ দশমিক ৭০ কোটি টাকা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আবু আসিফ আহমেদ আয়কর বিবরণীতে পরিসম্পদ দেখিয়েছেন ৮৫ দশমিক শূন্য ৬ কোটি টাকার, হলফনামায় দেখিয়েছেন ৪৬ লাখ টাকা (সারণি ১১)।

সারণি ১১ : আয়কর বিবরণীতে ঘোষিত পরিসম্পদ অনুযায়ী শীর্ষ ১০ প্রার্থী (হলফনামায় কম দেখিয়েছেন)

প্রার্থী	পদ	জেলা	উপজেলা	আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শিত পরিসম্পদ (কোটিতে)	হলফনামার উল্লেখিত সম্পদ (কোটিতে) (স্থাবর+ অস্থাবর)	পার্থক্য (কোটিতে)
সাদাত মান্নান	চেয়ারম্যান	সুনামগঞ্জ	শান্তিগঞ্জ	২১২.৮৫	৮.৯৪	২০৩.৯১
মোহাম্মদ জাহেদুল হক	চেয়ারম্যান	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	১১৬.০৬	৩৭.৭০	৭৮.৩৫
আবু আসিফ আহমেদ	চেয়ারম্যান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	৮৫.০৬	০.৪৬	৮৪.৬০
মো. আব্দুল গাফ্ফার	চেয়ারম্যান	নওগাঁ	পত্নীতলা	৬০.৬০	১২.৮৬	৪৭.৭৪
মো. মিজানুর রহমান (মাসুম)	চেয়ারম্যান	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	৫৮.৭৪	১৩.০৬	৪৫.৬৮
মো. আবুল কালাম আজাদ	চেয়ারম্যান	বরিশাল	উজিরপুর	২৭.৪৫	০.১২	২৭.৩৩
মো. আবু বকর সিদ্দিক	চেয়ারম্যান	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান	২৫.৮৮	১০.৯১	১৪.৯৮
জাহাঙ্গীর কবির	চেয়ারম্যান	নোয়াখালী	চাটখিল	২৪.০২	১৫.৩২	৮.৬৯
মো. মোশাররফ মৃত	চেয়ারম্যান	লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ	২২.১৮	৫.৭৩	১৬.৪৫
মো. শাহেদ শাহরিয়ার	চেয়ারম্যান	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	২০.৫৮	১৬.২৭	৪.৩১

হলফনামায় আয়কর রিটার্নের তুলনায় বেশি সম্পদ দেখানো প্রার্থীদের শীর্ষ ১০-এর তালিকায় লক্ষ করলে দেখা যায়, নোয়াখালীর সেনবাগের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর আলম মানিক হলফনামায় সম্পদ দেখিয়েছেন ১২৫ দশমিক ৩৬ কোটি টাকা, কিন্তু হলফনামায় দেখিয়েছেন ১৩৭ দশমিক ৫৭ কোটি টাকা। ঢাকার ধামরাইয়ের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুধীর চৌধুরী আয়কর বিবরণীতে পরিসম্পদ দেখিয়েছেন ৪৭ দশমিক ৩৪ কোটি টাকা, হলফনামায় দেখিয়েছেন ৫৪ দশমিক ৯২ কোটি টাকা। নরসিংদীর শিবপুরের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফেরদৌসী ইসলাম আয়কর বিবরণীতে পরিসম্পদ দেখিয়েছেন ৪১ দশমিক শূন্য ৪ কোটি টাকার, হলফনামায় দেখিয়েছেন ১৮৮ দশমিক ৭৩ কোটি টাকার (সারণি ১২)।

সারণি ১২ : আয়কর বিবরণীতে ঘোষিত পরিসম্পদ অনুযায়ী শীর্ষ ১০ প্রার্থী (হলফনামায় বেশি দেখিয়েছেন)

প্রার্থী	পদ	জেলা	উপজেলা	আয়কর বিবরনিতে প্রদর্শিত পরিসম্পদ (কোটিতে)	হলফনামার উল্লিখিত সম্পদ (কোটিতে) (স্থাবর+ অস্থাবর)	পার্থক্য (কোটিতে)
এস এম জাহাঙ্গীর আলম মানিক	চেয়ারম্যান	নোয়াখালী	সেনবাগ	১২৫.৩৬	১৩৭.৫৭	(১২.২৩)
সুবীর চৌধুরী	চেয়ারম্যান	ঢাকা	ধামরাই	৪৭.৩৪	৫৪.৯২	(৭.৫৭)
ফেরদৌসী ইসলাম	চেয়ারম্যান	নরসিংদী	শিবপুর	৪১.০৪	১৮৮.৭৩	(১৪৭.৬৯)
এস এফ এ এম শাহজা	চেয়ারম্যান	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	৩৫.০৪	৪২.৬৮	(৭.৬৪)
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মজুমদার	চেয়ারম্যান	ফেনী	ছাগলনাইয়া	২৯.৭৪	৩৪.৮৩	(৫.০৮)
মো. হাবিবুর রহমান	চেয়ারম্যান	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	২৭.৩৯	২৯.০৮	(১.৬৯)
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	ময়মনসিংহ	ভালুকা	২৭.৩৬	৩০.৩৩	(২.৯৭)
মোহাম্মদ ইদ্রিস ফরাজী	চেয়ারম্যান	শরীয়তপুর	জাজিরা	২৬.৯০	৩৩.১৬	(৬.২৬)
মো. রাব্বানী জব্বার	চেয়ারম্যান	নেত্রকোনা	খালিয়াজুরী	২২.৯৩	২৫.১২	(২.১৯)
শ্রীমত অধিকারী	চেয়ারম্যান	খুলনা	বটিয়াঘাটা	২২.১২	২৪.০৮	(১.৯৬)

মহিলা ও পুরুষ প্রার্থীর তুলনামূলক চিত্র

ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মহিলা ও পুরুষ প্রার্থীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায় সব সূচকেই পুরুষ প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন (সারণি ১৩)।

সারণি ১৩ : মহিলা ও পুরুষ প্রার্থীর তুলনামূলক চিত্র

	নারী	পুরুষ
গড় অস্থাবর সম্পদ	৩,১৯৬,৫৫১	৫,২০০,১১৫
গড় বার্ষিক আয়	৪৭৩,৭০০	১,৪৫৫,৯৬৯
গড় ঋণ	১২,৪৬২,৮৯৫	৩৬,৪১৪,৬৩৯
ব্যাংক বা অন্য ঋণ আছে এমন প্রার্থীর শতকরা হার	১১.১৯%	২৯.৭৩%
গড় জমির পরিমাণ (একর)	০.৮৮	১.৫৬
পেশা ব্যবসায়ী	২৯.২৪%	৬৮.৭১%
অতীতে মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী	৫.২১%	২৬.৩৪%
বর্তমানে মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী	৫.৩৪%	১৯.৮৫%
ব্যবসা থেকে মূল আয় আসে	২৯.১২%	২৮.৯৬%
কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা	৩১	৩৫৮
কোটিপতি প্রার্থীর শতকরা হার	১.৯৭%	২.২৫%

উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী ও সংসদ সদস্য প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও সংসদ সদস্য প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, বেশ কিছু সূচকে সংসদ সদস্য প্রার্থীদের চেয়ে এগিয়ে আছেন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীরা (সারণি ১৪)।

সারণি ১৪ : উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী ও সংসদ সদস্য প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র

	সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী	উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী
মোট প্রার্থী	১৮১১	১৮৬৪
চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার	১০২(৫.১৫%)	৭৬ (১.৮৬%)
ব্যবসায়ী প্রার্থীর শতকরা হার	৫৬.৫৪%	৬৯%
বছরে ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা	৭১৪(৩৬.০৮%)	৬৩৬ (৩৪.১২%)
প্রার্থীদের গড় আয়	২৬,৯৩,৮৮৪	১,১০৮,৮৬৩
কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা	৫৪৭(২৭.৬৪%)	৩৩৫(১৮.০০%)

	সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী	উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী
১ একর বা তার বেশি জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা	৭১৬(৩৬.১৮%)	৯১১(৪৮.৮৭%)
আইনি সীমার বাইরে জমির মালিকানা	২৯	২৫
৫ বছরে ১০০%-এর ওপরে আয় বেড়েছে	৭৩ জন	১২০ জন
৫ বছরে ১০০%-এর ওপরে অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে	৬৮ জন	১৫৬ জন
ব্যাংক বা অন্য ঋণ আছে এমন প্রার্থীর শতকরা হার	২৮.০৯%	৩৭.৪১%
বর্তমানে মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী	৯.৭০%	২০.১২%
অতীতে মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী	১৭.৯৪%	৩২.০৪%

প্রার্থীদের অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণ

প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা, রংপুর, বরিশাল অঞ্চলে শিক্ষিত প্রার্থী সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া ময়মনসিংহ, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষিত প্রার্থী বেশি। দেশের মধ্যাঞ্চল, কুমিল্লা-ফেনী অঞ্চল ও খুলনা অঞ্চলে প্রার্থীদের গড় আয় ও অস্থাবর সম্পদ বেশি। বরিশাল, খুলনা, কুমিল্লা অঞ্চলে প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ পাঁচ বছরে বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে (চিত্র ৮)।

চিত্র ৮ : প্রার্থীদের অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণ

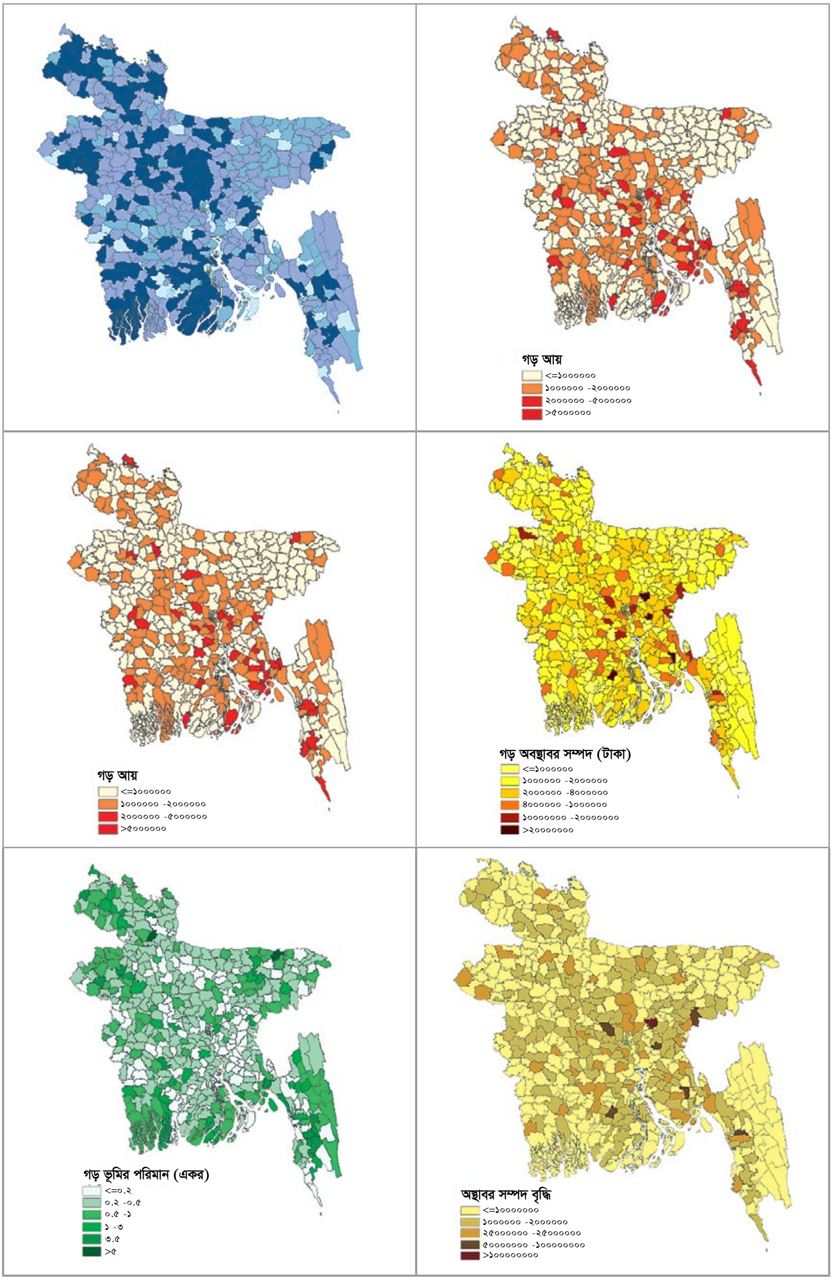

ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচিতদের হলফনামা বিশ্লেষণ

বিজয়ী মহিলা প্রার্থী ও পুনরায় বিজয়ী

উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১৪ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন, যার শতকরা হার ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। নির্বাচিতদের মধ্যে ২৬৯ জন আগের নির্বাচনেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৩০ জন চেয়ারম্যান, ৬৫ জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ৮৪ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আগের নির্বাচনেও নির্বাচিত হয়েছিলেন (চিত্র ৯)।

চিত্র ৯ : বিজয়ী মহিলা প্রার্থী ও পুনরায় বিজয়ী

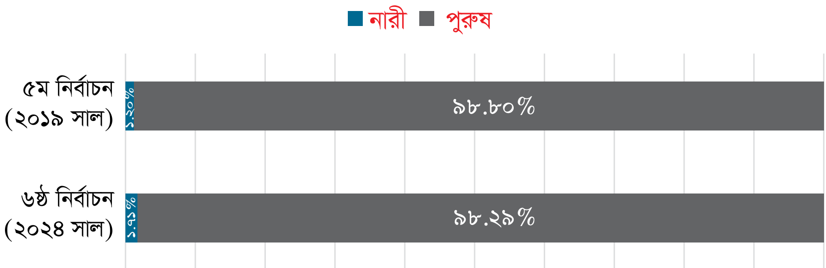

চেয়ারম্যান	ভাইস চেয়ারম্যান	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
১৩০	৬৫	৮৪

নির্বাচিতদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

হলফনামার বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচিতদের মধ্যে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে উচ্চশিক্ষিত বেশি। অন্যদিকে, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অধিকাংশ নিম্নমাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন (চিত্র ১০)।

চিত্র ১০ : নির্বাচিতদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

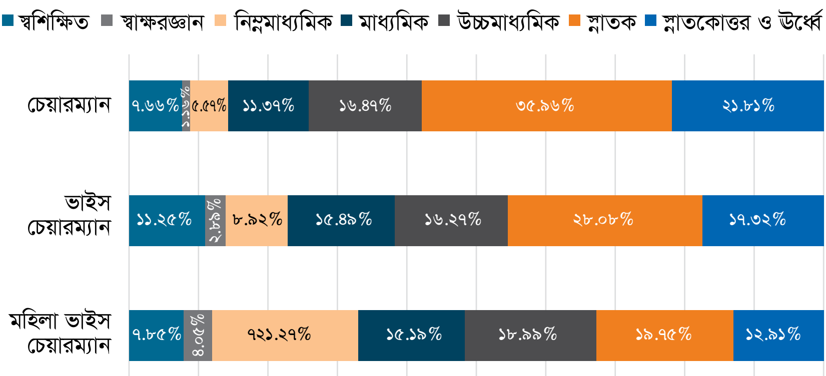

নির্বাচিতদের পেশা

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে ব্যবসায়ীর হার বেড়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। সমান্তরালে কমেছে কৃষিজীবী ও গৃহস্থালি পেশাজীবীর সংখ্যা। নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের মধ্যে প্রায় ৭৯ শতাংশ ব্যবসায়ী। একইভাবে ৭২ দশমিক ৪০ শতাংশ ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রায় ৩০ শতাংশ (চিত্র ১১)।

চিত্র ১১ : নির্বাচিতদের আয় ও কোটিপতি

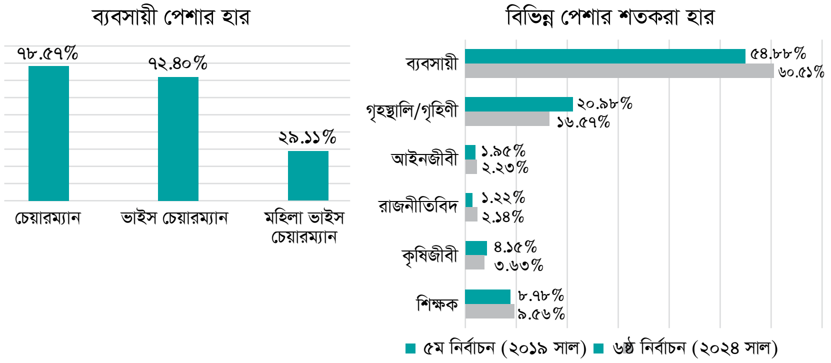

নির্বাচিতদের আয় ও কোটিপতি

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে নির্বাচিতদের ১৫০ জন বা ১২ দশমিক ৭৩ শতাংশ কোটিপতি। এর মধ্যে ১৩২ জন চেয়ারম্যান, ১১ জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ৭ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। অন্যদিকে চেয়ারম্যানদের অর্ধেকের বেশি বছরে অন্তত ১০ লাখ টাকা আয় করেন, সংখ্যার হিসাবে তা ২২৫ জন। একই সঙ্গে ৪৩ জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ১২ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বছরে অন্তত ১০ লাখ টাকা আয় করেন (চিত্র ১২)। বছরে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন নির্বাচিত প্রার্থী ৪০ জন। এর মধ্যে দুজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং বাকি সবাই চেয়ারম্যান। আবার হলফনামা অনুযায়ী, চেয়ারম্যানদের গড় আয় অন্যান্য পদে নির্বাচিতদের তিন গুণেরও বেশি। সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে, অর্থাৎ করযোগ্য আয় নেই প্রায় ৩২ শতাংশ নির্বাচিত প্রার্থীর।

চিত্র ১২ : নির্বাচিতদের আয় ও কোটিপতি

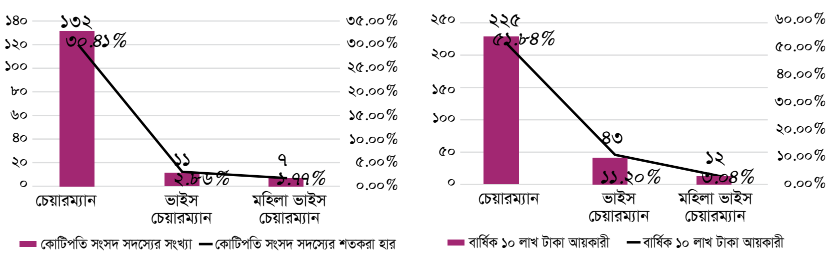

আবার হলফনামা অনুযায়ী চেয়ারম্যানদের গড় আয় অন্যান্য পদে নির্বাচিতদের তিন গুণেরও বেশি। সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে, অর্থাৎ করযোগ্য আয় নেই প্রায় ৩২ শতাংশ নির্বাচিত প্রার্থীর। বছরে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন নির্বাচিত প্রার্থী ৪০ জন। এর মধ্যে দুজন ভাইস চেয়ারম্যান, বাকি সবাই চেয়ারম্যান। আয়ের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ তালিকায় সবার ওপরে আছেন সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জের চেয়ারম্যান সাদাত মান্নান, তার বার্ষিক আয় ১৯ কোটি ৮২ লাখ ৪২ হাজার ২৪১ টাকা। প্রায় আট কোটি টাকা বার্ষিক আয় নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ফেনীর ছাগলনাইয়ার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মজুমদার। চট্টগ্রামের পটিয়ার চেয়ারম্যান মো. দিদারুল আলমের বার্ষিক আয় ৫ কোটি ৩৯ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকা (সারণি ১৫)।

সারণি ১৫ : বার্ষিক আয়ের ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ নির্বাচিত প্রার্থী

উপজেলা	পদ	নাম	বার্ষিক আয়
শান্তিগঞ্জ-সুনামগঞ্জ	চেয়ারম্যান	সাদাত মান্নান	১৯৮,২৪২,২৪১
ছাগলনাইয়া-ফেনী	চেয়ারম্যান	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মজুমদার	৭৯,৮৭৫,৬৭৮
পটিয়া-চট্টগ্রাম	চেয়ারম্যান	মো. দিদারুল আলম	৫৩,৯০৮,৫০০
বেগমগঞ্জ-নোয়াখালী	চেয়ারম্যান	মো. শাহেদ শাহরিয়ার	৪৬,৪৭৭,২৫৭
শিবালয়-মানিকগঞ্জ	চেয়ারম্যান	মো. আবদুর রহিম খাঁন	৪৫,৪০২,০৭৭
ফেনী সদর-ফেনী	চেয়ারম্যান	শুসেন চন্দ্র শীল	৪৪,৫৭৯,২২১
দোহার-ঢাকা	চেয়ারম্যান	মো. আলমগীর হোসেন	৪৩,৭৮২,১২
জাজিরা-শরীয়তপুর	চেয়ারম্যান	মোহাম্মদ ইদ্রিস ফরাজী	৪২,১৩২,৪২৭
কুষ্টিয়া সদর-কুষ্টিয়া	চেয়ারম্যান	মো. আতাউর রহমান	৩১,৩০৮,৩৫৪
দাকোপ-খুলনা	চেয়ারম্যান	এস এম আবুল হোসেন	২৮,৩৪৫, ৫৭৫

নির্বাচিতদের জমি

নির্বাচিতদের হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ৪৩৮ জন (৩৬ দশমিক ১১ শতাংশ) কমপক্ষে ১ একর জমির মালিক; চেয়ারম্যানদের প্রায় ৫৭ শতাংশ (২৪৭ জন) কমপক্ষে ১ একর জমির মালিক। অন্যদিকে ৯৭ জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ৯৪ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের অন্তত ১ একর জমি রয়েছে (চিত্র ১৩)।

চিত্র ১৩ : নির্বাচিতদের জমির মালিকানা

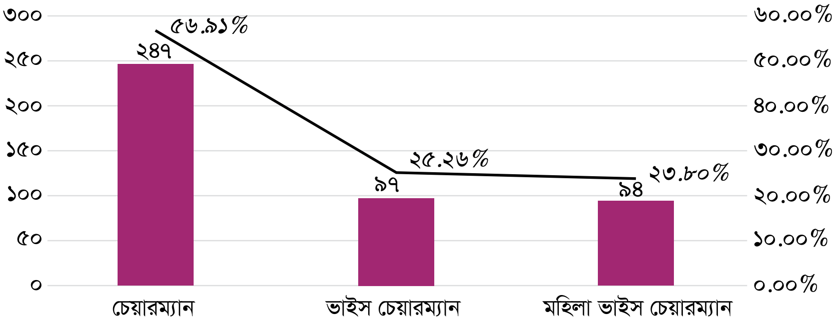

জমির মালিকানার ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ নির্বাচিতের তালিকা তৈরি করলে দেখা যায়, ৭ জন নির্বাচিতের আইনি সীমা, অর্থাৎ ১০০ বিঘা বা ৩৩ একরের ওপর জমি রয়েছে। তালিকার শীর্ষে আছেন গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম, তার মোট জমির পরিমাণ ২৬৭ দশমিক শূন্য ৬ একর। ১২২ একর জমি নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার খোরশেদ আলম চৌধুরী। ৬৫ দশমিক ৩৬ একর জমির মালিকানা নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে নওগাঁর রানীনগরের চেয়ারম্যান মো. রাহিদ সরদার (সারণি ১৬)।

সারণি ১৬ : জমির মালিকানার ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ নির্বাচিত প্রার্থী

নাম	উপজেলা	পদ	মোট জমি (একর)	কৃষি জমি (একর)	অকৃষি জমি (একর)
মো. রেজাউল করিম	সাদুল্লাপুর-গাইবান্ধা	চেয়ারম্যান	২৬৭.০৬	২৬৬.৯৫৭	০.১
খোরশেদ আলম চৌধুরী	লোহাগাড়া-চট্টগ্রাম	চেয়ারম্যান	১২২	১২২	
মো. রাহিদ সরদার	রাণীনগর-নওগাঁ	চেয়ারম্যান	৬৫.৩৬	৬৫.৩৬	
আনোয়ারুল ইসলাম	কাউনিয়া-রংপুর	চেয়ারম্যান	৫১.৬৭	৫১.৬৭২৬	
মোহাম্মদ আব্দুল হালিম	মিরপুর-কুষ্টিয়া	চেয়ারম্যান	৪০.৩	৪১.১৬৭০৬	০.১৩৭৭
মোহাম্মদ আরিফুল আলম চৌধুরী	সীতাকুণ্ড-চট্টগ্রাম	চেয়ারম্যান	৪০.১	২০	২০.১

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

নাম	উপজেলা	পদ	মোট জমি (একর)	কৃষি জমি (একর)	অকৃষি জমি (একর)
পারভীন আকতার	নওগাঁ সদর-নওগাঁ	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৩৯.৫১৯		৩৯.৫৯
মো. আবদুর রহিম খাঁন	শিবালয়-মানিকগঞ্জ	চেয়ারম্যান	৩৪.২৯	২৬.৫৫	৭.৭৪
জহির উদ্দিন মাহমুদ	সোনাগাজী-ফেনী	চেয়ারম্যান	৩৪.০৯	৩৩.৬৬১৬	০.৪৩
মো. হাফিজুল ইসলাম প্রামাণিক	পার্বতীপুর-দিনাজপুর	চেয়ারম্যান	২৯.৬৪	২৯.৪৪৫	০.১৯৩৪

নির্বাচিতদের অস্থাবর সম্পদ

হলফনামায় প্রদর্শিত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, অস্থাবর সম্পদের হিসাব অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি অস্থাবর সম্পদের মালিক নরসিংদীর শিবপুরের চেয়ারম্যান ফেরদৌসী ইসলামের, তার মোট অস্থাবর সম্পদ ১৭৪ দশমিক ১১ কোটি টাকার। শীর্ষ দশ তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে কুমিল্লার হোমনার চেয়ারম্যান রেহানা বেগম, তার সম্পদ ৫১ দশমিক শূন্য ৭ কোটি টাকা। ৪০ দশমিক ১৯ কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে হবিগঞ্জের মাধবপুরের এস এফ এ এম শাহজাহান (সারণি ১৭)।

সারণি ১৭ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ নির্বাচিত প্রার্থী

উপজেলা	নাম	পদ	মোট অস্থাবর সম্পদ (কোটি টাকায়)
শিবপুর-নরসিংদী	ফেরদৌসী ইসলাম	চেয়ারম্যান	১৭৪.১১
হোমনা-কুমিল্লা	রেহানা বেগম	চেয়ারম্যান	৫১.০৭
মাধবপুর-হবিগঞ্জ	এস এফ এ এম শাহজাহান	চেয়ারম্যান	৪০.১৯
বোয়ালখালী-চট্টগ্রাম	মোহাম্মদ জাহেদুল হক	চেয়ারম্যান	৩১.৩৫
ছাগলনাইয়া-ফেনী	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মজুমদার	চেয়ারম্যান	২৮.৭৮
গোপালগঞ্জ সদর-গোপালগঞ্জ	কামরুজ্জামান ভূইয়া	চেয়ারম্যান	২৫.২৪
জাজিরা-শরীয়তপুর	মোহাম্মদ ইদ্রিস ফরাজী	চেয়ারম্যান	২২.৮৭
কাউনিয়া-রংপুর	আনোয়ারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	২০.৩
সুবর্ণচর-নোয়াখালী	আতাহার ইসরাক শাবাব চৌধুরী	চেয়ারম্যান	১৮.৮৫
শিবপুর-নরসিংদী	ফেরদৌসী ইসলাম	চেয়ারম্যান	১৭৪.১১

নির্বাচিতদের ঋণ/দায়

গত নির্বাচনের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ বেড়েছে দায় বা ঋণগ্রস্ত জনপ্রতিনিধির সংখ্যা; নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের প্রায় ৪৪ শতাংশের বর্তমানে ঋণ আছে। শীর্ষ দশ তালিকার সবার ওপরে আছেন সিলেটের গোলাপগঞ্জের চেয়ারম্যান মন্‌জুর কাদের শাফি। তার মোট ঋণ/দায়ের পরিমাণ ১ হাজার ৫২৮ দশমিক ৯১ কোটি টাকা। ৩৩২ দশমিক শূন্য ৭ কোটি টাকার ঋণ/দায় নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরের চেয়ারম্যান মো. আল জাবের। তালিকার তিন নম্বরে আছেন নরসিংদীর শিবপুরের চেয়ারম্যান ফেরদৌসী ইসলাম, তার ঋণ/দায়ের পরিমাণ ১৮৫ দশমিক ৭১ কোটি টাকা (সারণি ১৮)।

সারণি ১৮ : নির্বাচিত প্রার্থীদের ঋণ/দায়

উপজেলা	পদ	নাম	ঋণ বা দায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
গোলাপগঞ্জ-সিলেট	চেয়ারম্যান	মন্‌জুর কাদির শাফি	১৫২৮.৯১
বিজয়নগর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	চেয়ারম্যান	মো. আল জাবের	৩৩২.০৭
শিবপুর-নরসিংদী	চেয়ারম্যান	ফেরদৌসী ইসলাম	১৮৫.৭১
সিরাজদিখান-মুন্সিগঞ্জ	চেয়ারম্যান	মো. আওলাদ হোসেন মৃধা	১২৫.৪৯
তারাগঞ্জ-রংপুর	চেয়ারম্যান	মো. আনিছুর রহমান	১১৮.৯৬
ঝিনাইদহ সদর-ঝিনাইদহ	চেয়ারম্যান	মো. মিজানুর রহমান (মাসুম)	১১৪.৫
কাউনিয়া-রংপুর	চেয়ারম্যান	আনোয়ারুল ইসলাম	৮৯.০৬
বোয়ালখালী-চট্টগ্রাম	চেয়ারম্যান	মোহাম্মদ জাহেদুল হক	৭৩.৭৫
চন্দনাইশ-চট্টগ্রাম	চেয়ারম্যান	আলহাজ জসীম উদ্দীন আহমেদ	৭১.৬৩
পত্নীতলা-নওগাঁ	চেয়ারম্যান	মো. আব্দুল গাফ্‌ফার	৪৮.৪৮

নির্বাচিতদের আয় বৃদ্ধি

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৯ সালের তুলনায় ১০০ শতাংশ আয় বেড়েছে এমন বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা ১২৬। আয় বৃদ্ধির শীর্ষ দশের তালিকায় সবার ওপরে ঠাকুরগাঁওয়ের ভাইস চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদের। তার আয় বেড়েছে ১০ হাজার ৮৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। পাবনার চাটমোহরের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসা. ফিরোজা পারভীনের পাঁচ বছরে আয় বেড়েছে সাড়ে আট হাজার শতাংশের বেশি। প্রায় সাড়ে ৬ হাজার শতাংশ আয় বেড়েছে ঢাকার দোহারের চেয়ারম্যান মো. আলমগীর হোসেনের (সারণি ১৯)।

সারণি ১৯ : নির্বাচিত প্রার্থীদের আয় বৃদ্ধির শীর্ষ ১০

নাম	পদ	উপজেলা	জেলা	২০১৯ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
মো. আব্দুর রশিদ	ভাইস চেয়ারম্যান	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও	১০৮৬৬.৬৭%
মোছা. ফিরোজা পারভীন	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	চাটমোহর	পাবনা	৮৫৩১.৯৮%
মো. আলমগীর হোসেন	চেয়ারম্যান	দোহার	ঢাকা	৬৪৭৭.৬৫%
বিশ্ব প্রদীপ কুমার কারবারী	চেয়ারম্যান	রামগড়	খাগড়াছড়ি	৩৩১৯.১৫%
শামিমা ইসলাম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	দোহার	ঢাকা	১৯১০.০০%
মাজেদা বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	পটিয়া	চট্টগ্রাম	১৪৮৮.২৪%
বিমল কান্তি চাকমা	চেয়ারম্যান	মহালছড়ি	খাগড়াছড়ি	১২৭৫.০০%
মো. সোহরাব হোসেন	চেয়ারম্যান	শাজাহানপুর	বগুড়া	১১৬৪.৭০%
আল মাছুম মুর্শেদ	চেয়ারম্যান	খোক্সা	কুষ্টিয়া	১০৯৮.৫৫%
মো. আতাউর রহমান মিল্টন	চেয়ারম্যান	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর	১০০৭.২০%

নির্বাচিতদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি

২০১৯ সালের তুলনায় ১০০ শতাংশ অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে এমন বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা ১৯১। অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির শীর্ষ দশের তালিকায় সবার ওপরে নারায়ণগঞ্জের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান কালাম। তার অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ২৩ হাজার ৯৩৭ দশমিক ৬৫ শতাংশ। রংপুরের পীরগাছার চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মিলনের পাঁচ বছরে অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে সাড়ে ২০ হাজার শতাংশের বেশি। ১১ হাজার ৬৬৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ঝালকাঠি সদরের চেয়ারম্যান খান আরিফুর রহমানের (সারণি ২০)।

সারণি ২০ : নির্বাচিত প্রার্থীদের আয় বৃদ্ধির শীর্ষ ১০

নাম	পদ	উপজেলা	জেলা	২০১৯ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
মাহফুজুর রহমান কালাম	চেয়ারম্যান	সোনারগাঁ	নারায়ণগঞ্জ	২৩৯৩৭.৬৫%
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মিলন	চেয়ারম্যান	পীরগাছা	রংপুর	২০৫৬৯.৩৫%
খান আরিফুর রহমান	চেয়ারম্যান	ঝালকাঠী সদর	ঝালকাঠি	১১৬৬৬.৬৫%
মাহমুদুল হাসান	চেয়ারম্যান	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল	৯৮৫০.৬২%
মো. আব্দুল আহাদ	ভাইস চেয়ারম্যান	পত্নীতলা	নওগাঁ	৮৭৬৫.০৬%
আল মাছুম মুর্শেদ	চেয়ারম্যান	খোক্সা	কুষ্টিয়া	৭২৮২.৬২%
ডা. সাফিয়া খানম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	অভয়নগর	যশোর	৪০৫০,০০%
আয়শা বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট	৩৪৪৩.৩৩%
মো. মোসারেফ হোসেন খান	চেয়ারম্যান	বাউফল	পটুয়াখালী	২৯০০.০০%
মো. শুভন সরকার	চেয়ারম্যান	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	২৮৪১.৬৭%

নির্বাচিতদের স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি

শুধু নির্বাচিত প্রার্থী নন, তাদের স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধিকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, শীর্ষ দশ তালিকার সবার ওপরে চট্টগ্রামের পটিয়ার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাজেদা বেগম। তার স্বামী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ পাঁচ বছরে বেড়েছে ৯ হাজার ৮৬৫ দশমিক ৭০ শতাংশ। পিরোজপুরের নেছারাবাদের চেয়ারম্যান আব্দুল হকের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে প্রায় ৯ হাজার শতাংশ। তালিকার তিন নম্বরে থাকা কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর চেয়ারম্যান মো. নুরুন্নবী চৌধুরী। তার স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ৩ হাজার ৯৩০ দশমিক ৩০ শতাংশ (সারণি ২১)।

সারণি ২১ : নির্বাচিত প্রার্থীদের আয় বৃদ্ধির শীর্ষ ১০

নাম	পদ	উপজেলা	জেলা	২০১৯ সালের তুলনায় স্বামী/স্ত্রী বা নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
মাজেদা বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	পটিয়া	চট্টগ্রাম	৯৮৬৫.৭০%
আব্দুল হক	চেয়ারম্যান	নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী)	পিরোজপুর	৮৯৬৮.৭৫%
মো. নুরুন্নবী চৌধুরী	চেয়ারম্যান	ভুরুঙ্গামারী	কুড়িগ্রাম	৩৯৩০.৩০%
মো. মোয়াজ্জেম হোসেন	চেয়ারম্যান	বড়াইগ্রাম	নাটোর	৩২৩৩.৩৩%
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মিলন	চেয়ারম্যান	পীরগাছা	রংপুর	২১৫০.০০%
ফজলুল করিম	চেয়ারম্যান	চকরিয়া	কক্সবাজার	১৯১০.০০%
আনোয়ারা খাতুন	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ	১৩৬৪.৯৮%
শারমিন সুলতানা (রুনা)	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	রূপসা	খুলনা	১৩৪৮.৫৩%
রেহানা বেগম	চেয়ারম্যান	হোমনা	কুমিল্লা	১০৪২.৬২%
মোসা. সুফিয়া খাতুন	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	গোদাগাড়ী	রাজশাহী	৯২৮.২০%

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে মোট প্রার্থী ৫ হাজার ৪৭২ জন, চেয়ারম্যান পদে ১ হাজার ৮৬৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ হাজার ৯৫ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণ করেছেন ১ হাজার ৫৩৩ জন। দলীয় হলেও নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে এবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলগতভাবে কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের অধিকাংশই “আওয়ামী লীগদলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী” এবং দলের স্থানীয় মন্ত্রী/এমপির সমর্থনপুষ্ট।

২. বিএনপি এই নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেওয়ার পরও দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বহিষ্কৃত হন দলটির ২০১ জন প্রার্থী।

৩. বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মন্ত্রী-এমপির স্বজনদের অংশগ্রহণ থামাতে পারেনি ক্ষমতাসীন দল। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে মন্ত্রী-এমপিদের ৫৪ জন স্বজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

৪. স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ জাতীয় নির্বাচনের তুলনায়ও কম। নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারী প্রার্থী ছিলেন মাত্র ৭৬ জন।

৫. জাতীয় নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচনের সব ধাপে ব্যবসায়ী প্রার্থীদের দাপট অক্ষুণ্ন রয়েছে। ব্যবসায়ী প্রার্থীদের সংখ্যা চতুর্থ নির্বাচনের তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

৬. চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ৬৯ শতাংশ ব্যবসায়ী, ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের প্রায় ৬৮ দশমিক ১৬ শতাংশ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ২৮ শতাংশ ব্যবসাকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন।

৭. মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ৫০ দশমিক ৯৬ শতাংশ নিজেকে গৃহিণী/গৃহস্থালির কাজকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন।

৮. গৃহিণী/গৃহস্থালিকে পেশা হিসেবে দেখানো প্রার্থীদের ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশের আয় আসে ব্যবসা থেকে।

৯. ১৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ প্রার্থীর কোনো না কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

১০. আইনি সীমা ১০০ বিঘা বা ৩৩ একরের বেশি জমি আছে ২৫ জন প্রার্থীর। আইনি সীমার বাইরে সর্বমোট জমির পরিমাণ ৮৭৪ একর।

১১. সার্বিকভাবে প্রার্থীদের প্রায় ৪০ শতাংশ আয় দেখিয়েছেন সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে, অর্থাৎ করযোগ্য আয় নেই তাদের। সাড়ে ১৬ লাখ টাকার বেশি আয় দেখিয়েছেন ১০ শতাংশ প্রার্থী। চেয়ারম্যান ও অন্যান্য প্রার্থীর মাঝে উল্লেখযোগ্য আয়বৈষম্য লক্ষ করা গেছে। চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রায় ২৩ শতাংশের আয় সাড়ে ১৬ লাখ টাকার ওপরে, অন্যান্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ হার ৩ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। আবার চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রায় ২১ শতাংশের আয় সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে, অন্যান্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫০ দশমিক ২৫ শতাংশ।

১২. ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ বা ৩৯০ প্রার্থীর কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে। ৫ বছরে প্রায় তিন গুণের বেশি হয়েছে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা।

১৩. প্রায় ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ বা ১ হাজার ৩৩৫ জন প্রার্থীর ঋণ/দায় রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫২৮ দশমিক ৯১ কোটি টাকা ঋণ/দায় রয়েছে একজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর।

১৪. ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ বা ৮৫৮ জন প্রার্থী বর্তমানে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত, অতীতে অভিযুক্ত ছিলেন ১ হাজার ১০৯ জন বা ২০ দশমিক ২৭ শতাংশ। বর্তমানে ১০টির বেশি

মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা ৭, একজন চেয়ারম্যান প্রার্থীর সর্বোচ্চ মামলা চলমান রয়েছে ২৭টি; অতীতে ১০টির বেশি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৪০, আগে সর্বোচ্চ ২৭টি মামলা ছিল একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীর বিরুদ্ধে। প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রধানত আঘাত, জনগণের শান্তি ভঙ্গ, ভীতিপ্রদর্শন, অপমান, উৎপাত, নারী ও শিশু নির্যাতন, দুর্নীতি, প্রতারণা ইত্যাদি ধরনের মামলা বর্তমানে রয়েছে বা আগে ছিল।

১৫. ৫ বছরে একজন জনপ্রতিনিধির আয় বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩১ হাজার ৯০০ শতাংশ; এ সময়ে জনপ্রতিনিধিদের স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৪০০ শতাংশ। ৫ বছরে অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধিতে উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা পেছনে ফেলেছেন সংসদ সদস্যদের। একজন সংসদ সদস্যের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ ৩ হাজার ০৬৫ শতাংশ, যেখানে একজন চেয়ারম্যানের বেড়েছে ১১ হাজার ৬৬৬ শতাংশ।

১৬. উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে নির্বাচিত হননি এমন প্রার্থীদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির তুলনা করলে দেখা যায়, যেসব জনপ্রতিনিধি ক্ষমতায় আছেন, তাদের আয় ও সম্পদ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭. প্রায় ৮৪ শতাংশ প্রার্থীর হলফনামার সাথে আয়কর রিটার্নের সম্পদের হিসাবের পার্থক্য দেখা যায়। অস্থাবর সম্পদ হিসাব করলে আয়কর রিটার্ন ও হলফনামার পার্থক্য তুলনামূলক কম পাওয়া যায়।

১৮. নারী ও পুরুষ প্রার্থীদের প্রায় প্রত্যেক নির্দেশকে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য দেখা যায়; প্রায় সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে ছিলেন নারী প্রার্থীরা।

১৯. ঢাকা, রংপুর, বরিশাল অঞ্চলে শিক্ষিত প্রার্থী বেশি। দেশের মধ্যাঞ্চল, কুমিল্লা-ফেনী অঞ্চল ও খুলনা অঞ্চলে প্রার্থীদের গড় আয় ও অস্থাবর সম্পদ বেশি। বরিশাল, খুলনা, কুমিল্লা অঞ্চলে প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদ ৫ বছরে বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে গাজীপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে।

২০. উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১৪ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিতদের মধ্যে ২৬৯ জন আগের নির্বাচনেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে উচ্চশিক্ষিত বেশি; মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অধিকাংশ নিম্নমাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন।

২১. নির্বাচিতদের ১৫০ জন বা ১২ দশমিক ৭৩ শতাংশ কোটিপতি; চেয়ারম্যানদের অর্ধেকের বেশি বছরে অন্তত ১০ লাখ টাকা আয় করেন। বছরে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন নির্বাচিত প্রার্থী ৪০ জন। এর মধ্যে দুজন ভাইস চেয়ারম্যান, বাকি সবাই চেয়ারম্যান।

২২. নির্বাচিতদের ৪৩৮ জন (৩৬ দশমিক ১১ শতাংশ) কমপক্ষে ১ একর জমির মালিক; চেয়ারম্যানদের প্রায় ৫৭ শতাংশ (২৪৭ জন) কমপক্ষে ১ একর জমির মালিক।

২৩. ব্যবসায়ীদের হার ৫ বছরে বেড়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ; চেয়ারম্যানদের প্রায় ৭৯ শতাংশ ব্যবসায়ী। আইনি সীমার বাইরে জমি আছে সাত জনপ্রতিনিধির।

২৪. গত নির্বাচনের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ বেড়েছে দায় বা ঋণগ্রস্ত জনপ্রতিনিধির সংখ্যা; নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের প্রায় ৪৪ শতাংশের বর্তমানে ঋণ আছে।

২৫. ৫ বছরে একজন জনপ্রতিনিধির আয় বেড়েছে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৮৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ; এ সময়ে অস্থাবর সম্পদ সর্বোচ্চ বেড়েছে ২৩ হাজার ৯৩৭ দশমিক ৬৫ শতাংশ। স্বামী/স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে প্রায় ১০ হাজার শতাংশ।

https://ti-bangladesh.org/kyc

তথ্যসূত্র

১ https://www.ti-bangladesh.org/kyc
২ http://www.ecs.gov.bd/page/holofnama-upazila
৩ https://www.kobotoolbox.org/

পার্লামেন্টওয়াচ : একাদশ জাতীয় সংসদ*

রাবেয়া আক্তার কনিকা ও মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার

প্রেক্ষাপট

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা হিসেবে জাতীয় সংসদ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় সংসদ গণতন্ত্র, সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১, ২] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০-এর লক্ষ্য ১৬.৬ ও ১৬.৭'-এ যথাক্রমে সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্তগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] অন্যদিকে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২'-এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] এ ছাড়া বাংলাদেশ ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসনব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করাবিষয়ক অঙ্গীকার করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি বলে বিভিন্ন গবেষণা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উঠে আসে।[৫] নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি শুরু হয়ে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২৫টি অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে।[৬]

বিশ্বব্যাপী ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংসদকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব

---

* ২০২৪ সালের ২৬ মে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

করে।[৭] বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছে এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিআইবির এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদের ওপর এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো, যেখানে এই সংসদের সব অধিবেশনের কার্যক্রম ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে–

- সংসদ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্ব এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা এবং
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

গবেষণার পরিধি

একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদীয় ও স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড এবং মুখ্য তথ্যদাতার (সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং গবেষক) সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্যান্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২৫টি অধিবেশনের প্রায় ৮৬৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট রেকর্ডিং হতে অনুলিপি প্রণয়ন এবং অনুলিপি ও নথিপত্র থেকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডেটাবেইস প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সব তথ্য হতে সুনির্দিষ্ট ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডেটাবেইস তৈরি করে আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।*

*একাদশ জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ হতে ২৫তম অধিবেশনের কার্যক্রম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নির্দেশক সংযোজন করা হয়েছে। যার কারণে নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রমে (১৪৭ বিধিতে সাধারণ আলোচনা, বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনা) শুধু বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণে ব্যয়িত সময়ের হার নির্ণয়ে ১ম হতে ৫ম অধিবেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ১ম হতে ২৫তম অধিবেশনের সব কার্যক্রম বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ১ : গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়

মূল বিষয়	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
সংসদ ও সংসদ সদস্যদের পরিচিতি	সংসদের আসনবিন্যাস; সদস্যদের পেশা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্যান্য তথ্য ও কার্যক্রম
রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও ধন্যবাদ প্রস্তাব	রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ও সদস্যদের বক্তব্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ
আইন প্রণয়ন কার্যক্রম ও বাজেট	বিল পাসে হার ও ব্যয়িত সময়; আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং বাজেট বিষয়ক আলোচনা
জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম	প্রশ্নোত্তর পর্ব; কার্যপ্রণালির বিভিন্ন বিধি (৬২, ৭১, ১৪৭, ১৬৪, ২৭৪ ও ৩০০); পয়েন্ট অব অর্ডার; সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে সদস্যদের অংশগ্রহণ; আলোচ্য বিষয়বস্তু ও ব্যয়িত সময় এবং সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম
সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনে সদস্যদের দক্ষতা ও প্রস্তুতি; সদস্যদের আচরণ; উপস্থিতি; সংসদ বর্জন; ওয়াকআউট; কোরামসংকটের ব্যয়িত সময় ও এর প্রাক্কলিত অর্থমূল্য এবং সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা
সংসদীয় কার্যক্রমের উন্মুক্ততা	সংসদীয় কার্যক্রমের গণপ্রচারণা এবং তথ্যের উন্মুক্ততা
অন্যান্য বিষয়	**অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**
নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন	সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত আলোচনা

মৌলিক তথ্য

আসনবিন্যাস ও সদস্যদের মৌলিক তথ্য

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল ৩১২টি (৮৯ দশমিক ২ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দল ২৬টি (৭ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দল (বিএনপি, গণফোরাম ও স্বতন্ত্র) ১২টি (৩ দশমিক ৫ শতাংশ) আসন লাভ করে।* নির্বাচিত ৩০০টি আসনে পুরুষ ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ ও নারী ৭ দশমিক ৭ শতাংশ আসন লাভ করে। সংরক্ষিত আসনসহ ৩৫০টি আসনের মধ্যে পুরুষ ৭৯ দশমিক ১ শতাংশ ও নারী ২০ দশমিক ৯ শতাংশ আসন লাভ

---

* একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বছরের সংসদের আসনবিন্যাস অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত। ২০তম অধিবেশনের পর অন্যান্য বিরোধী দল হতে একটি দলের সব, অর্থাৎ ৭ জন সদস্য পদত্যাগের পর উক্ত শূন্য আসনগুলো উপনির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত বিভিন্ন দলের সদস্যদের দ্বারা পূরণ হয়ে যাওয়ার পর ২১তম অধিবেশনে আসনবিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়।

করে। একাদশ জাতীয় সংসদে সদস্যদের গড় বয়স ৬৩ বছর। ২৬-৬০ বছর বয়সের (৩৮ দশমিক ২ শতাংশ) তুলনায় ৬০-উর্ধ্ব বয়সী (৬১ দশমিক ৮ শতাংশ) সদস্যদের হার এখানে বেশি। অন্যদিকে ১৭তম ভারতীয় লোকসভায় ২৬-৬০ বছর বয়সের (৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ) তুলনায় ৬০-উর্ধ্ব বয়সী (৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ) সদস্যদের হার কম। যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে ২৬-৬০ বছর বয়সের (৭২ দশমিক ৮ শতাংশ) তুলনায় ৬০-উর্ধ্ব বয়সী (২৭ দশমিক ২ শতাংশ) সদস্যসের হার সবচেয়ে কম। একাদশ জাতীয় সংসদের সর্বোচ্চসংখ্যক সদস্য (৬২ দশমিক ৩ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী।* শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চসংখ্যক সদস্যের (৪১ দশমিক ১ শতাংশ) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১২ জন সদস্য স্বশিক্ষিত এবং একজন সদস্য স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।

এই সংসদে সর্বোচ্চসংখ্যক সদস্য প্রথম মেয়াদে নির্বাচিত (৩৫ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং ১০ শতাংশ সদস্য পঞ্চম বা ততোধিক মেয়াদে নির্বাচিত। ৯০ শতাংশের বেশি সদস্যদের বার্ষিক আয় ১০ লাখ টাকার ওপরে এবং প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি সদস্যদের বার্ষিক আয় ৫০ লাখ টাকার ওপরে। ৪৯ শতাংশ সদস্যের কোনো না কোনো দায়দেনা বা ঋণ রয়েছে, যাদের অর্ধেকের বেশি সদস্যের ব্যাংকের অধীনে ঋণ রয়েছে। ৪১ দশমিক ৩ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে কোনো না কোনো ফৌজদারি মামলা ছিল এবং ১৫ জন সদস্যের বিরুদ্ধে নির্বাচনকালীন মামলা ছিল, যেখানে ওই সদস্যদের বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন সাতটি থেকে সর্বোচ্চ ৩৮টি মামলা রয়েছে।

কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মোট ২৭২ কার্যদিবসে ৯৬১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট সময় ব্যয় হয়েছে। কার্যদিবসপ্রতি গড় ব্যয়িত সময় ৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতিকাল ছিল গড়ে ৫৪ দিন; এ ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বিরতিকাল ছিল ৩৭ দিন এবং সর্বোচ্চ বিরতিকাল ছিল ৫৯ দিন। বিভিন্ন কার্যক্রমে ৮৬৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট সময় ব্যয় হয়েছে, যার মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম মোট সময়ের ২২ দশমিক ৮ শতাংশ (১৯৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট), রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট সময়ের ২২ দশমিক ২ শতাংশ (১৯১ ঘণ্টা ২৩ মিনিট), আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ১৮৫ ঘণ্টা ৮ মিনিট (২১ দশমিক ৫ শতাংশ), বাজেট আলোচনায় ১৮০ ঘণ্টা ৮ মিনিট (২১ দশমিক ১ শতাংশ) এবং কিছু বিশেষ কার্যক্রমে ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট (১ শতাংশ) সময় ব্যয় হয়েছে। এ ছাড়া স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, কমিটি গঠন, শোক প্রস্তাবসহ অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে ৯৮ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট (১১ দশমিক ৪ শতাংশ) সময় ব্যয় হয়েছে।

* একাধিক পেশা বিবেচনা করে।

চিত্র ১ : একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমভিত্তিক ব্যয়িত সময়ের হার (শতাংশ)

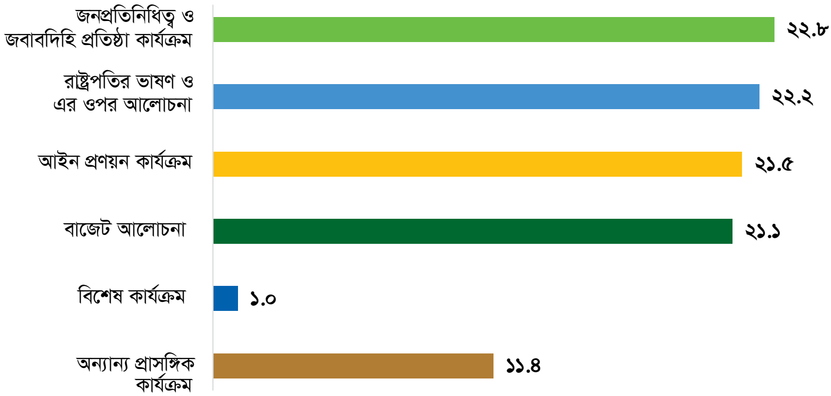

রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

বছরের প্রারম্ভিক পাঁচটি অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাঠে ব্যয় হয় ৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতির ভাষণে সরকারের অর্জনবিষয়ক আলোচনাই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। প্রায় চার-পঞ্চমাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে এ বিষয়ক আলোচনায়। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনাবিষয়ক আলোচনা আলাদাভাবে কোনো গুরুত্ব পায়নি।

চিত্র ২ : রাষ্ট্রপতির ভাষণে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

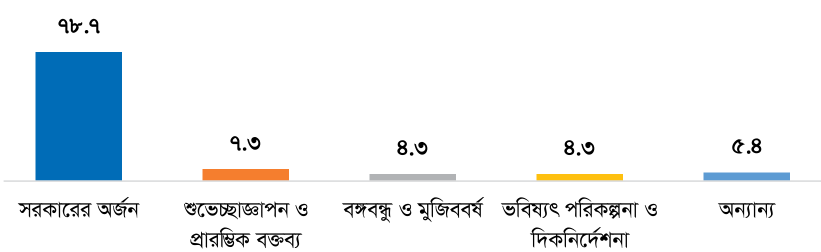

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ১৮৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি দলের সদস্যদের ব্যয়িত সময় মোট ১৫৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (৮৬ দশমিক ২ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের ব্যয়িত সময় ২০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (১১ দশমিক ২ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ব্যয়িত সময় ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট (২ দশমিক ৬ শতাংশ)। সরকারদলীয় সদস্যদের বক্তব্য বিশ্লেষণ

করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় ব্যয় হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এবং সরকারের বিভিন্ন অর্জনের প্রশংসায় (যথাক্রমে ১৯ দশমিক ৮ শতাংশ ও ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ সময়)।

চিত্র ৩ : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সরকারি দলের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

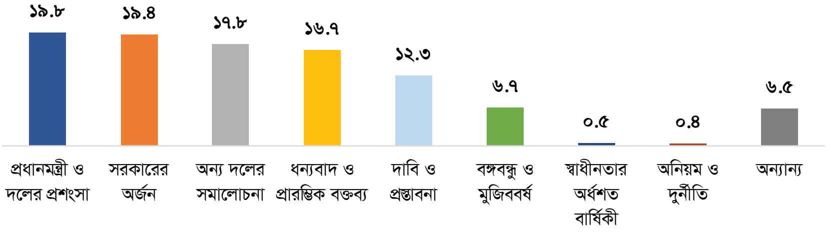

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় (৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে দেশের চলমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং সরকারের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা প্রদানে। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের বিভিন্ন অর্জন এবং প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসায় ব্যয়িত হয় ১১ দশমিক ৯ শতাংশ সময় এবং সরকার ও অন্য দলের সমালোচনায় ব্যয়িত হয় ১১ দশমিক ৬ শতাংশ সময়।

চিত্র ৪ : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে প্রধান বিরোধী দলের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

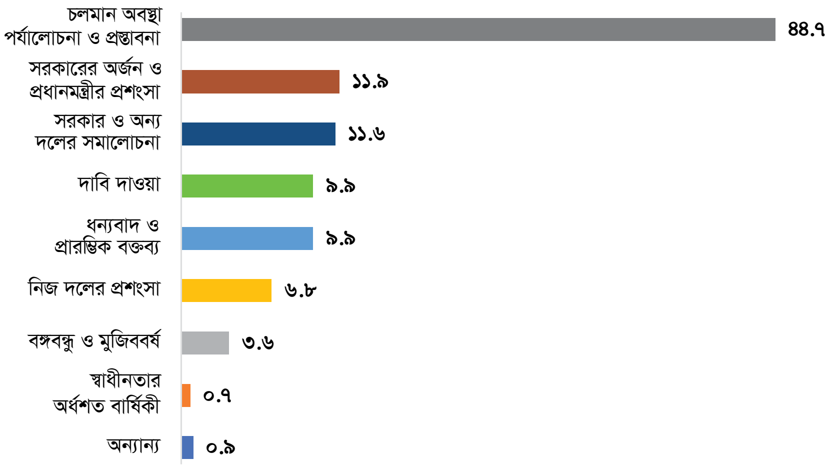

অন্যদিকে অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় (৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ) ব্যয় করেন সরকারের সমালোচনায়। এ ছাড়া বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও প্রস্তাবনায় ব্যয় হয় ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ সময়।

চিত্র ৫ : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে অন্যান্য বিরোধী দলের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

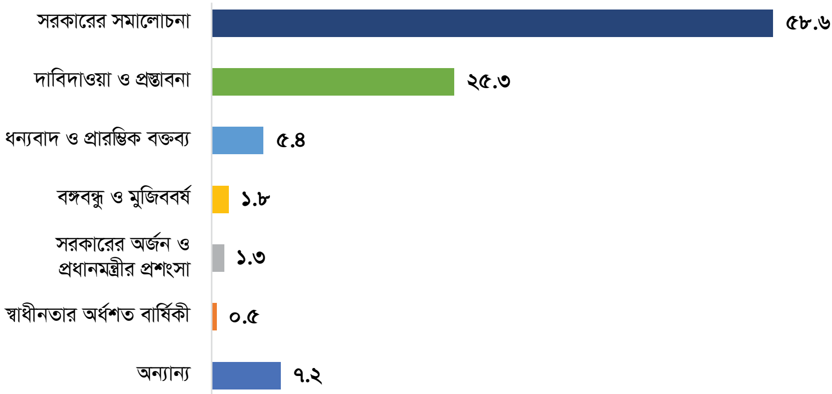

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (বাজেট এবং বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন)

আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন)

একাদশ জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট ১৮৫ ঘণ্টা ৮ মিনিট সময় ব্যয় হয়, যা সংসদ কার্যক্রমের ব্যয়িত সময়ের প্রায় ২১ দশমিক ৫ শতাংশ।* বাজেট সম্পর্কিত ১৫টি বিল ব্যতীত মোট উত্থাপিত বিলের সংখ্যা ১৫৫টি (সরকারি বিল ১৫৪টি এবং বেসরকারি বিল একটি) এবং পাসকৃত বিলের সংখ্যা ১৫০টি (নতুন বিল ১০৮, সংশোধনী বিল ৪০টি এবং রহিতকরণ বিল দুটি)। সংসদে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৬৮ মিনিট, যেখানে সর্বনিম্ন সময় ছিল প্রায় ২৮ মিনিট এবং সর্বোচ্চ সময় ছিল প্রায় ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। সর্বনিম্ন সময়ে পাসকৃত বিল 'ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০২০' এবং সর্বোচ্চ সময়ে পাসকৃত বিল 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল, ২০২২'।

আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ঘাটতি ছিল লক্ষণীয়। বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে মাত্র ২৮ জন (৮ শতাংশ) সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মোট নোটিশের ৯৯ শতাংশই উপস্থাপিত হয় প্রধান ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্যের পক্ষ থেকে। সরকারি দলের সর্বমোট নয়জন সদস্য পাঁচটি বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব এনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিলপ্রতি গড়ে প্রায় সাতজন সদস্য জনমত যাচাই-বাছাই এবং ছয়জন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিলের ওপর আনীত সব আপত্তি ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

---

* উল্লেখ্য, ২০১৯-২০-এ যুক্তরাজ্যে এই হার ছিল প্রায় ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯-এ ভারতের ১৭তম লোকসভায় এই হার ছিল ৪৫ শতাংশ।

পাসকৃত বিলের মধ্যে ৬০ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধনী গৃহীত হয়নি এবং ৪০ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। একটি বিলের ক্ষেত্রে সব নোটিশদাতা প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রত্যাহার করে বিল পাস না করার আহ্বান জানান। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোয় উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব থাকলেও সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে শব্দ সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপনই প্রাধান্য পেয়েছে। গৃহীত সংশোধনী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে প্রায় ৬৯ শতাংশ ছিল শব্দ সংযোজন, বর্জন বা সন্নিবেশ এবং ৩১ শতাংশ ছিল বিভিন্ন দফা/উপদফা/অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ বা প্রতিস্থাপন।

চিত্র ৬ : গৃহীত সংশোধনীর ধরন*

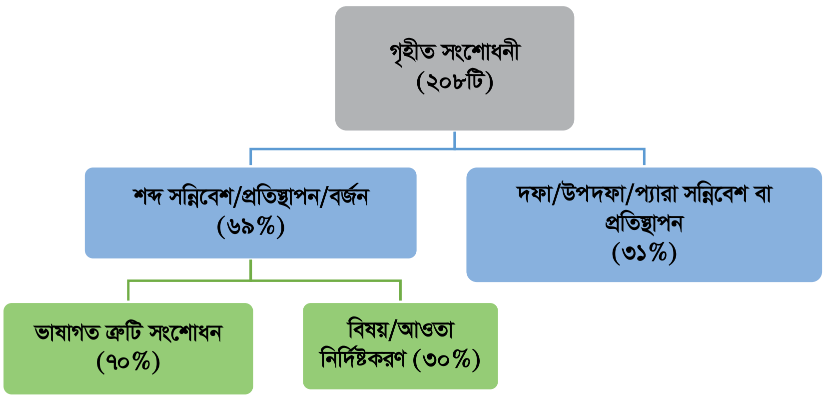

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা উত্থাপিত আপত্তি বা প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে বিরোধী দলের অতীত ইতিহাস, বিলের প্রয়োজনীয়তা, যথেষ্ট যাচাই-বাছাইপূর্বক বিলের প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিলের ওপর প্রদত্ত নোটিশ খারিজ করে দেন। নোটিশ খারিজ করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করায় নোটিশ প্রদানকারীদের একাংশ অসন্তোষও প্রকাশ করেন। সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বিলের ওপর উত্থাপিত অধিকাংশ নোটিশ খারিজ হয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সংশোধনী ছাড়াই বিল পাস হয়।

বাজেট

বাজেট কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় ১৮০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২১ দশমিক ১ শতাংশ এবং নির্ধারিত বাজেট অধিবেশনের ব্যয়িত সময়ের ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ)। বাজেট কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের ৮০ দশমিক ৭ শতাংশ সময় বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায়, ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ সময় মঞ্জুরি দাবির ওপর আলোচনায় এবং ৪ দশমিক ৪ শতাংশ সময় ব্যয় হয় বাজেট উপস্থাপনে। বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ সময় ব্যয় হয়

* একটি বিলের ওপর প্রদত্ত একই ধরনের সংশোধনী ১টি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বাজেটসংক্রান্ত আলোচনায় এবং বাকি সময় ব্যয় হয় অন্যান্য আলোচনা, দলের প্রশংসা এবং অন্য দলের সমালোচনায়।

চিত্র ৭ : বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

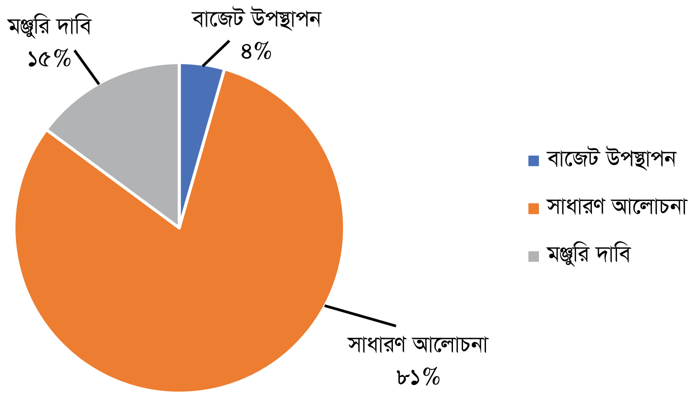

"অর্থবিল ২০১৯" পাস হতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা শূন্য ৬ মিনিট এবং বাকি চারটি অর্থবিল পাস হতে গড়ে ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিটের মতো সময় ব্যয় হয়। নির্দিষ্টকরণ বিলগুলো পাস হতে গড়ে ৫ মিনিটের মতো সময় ব্যয় হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদের বাজেট আলোচনায় মোট ২৯৯ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ২৬৪ জন (৮৮ দশমিক ৩ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ২৪ জন (৮ দশমিক শূন্য শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন ১১ জন (৩ দশমিক ৭ শতাংশ)।

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট-সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা, ব্যাংকিং খাতের দুরবস্থা ও ঋণখেলাপ, সর্বজনীন পেনশন, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রানীতি পরিবর্তন, ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থান, আমদানিনির্ভরতা কমানো, প্রগতিশীল করনীতি বাস্তবায়ন, করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর প্রদানব্যবস্থা সহজীকরণ ইত্যাদি। বাজেট অধিবেশনে যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলোর মধ্যে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব ও বাজেটের আকার ইত্যাদি ছিল অন্যতম।

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট ব্যয় হয়েছে, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১ দশমিক ৫ শতাংশ। ১০ম থেকে ১৬তম টানা সাতটি অধিবেশনসহ মোট ১৪টি অধিবেশনে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে মোট ৩৩টি মূল ও ৮৩টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। মূল প্রশ্ন (গড়ে এক মিনিটের কম) থেকে সম্পূরক প্রশ্ন (গড়ে প্রায় দুই মিনিট)

উত্থাপনে গড়ে দ্বিগুণেরও বেশি সময় ব্যয়িত হয়েছে। ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য আলোচনা (প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, দলের প্রশংসা, অন্য দলের সমালোচনা ইত্যাদি) করেন, যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৮০ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তর প্রদানের প্রায় ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ ব্যয় হয়েছে উত্তরবহির্ভূত আলোচনায়।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪৫ ঘণ্টা ৯ মিনিট ব্যয় হয়, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। ৭ম হতে ১৭তম টানা ১১টি অধিবেশনসহ ১৬টি অধিবেশন সরাসরি এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১৩৯ জন সংসদ সদস্য ৩১টি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ২০০টি মূল প্রশ্ন এবং ৫৬৪টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। মূল প্রশ্ন (গড়ে ১৪-১৫ সেকেন্ড) হতে সম্পূরক প্রশ্ন (গড়ে ১ মিনিটের বেশি) উত্থাপনে গড়ে চার গুণেরও বেশি সময় ব্যয়িত হয়েছে। ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য (প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, দলের প্রশংসা, অন্য দলের সমালোচনা ইত্যাদি) আলোচনা করেন, যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তর প্রদানের প্রায় ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ ব্যয় হয়েছে উত্তরবহির্ভূত আলোচনায়।

অনির্ধারিত আলোচনা

একাদশ জাতীয় সংসদের শুধু সপ্তম অধিবেশন ছাড়া বাকি ২৪টি অধিবেশনেই অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনির্ধারিত আলোচনায় মোট ব্যয় হয় ২৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট, যা সংসদের মোট কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয়িত সময়ের ২ দশমিক ৭ শতাংশ। অনির্ধারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মোট ৫৪ জন (১৫ দশমিক ৪ শতাংশ) সংসদ সদস্য। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ ছিল সাম্প্রতিক ঘটনা, জবাবদিহি ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ-সম্পর্কিত, ১২ দশমিক ৬ শতাংশ ছিল অনিয়ম ও দুর্নীতিবিষয়ক, ১১ দশমিক ৩ শতাংশ মানবাধিকার ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতিবিষয়ক এবং বাকি আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সংসদীয় কার্যক্রম ও অন্যান্য বিবিধবিষয়ক।

চিত্র ৮ : অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়ের ধরন (শতাংশ)

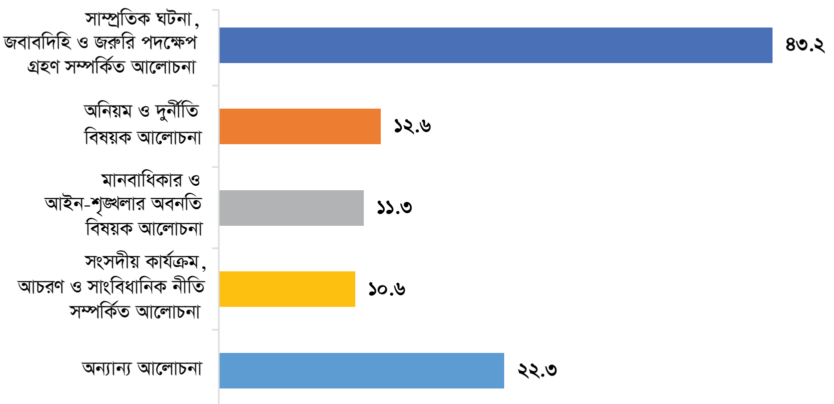

এই পর্বে আলোচনার সময় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও আলোচনার সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরাসরি অন্য দল এবং দলের কোনো সদস্যের নাম উল্লেখ করে সমালোচনা করা হয়েছে। অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে বিতর্ক ও সমালোচনামূলক বক্তব্যের জের ধরে অন্যান্য বিরোধী দলের একটি দল (বিএনপি) দুইবার ওয়াকআউট করে।

সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬ ও ১৪৭ অনুযায়ী)

একাদশ জাতীয় সংসদের ১০টি অধিবেশনের মোট ২০টি কার্যদিবসে প্রায় ৭১ ঘণ্টা ২১ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা সংসদের মোট কার্যক্রমের ৮ দশমিক ৩ শতাংশ সময়। সাধারণ আলোচনা প্রস্তাবগুলো মোট নয়জন সংসদ সদস্য কর্তৃক ১২টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যেগুলোর একটি ছাড়া বাকি সবগুলোই সরকারি দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে এককভাবে বঙ্গবন্ধুসংশ্লিষ্ট আলোচনাতেই সাধারণ আলোচনা পর্বের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি সময় ব্যয়িত হয়েছে (৪৪ শতাংশ)। স্বাধীনতা ও সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনায় ব্যয় হয়েছে মোট ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ সময় এবং বাকি সময় ব্যয় হয়েছে সন্ত্রাসী হামলা, কোভিড-১৯, বৈশ্বিক অস্থিরতাসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে। তবে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে সদস্যরা আত্মপ্রশংসা ও অন্য দলের সমালোচনায় ব্যয় করেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময়।

চিত্র ৯ : সাধারণ আলোচনায় বিষয়ভিত্তিক ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

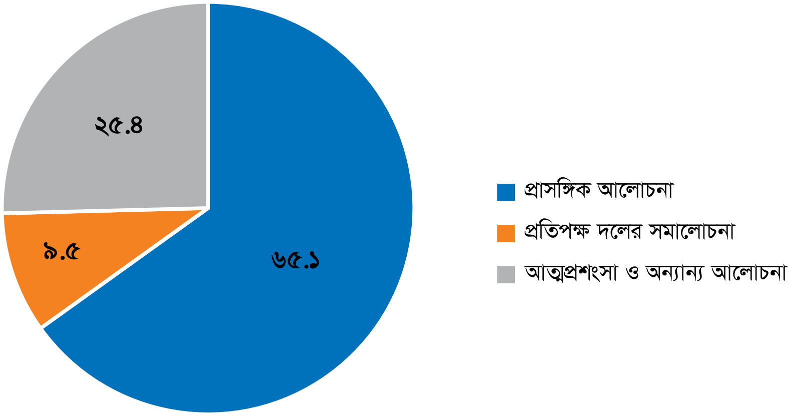

জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত ও অগৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি-৭১)

এই পর্বে মোট ব্যয়িত সময় ২১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২ দশমিক ৫ শতাংশ। নির্ধারিত কার্যসূচির ৮১ দশমিক ৯ শতাংশ কার্যদিবসে এই কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে। সপ্তম এবং নবম থেকে ২৫তম অধিবেশনে (মোট ১৮টি অধিবেশনে) এ পর্ব সরাসরি

অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা ১ হাজার ৮৮০টি, যার মধ্যে গৃহীত নোটিশের সংখ্যা ৫০টি; অর্থাৎ ২ দশমিক ৭ শতাংশ। গৃহীত নোটিশের মধ্যে ৪২টি (৮৪ শতাংশ) উত্থাপিত এবং আটটি (১৬ শতাংশ) স্থগিত হয়। সর্বোচ্চসংখ্যক নোটিশ আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে (৭০টি আলোচিত, ছয়টি গৃহীত এবং দুটি স্থগিত)। অন্যদিকে অগৃহীত নোটিশের মধ্যে ৪২৫টি (২৩ শতাংশ) নোটিশের ওপর দুই মিনিট করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

এ পর্বে মোট ব্যয়িত সময় ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১ দশমিক ৩ শতাংশ। সপ্তম থেকে ২৫তম মোট ১৯টি অধিবেশনে এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে মোট ৫৫টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যার মধ্যে গৃহীত হয় দুটি প্রস্তাব। ওই দুটি প্রস্তাবই ছিল সরকারি দল কর্তৃক উত্থাপিত (নৌযানের ব্যবস্থা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন)। এ পর্বে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রস্তাব প্রদান করা হয় অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে (৪৭ দশমিক ১ শতাংশ)।

চিত্র ১০ : উপস্থাপিত প্রস্তাবের বিষয়বস্তু (শতাংশ)

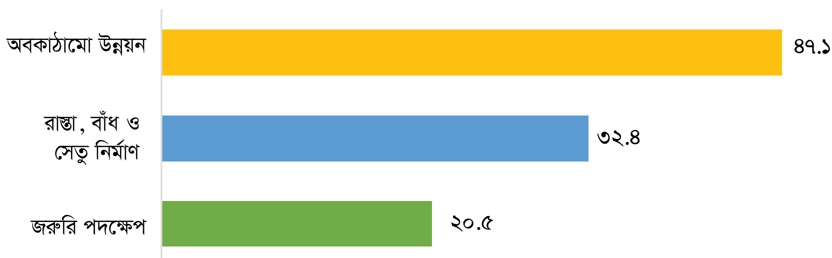

মুলতবি প্রস্তাব

মোট ২০টি অধিবেশনে এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। বাকি অধিবেশনগুলোয় পাঁচজন সদস্য মুলতবি প্রস্তাবের জন্য ২২টি নোটিশ প্রদান করেন। মুলতবি প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ১৪টিই অন্যান্য বিরোধী দলের একজন নারী সদস্য প্রস্তাব করেন। এ পর্বে সর্বোচ্চসংখ্যক প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ প্রসঙ্গে (৪০ দশমিক ৯ শতাংশ)। অন্য পর্বে আলোচনার সুযোগ থাকা, ইতিমধ্যে অন্য পর্বে আলোচিত হওয়া, ওই ধারায় উত্থাপনের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণ দর্শিয়ে স্পিকার সব নোটিশ বাতিল করেন।

চিত্র ১১ : মুলতবি প্রস্তাবের বিষয়বস্তু (শতাংশ)

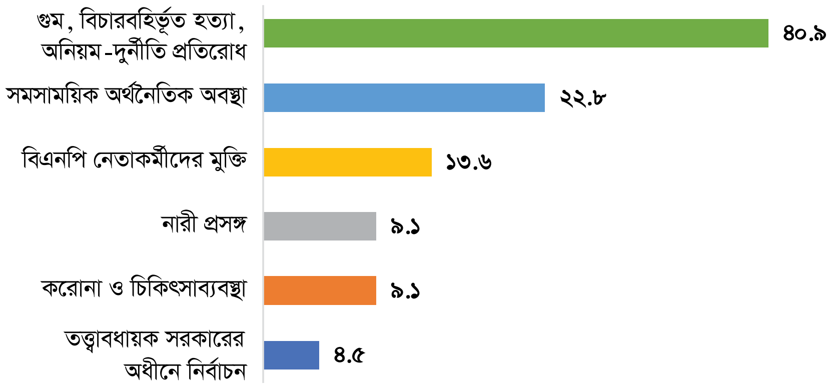

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দান (২৭৪ বিধি) ও জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের বিবৃতি (৩০০ বিধি)

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দানসংক্রান্ত ২৭৪ বিধিতে মোট দুটি বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। কার্যপ্রণালি বিধিতে বিতর্কিত আলোচনা উপস্থাপন না করার শর্ত থাকা সত্ত্বেও একজন মন্ত্রীর বক্তব্যে বিরোধী দলের সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে। ৩০০ বিধিতে মোট ১৬টি বিবৃতি উপস্থাপিত হয়, যার মধ্যে সংসদ সদস্যদের দাবির বিপরীতে দুটি বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সদস্যদের আরও নয়টি দাবির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে কোনো বিবৃতি প্রদান করা হয়নি। যেসব দাবির বিপরীতে ৩০০ বিধিতে বিবৃতি প্রদান করা হয়নি তার মধ্যে সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সমঝোতা চুক্তি, রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের আবাসন প্রকল্পের বালিশ ক্রয়ের বাজেট, বিমানবন্দরে করোনাভাইরাস পরীক্ষায় গাফিলতি, বিচারক নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম

একাদশ সংসদে ৫০টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মধ্যে বিরোধী দল থেকে সভাপতি ছিলেন চারটি কমিটিতে; ১৭টি কমিটিতে বিরোধীদলীয় কোনো সদস্য ছিলেন না। দশম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে একাদশ সংসদে একই মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্য ও সভাপতি হিসেবে রাখা হয়। বিধি অনুযায়ী প্রতিটি কমিটির প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করার নিয়ম থাকলেও কোনো কমিটিই এই নিয়ম পালন করেনি। ন্যূনতম নির্ধারিত সভার ৫৭ দশমিক ৬ শতাংশই অনুষ্ঠিত হয়নি। করোনাকালে* উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায়ও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর নিয়মিত সভার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও করোনাকালে একটিও সভা করেনি অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। করোনাকালে প্রথম ১৮ মাসের ১৩ মাসই কোনো সভা করেনি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

* করোনাকাল বলতে করোনা বিস্তারের (মার্চ ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২১ সময়ের মধ্যে) তিনটি ধাপের ১৮ মাসকে বোঝানো হয়েছে।

সারণি ২ : করোনাকালে সংশ্লিষ্ট কিছু স্থায়ী কমিটির মাসিক সভার বিন্যাস*

মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০২০										২০২১								ন্যূনতম একটি সভা হওয়া মাস	
	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	জানু.	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সংখ্যা	শতকরা
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ	✓									✓	✓					✓		✓	৫	২৭.৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	১০	৫৫.৬
সমাজকল্যাণ	✓										✓	✓				✓			৪	২২.২
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান		✓					✓	✓			✓		✓						৫	২৭.৮
অর্থ																			০	০
খাদ্য	✓						✓			✓									৩	১৬.৭
বাণিজ্য								✓											১	৫.৬
স্বরাষ্ট্র							✓		✓	✓	✓		✓					✓	৬	৩৩.৩

সভাপ্রতি গড়ে উপস্থিত ছিলেন ৬২ শতাংশ সদস্য। ৫০টি কমিটির মধ্যে ৩৯টি কমিটির ৯৭টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। রিপোর্টের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ১৯টি কমিটির ২৬টি প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, কমিটির দেওয়া সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ৫১ শতাংশ, অজ্ঞাত বা অবাস্তবায়নের হার ৪ শতাংশ এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নাধীন ও চলমান। পিটিশন কমিটির মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও প্রচারণার ঘাটতির কারণে তা কার্যকর নয়। সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করা এবং সার্বিকভাবে সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা

সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপরীতে প্রধান বিরোধী দলের অবস্থান ছিল প্রান্তিক এবং সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা ছিল সার্বিকভাবে গৌণ। প্রধান বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করলেও বাকি সদস্যরা এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধী দল হিসেবে প্রধান বিরোধী দল থেকে অন্যান্য বিরোধী দলের ভূমিকা বেশি লক্ষ করা যায়। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন না থাকায় সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্র আরও সীমিত হয়ে গেছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যে অন্যান্য বিরোধী দলের পর্যালোচনা ও সমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে, যা প্রধান বিরোধী দলের দ্বৈত ভূমিকা ও পরিচয়কে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করে।

* সবুজ রং দ্বারা ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বোঝানো হয়েছে এবং লাল রং দ্বারা একটিও সভা অনুষ্ঠিত হয়নি বোঝানো হয়েছে।

নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব, উপস্থিতি ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

নির্বাচিত আসনে ২৩ জন (৭ দশমিক ৭ শতাংশ) এবং সংরক্ষিত আসন নিয়ে মোট ৭৩ জন (২০ দশমিক ৩ শতাংশ) নারী সদস্য একাদশ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মন্ত্রীদের ৪ দশমিক ৩ শতাংশ, প্রতিমন্ত্রীদের ১১ দশমিক ১ শতাংশ ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ ছিলেন নারী সদস্য। স্থায়ী কমিটিতে নারী সদস্য* ছিলেন প্রায় ২২ শতাংশ এবং কমিটির সভাপতি পদে নারী সদস্য ছিলেন ১১ দশমিক ১ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ-২০২৩' প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারী সরকারপ্রধান শ্রেণিতে বাংলাদেশ প্রথম হলেও সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্বে ৯১তম এবং ১২৩তম।

কার্যদিবসপ্রতি নারীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৪৮ জন (৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ), যা পুরুষদের (৫৩ দশমিক ৭ শতাংশ) তুলনায় বেশি। মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি উপস্থিতির ক্ষেত্রেও নারীদের (১০ দশমিক ৯) হার পুরুষদের (৭ দশমিক ৬) তুলনায় বেশি ছিল। সংসদ কার্যক্রমে সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি ছিল বাজেট, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব এবং ৭১ বিধিতে আলোচনায়। এ ক্ষেত্রে এই পর্বগুলোয় নারীদের অংশগ্রহণের হার পুরুষ সদস্যদের তুলনায়ও বেশি ছিল।

চিত্র ১২ : সংসদের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় লিঙ্গভেদে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (শতাংশ)

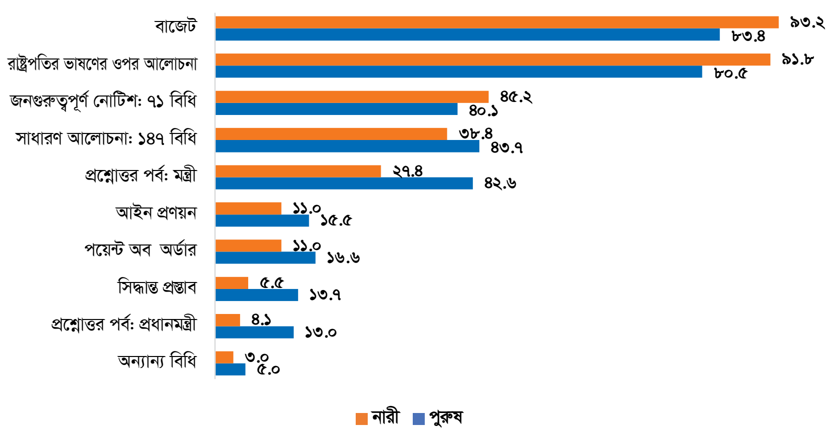

বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বাজেট, বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

* পদাধিকার বলে প্রাপ্ত কমিটির সদস্যপদ বিবেচনা করা হয়নি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

সার্বিকভাবে একাদশ জাতীয় সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি ছিল। মানসম্মত শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন, জলবায়ু কার্যক্রম, শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে সুনির্দিষ্ট কিছু আলোচনা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যান্য লক্ষ্য সম্পর্কে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমে বিক্ষিপ্ত আলোচনা লক্ষ করা গেছে। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা, শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো এবং জলবায়ু কার্যক্রমের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের উপস্থিতি

একাদশ জাতীয় সংসদে কার্যদিবসপ্রতি গড় উপস্থিতি ছিল ১৯৭ জন (৫৬ দশমিক ২ শতাংশ)। সরকারি দলের ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ৫০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ৪৩ দশমিক ৭ শতাংশ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে বেশি উপস্থিতির হার ছিল চতুর্থ অধিবেশনে (২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর)। অন্যদিকে গড়ে সবচেয়ে কমসংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন অষ্টম অধিবেশনে (২০২০ সালের জুন-জুলাই)।

বিভিন্ন কার্যক্রমে* সার্বিকভাবে দলভিত্তিক গড় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি দলের ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ৭ দশমিক ৩ শতাংশ ও অন্যান্য বিরোধী দলের ৩ দশমিক ৩ শতাংশ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ১৩ : সংসদের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় দলভেদে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (শতাংশ)

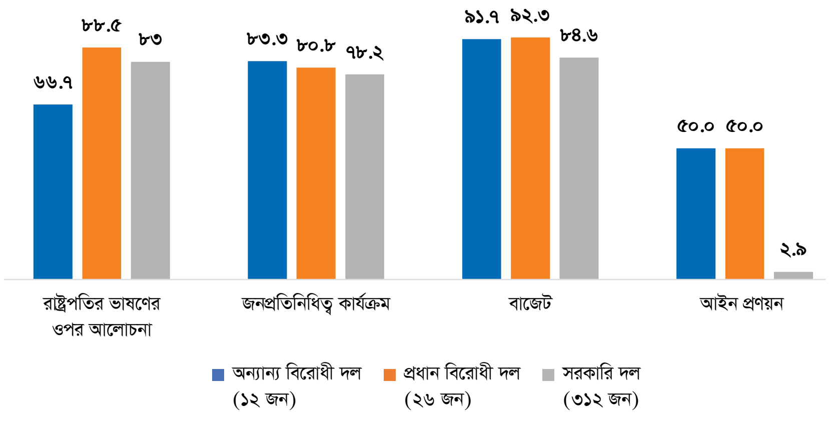

* এখানে কার্যক্রম বলতে ১৩টি কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, বাজেট, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব, পয়েন্ট অব অর্ডার, মুলতবি প্রস্তাব, ৭১ বিধি, ১৪৭ বিধি, ১৬৪ বিধি, ২৭৪ বিধি, ৩০০ বিধি এবং ৬২ বিধির ওপর আলোচনা।

সর্বোচ্চ ১০টি বা ততোধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন তিনজন সদস্য এবং কেবল একটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন ২৬ জন সদস্য। সংসদের সম্পূর্ণ মেয়াদকালে ২১ জন সদস্য কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি। সদস্যদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ (৮৫ দশমিক ৪ শতাংশ) ছিল বাজেট আলোচনায়। দলের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় প্রায় সব কার্যক্রমেই বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণের হার সরকারি দলের হতে বেশি ছিল। অন্যান্য কার্যক্রমে সরকারি দলের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ থাকলেও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন মাত্র ২ দশমিক ৯ শতাংশ সদস্য।

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা

সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রস্তুতির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে প্রস্তুতি না থাকার কারণে প্রস্তাব উত্থাপন না করা, প্রশ্নোত্তর পর্বে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই না করে তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি লক্ষ করা গেছে। নোটিশ দিয়ে একাধিক কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকার কারণে নোটিশ বারবার স্থগিত হওয়া, সংশোধনী অনুত্থাপিত থাকা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য মন্ত্রীর দায়সারা উত্তর প্রদান, একজনের নোটিশ অন্যজন উপস্থাপন করতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি ও সময়ক্ষেপণ করতেও দেখা গেছে। দুটি পর্বে কণ্ঠভোটের সময় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য নিজ দলের বিপক্ষে ভোট প্রদানের পর স্পিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় দ্বিতীয় দফায় ভোটে নিজ দলের পক্ষে ভোট প্রদান করেন, যা কার্যক্রমে অমনোযোগী থাকাকে নির্দেশ করে। সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতিও লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে এক কার্যক্রমে অন্য কার্যক্রমের বিষয় উত্থাপন, প্রস্তাব উত্থাপনের ক্রম ভুল করা, বক্তব্য পেশ করতে না পারা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংসদ আয়োজিত মোট ২৮টি প্রশিক্ষণের মধ্যে দুটি প্রশিক্ষণ ছিল সংসদ সদস্যদের জন্য।

সংসদ চলাকালীন সদস্যদের আচরণ

সংসদ সদস্যদের একে অপরের প্রতি এবং সার্বিকভাবে সুশীল সমাজের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূত আচরণ লক্ষ করা যায়। বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এমনকি কোনো কোনো নারী সদস্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং আপত্তিকর শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। বিরোধী দলের তুলনায় সরকারি দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ব্যত্যয় অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে বিশৃঙ্খল

বিরোধী দলের প্রতি ব্যবহৃত আক্রমণাত্মক শব্দের কয়েকটি উদাহরণ

“খুনি, ঘাতক, পাকিস্তানি প্রেতাত্মা, পাকিস্তানি এজেন্ট, পাকিস্তানি দোসর, কুখ্যাত মেজর, ছদ্মবেশী, রাষ্ট্রদ্রোহী, খলনায়ক, কুলাঙ্গার, মূর্খ, অগ্নিসন্ত্রাসী, অগ্নিসন্ত্রাসের রানী, দুর্নীতির বরপুত্র, দুর্নীতির বরপুত্রের জননী, মিথ্যাচারিণী, চোর, জঙ্গিনেতা, বিশ্ব বেয়াদব, জগৎ কুখ্যাত লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, লস্কর, দুর্নীতিতে অনার্স ও মানি লন্ডারিংয়ে মাস্টার্স” ইত্যাদি

আচরণ করে বাধা প্রদান করা, সংসদীয় কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অডিও/ভিডিও ক্লিপ চালানো, অধিবেশন চলাকালে সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে অন্য সদস্যদের নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা, সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের অমনোযোগী থাকা এবং সংসদ সদস্যকে উদ্দেশ্য করে টীকা-টিপ্পনী কাটা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও পদত্যাগ

একাদশ সংসদে বিরোধী দলগুলোর কোনো সদস্য সংসদ বর্জন করেননি। প্রধান ও অন্যান্য বিরোধীদলীয় সদস্যরা মোট ছয়বার ওয়াকআউট করেন। ওয়াকআউট করে সদস্যরা সর্বনিম্ন ৩ মিনিট হতে ৩১ মিনিট সংসদ কার্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। ২০তম অধিবেশনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সব সদস্য (সাতজন) পদত্যাগ করেন। পরে উপনির্বাচনে সরকারি দলের পাঁচজন, প্রধান বিরোধী দলের একজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য ওই আসনগুলোতে নির্বাচিত হন।

কোরামসংকট

একাদশ জাতীয় সংসদে কোরামসংকটে মোট ৬৮ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ব্যয় হয়, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৭ শতাংশ। কার্যদিবসপ্রতি গড়ে ১৫ মিনিট ব্যয় হয়। ৮৬ শতাংশ কার্যদিবসে নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয় এবং ১০০ শতাংশ কার্যদিবসে বিরতির পর নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয়। সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় অর্থমূল্য প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার ৫৬৮ টাকা। এই হিসেবে কোরামসংকটে ব্যয়িত সময়ের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য ১১১ কোটি ৩৩ লাখ ৮ হাজার ৫০৫ টাকা।

স্পিকারের ভূমিকা*

সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার বন্ধে তাদের সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে একাদশ জাতীয় সংসদে স্পিকারকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। বিরোধী দলের কোনো কোনো সদস্যদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় পরিচিতির ঊর্ধ্বে ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা এবং বিলের ওপর সদস্যদের আপত্তি উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্রণোদিত ব্যাখ্যা প্রদানও লক্ষ করা গেছে। অধিবেশন চলাকালে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতার ঘাটতিও (শৃঙ্খলা রক্ষা, ফ্লোর আদান-প্রদান ইত্যাদি) লক্ষণীয় ছিল।

তথ্যের উন্মুক্ততা

সংসদীয় কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত থাকলেও সংসদের নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে রেকর্ডকৃত অধিবেশনের কিছু কিছু অংশ অনুপস্থিত ছিল। সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনগুলো সবার জন্য সহজলভ্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্য ও

---

* স্পিকার বলতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং সভাপতিমণ্ডলীর প্যানেলের সদস্যদের বোঝানো হয়েছে।

সংসদ সদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে অনুপস্থিত ছিল। অন্যদিকে সংসদে ও কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

আগের সংসদগুলোর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ (অষ্টম হতে একাদশ জাতীয় সংসদ)

জাতীয় সংসদের সদস্যদের ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা ক্রমবর্ধমান রয়েছে বলে দেখা যায়। সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি অষ্টম সংসদ হতে ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও একাদশ সংসদে এসে তা আবার হ্রাস পেয়েছে। সংসদ নেতার গড় উপস্থিতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৯২ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি দশম সংসদে অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও একাদশ সংসদে এসে তা আবার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সংসদ বর্জন শূন্যের কোঠায় এসেছে এবং ওয়াকআউটের মাত্রা গত তিন সংসদের তুলনায় ছিল সর্বনিম্ন। সার্বিকভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়ের হার হ্রাস পেয়েছে এবং আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা পর্বে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহণের হার প্রায় একই রকম থাকলেও প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আইন প্রণয়নে এ হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সংসদে বিল পাসের ক্ষেত্রে গড় ব্যয়িত সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। কোরামসংকট পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় হ্রাস পেলেও এ চর্চা অব্যাহত রয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো পূর্ববর্তী দুটি সংসদের মতোই প্রথম অধিবেশনেই গঠিত হয়েছে। কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতির হারে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- একাদশ জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারি দলের একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, যা সংসদীয় গণতন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।
- আসনের দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের জোটভুক্ত হওয়ার কারণে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা পালনে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য বিরোধী দলকে তুলনামূলকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।
- সংসদ সদস্যদের মধ্যে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেয়ে দলীয় ভূমিকা পালনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
- জনপ্রতিনিধি হিসেবে দলীয় অবস্থানের ঊর্ধ্বে থেকে সরকার ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, সংসদে আনীত সব প্রস্তাবনা ও আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ এবং গঠনমূলক তর্কবিতর্কের পরিবর্তে একপাক্ষিকভাবে দলের প্রশংসা ও অন্য দলের সমালোচনা করাতে অধিক মনোযোগী ছিলেন সংসদ সদস্যরা।
- জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো সংসদে গুরুত্ব পায়নি (কার্যক্রম স্থগিত রাখা, চলমান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনালোচিত থাকা ইত্যাদি) এবং সার্বিকভাবে বিগত সংসদগুলোর চেয়ে (নবম ও দশম সংসদ) এই কার্যসমূহে ব্যয়িত সময় ও অংশগ্রহণের হার হ্রাস পেয়েছে।

- আগের সংসদগুলোর চেয়ে আইন প্রণয়নে (বিল পাস) গড় সময় বৃদ্ধি পেলেও সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, দক্ষতা ও গঠনমূলক বিতর্কের ঘাটতি ছিল। আইন প্রণয়নে সরকারি দলের অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ শুধু বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে লক্ষ করা যায় এবং পূর্ববর্তী সংসদের মতোই সংসদ সদস্যদের বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত ছিল।
- বরাবরের মতোই প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বিশ্লেষণ ও জবাবদিহি অনুপস্থিত ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই নামমাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন করেই বাজেট ও অর্থবিল পাস হয়।
- সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অনুপস্থিতি, যথাযথ গুরুত্বসহকারে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা, কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি, প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ, প্রতিপক্ষের মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটানো ও মতামত গ্রহণ না করার প্রবণতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে এবং সার্বিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।
- সদস্যের আচরণ ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্পিকারের যথাযথ ভূমিকা পালনের ঘাটতি ছিল লক্ষণীয়। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ বন্ধে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে তার নীরব ভূমিকা জাতীয় সংসদের সভাপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালনের ঘাটতিকেই প্রকাশ করে।
- স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যক্রমে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নিয়মিত বৈঠক না করা, দেশের জরুরি পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ঘাটতি, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের ঘাটতি ইত্যাদি কারণে কমিটিগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।
- স্থায়ী কমিটিগুলোর রিপোর্ট সহজলভ্য না হওয়া এবং প্রতিবেদন তৈরির নির্ধারিত একক কাঠামো না থাকায় কমিটির সুপারিশ ও তা বাস্তবায়নের চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়।
- সংসদে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব এযাবৎকালের সর্বোচ্চ হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ মোতাবেক তা এখনো ৩৩ শতাংশে পৌঁছেনি।
- সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি ছিল। সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি ছিল।

সুপারিশ

গবেষণা ফলাফলের আলোকে সংসদীয় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং সংসদীয় কার্যক্রমসমূহকে কার্যকর করতে নিচের সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলো–

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে, যাতে সংসদের মৌলিক ভূমিকা-জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়।

২. জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের সব সদস্যকে দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে সংসদের মৌলিক উদ্দেশ্য- জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়।

৩. সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রমের যথাযথ বিন্যাস নিশ্চিত করতে, বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা ও টেবিলে উত্থাপনের মাত্রা হ্রাস করে সরাসরি আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য কার্য উপদেষ্টা কমিটিকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪. সদস্যদের দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে অনাস্থা ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী মতপ্রকাশ, বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

৫. আইনের খসড়ার ওপর আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে সদস্যদের আগ্রহ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যদিকে খসড়ার ওপর জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত সব বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ ও গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।

৬. বিল ও বাজেটসহ যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত সব মতামত এবং নোটিশ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক গ্রহণ বা খারিজ করতে হবে। কোনো মতামত বা নোটিশ গ্রহণ বা খারিজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী হতে পর্যাপ্ত যুক্তি উপস্থাপিত না হলে সে বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন বা অভিমত উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে।

৭. রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনাবিষয়ক আলোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৮. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি মনোনয়ন স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত হতে হবে। নির্বাহী বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

৯. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে। সংসদীয় কমিটির স্বকীয়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি আইন" দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

১০. ২০১০ সালে সংসদে বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত 'সংসদ সদস্য আচরণ আইনের খসড়া' আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে যুগোপযোগী করে সংসদে উত্থাপন করে আইনে রূপান্তর করতে হবে।

১১. সংসদে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, অহেতুক প্রশংসা ও সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ (অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ) না করে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গঠনমূলক বিতর্ক নিশ্চিত করতে দলীয় প্রধান, হুইপ ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২. সংসদীয় কার্যক্রমবিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে সংসদীয় চর্চা ও আচরণ, আইন প্রণয়ন ও জবাবদিহিমূলক বিতর্কে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যমুক্ত উন্নয়ন, লিঙ্গীয় সমতা, নারী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি আলোচনার জন্য সংসদে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪. বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংসদের তথ্য প্রকাশসংক্রান্ত উত্তম চর্চাগুলো অনুসরণ করে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদের চলমান অবস্থার হালনাগাদ তথ্যের পাশাপাশি আর্কাইভের তথ্যগুলো প্রকাশিত থাকবে; বিশেষ করে ওয়েবসাইটে নিচের তথ্যগুলোর প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে–

- সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য (কার্যবিবরণী, বৈঠকে উপস্থিতি, প্রতিবেদন ইত্যাদি)।
- সদস্যের পরিচিতির অংশে নির্বাচনের হলফনামায় প্রদত্ত সব তথ্যের পাশাপাশি সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণবিষয়ক তথ্য (যেমন– ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে উপস্থিতি, কার্যক্রমভিত্তিক অংশগ্রহণ, প্রদত্ত নোটিশবিষয়ক বিস্তারিত তথ্য, কমিটি সংশ্লিষ্টতাবিষয়ক তথ্য ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় ও তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ)।
- জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত তথ্য।

তথ্যসূত্র

[১] Beetham, D, *Parliament and Democracy in the Twenty First Century: A Guide to Good Practice* (Geneva: Inter-Parliamentary Union (IPU), 2006).

[২] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[৩] United Nations, Sustainable Development, Goal 16, Target 16.6 & 16.7, https://sdgs.un.org/goals/goal16#targets_and_indicators

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, 2012, https://plandiv.gov.bd

[৫] *The Daily Star 2018,* 'Election Result 2018', https://www.thedailystar.net/bangladesh-national-election-2018/results

[৬] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, http://www.parliament.gov.bd/

[৭] Mandelbaum, Andrew G., and Daniel R. Swislow. *The role of parliamentary monitoring organizations* (Benchmarking and Self-Assessment for Parliaments 155, 2016)

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার*

মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ, ফারহানা রহমান ও মোহাম্মদ নূরে আলম

প্রেক্ষাপট

যাত্রী পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে বাস পরিবহন ব্যবসা খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নৌ, বিমান, রেল ও সড়ক পথের বিভিন্ন ধরনের পরিবহনে চলাচলকারী মোট যাত্রীর প্রায় ৬০ দশমিক ২ শতাংশ বাসে যাতায়াত করে। ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, সড়ক পরিবহন খাতে জড়িত মোট শ্রমিকের প্রায় ১৫ শতাংশ বাসযাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত।[১] বাংলাদেশে গণপরিবহনব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। সড়কে চলাচলকারী বাসের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসের হার ৯৮ দশমিক ৪ শতাংশ।[২] এই ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাঠামোয় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল গণপরিবহন জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা, যা ২০১৮ সালে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনে সর্বস্তরের নাগরিকদের অংশগ্রহণে প্রতীয়মান হয়।[৩] নিরাপদ সড়কের দাবিতে এই ছাত্র আন্দোলনের সূত্র ধরে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮[৪] প্রণয়ন করা হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বরাদ্দ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সড়ক ও পরিবহন খাতের উন্নয়ন বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ৬২ কোটি ২১ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের ৪ দশমিক ৫ শতাংশ।[৬] পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ পরিবহন ব্যবসা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা, সহনীয় ব্যয়ে ও সুবিধামতো সময়ে পরিবহন সুবিধা গ্রহণে সেবাগ্রহীতার পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সব ধরনের পরিবহন সেবার মধ্যে উপযুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।[৭] এ ছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে সংশ্লিষ্ট আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, মূল্য নির্ধারণে একাধিপত্য প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি প্রদানে শ্রমিক সংগঠনের দর-কষাকষি ও তদারকি জোরদার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার হিসেবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১১.২-এ নিরাপদ, সুলভ, ব্যবহারবান্ধব ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং ১৬.৫ ও ১৬.৬-এ সব স্তরে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস এবং কার্যকর, জবাবদিহি ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান বিকাশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।[৯]

---

* ২০২৪ সালের ৫ মার্চ ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

এসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং আইনি কাঠামো থাকার পরও গণমাধ্যম ও গবেষণায় এ খাত নিয়ে উদ্বেগ লক্ষণীয়। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের গণপরিবহন ব্যবসা খাতে বাড়তি ভাড়া আদায়[১০], বাসযাত্রী ও কর্মী/ শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় ঘাটতি[১১], যত্রতত্র স্টপেজ ও পার্কিং[১২], চাঁদাবাজি, যৌন হয়রানি[১৩], যাত্রী ও শ্রমিকদের জন্য অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় গণপরিবহন ব্যবসা পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ (যেমন সড়ক ও পরিবহনসংশ্লিষ্ট আইনের প্রতিপালন, রুট পারমিটসহ বিভিন্ন সনদ সংগ্রহে অনিয়ম-দুর্নীতি, যানজট, অংশীজনদের সাথে সমন্বয় ইত্যাদি) আলোচিত হলেও বাংলাদেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচারের প্রকৃতি ও মাত্রা সম্পর্কিত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান।[১৪] এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অর্থনীতি ও জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় বেসরকারি খাত নিয়ে টিআইবির অব্যাহত গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের আলোকে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতে শুদ্ধাচার-সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো– বাংলাদেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার পর্যালোচনা করা। এ ছাড়া গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস ব্যবসা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আইনের প্রতিপালন পর্যালোচনা করা।
- এ ব্যবসায় শুদ্ধাচারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা।
- এই খাতের নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।
- গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র এবং শুদ্ধাচারের নির্দেশকগুলো

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসার সাতটি নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবসায় শুদ্ধাচারের ছয়টি সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের আলোকে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণায় শুদ্ধাচার পর্যালোচনার নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলো হলো- ব্যবসার অনুমোদন, কর্মী ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, যাত্রীসেবা এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। গবেষণায় বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচারের ছয়টি সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের আলোকে ক্ষেত্রগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য, গবেষণায় ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসার বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য শুদ্ধাচারের নির্দেশকগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি ও সময়

- গবেষণায় ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা বলতে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি/মালিক সমিতি পরিচালিত বাস ও মিনিবাসে যাত্রী পরিবহন ব্যবসাকে বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আন্তঃজেলা-দূরপাল্লা, আন্তঃজেলা-আঞ্চলিক এবং সিটি সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- এই গবেষণায় ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার বলতে ব্যবসাসংশ্লিষ্ট আইনি বিধানের প্রতিপালন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, নির্ভরযোগ্যতা/ বিশ্বাসযোগ্যতা ও শ্রদ্ধাশীলতা/ সহমর্মিতা প্রদর্শনে অংশীজনের দৃঢ় অঙ্গীকার ও তার বাস্তবায়ন বোঝায়।[১৫]
- বিআরটিসির বাস পরিবহন ব্যবসা এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা, যেখানে গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত নমুনায়ন (Two stage stratified random sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নির্বাচনের মাধ্যমে ৩২টি জেলায় জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়। নিচের সারণিতে গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের ধরন, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উৎস তুলে ধরা হলো।

সারণি ১ : তথ্যের ধরন অনুযায়ী সংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ	বাসকর্মী/শ্রমিক জরিপ	৭০১ জন (বর্তমানে কর্তব্যরত বাসকর্মী/ শ্রমিক)
	বাস মালিক জরিপ	১৬৮ জন (বাস কোম্পানি/সমিতির একজন করে মালিক প্রতিনিধি)
	যাত্রীর অভিজ্ঞতা জরিপ	৬৯৬ জন (যারা জরিপকালে বাসে ভ্রমণ করেছেন)
	পর্যবেক্ষণ	৫১টি বাস টার্মিনাল
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	৩৭ জন (বাস মালিক, পরিবহন শ্রমিক সংগঠন এবং বাস মালিক সমিতির প্রতিনিধি, ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মগুলোর পরিদপ্তর (আরজেএসসি), সিটি করপোরেশন/পৌরসভা, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং যাত্রী ও কর্মী/ শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওর প্রতিনিধি, গবেষক/বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক)
পরোক্ষ	তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট, সংবাদপত্র এবং সংশ্লিষ্ট নথি

গবেষণার সময়

মে ২০২৩-ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর ২০২৩–এর মধ্যে মাঠপর্যায়ে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

অনুমোদন : বাসের নিবন্ধন ও সনদ

সড়কে বাণিজ্যিকভাবে চলাচলকারী প্রতিটি বাসের জন্য নিবন্ধন ও তিন ধরনের সনদ (ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ও রুট পারমিট) সংগ্রহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মী/শ্রমিকদের ৪০ দশমিক ৯ শতাংশের মতে, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এক বা একাধিক বাসের নিবন্ধনসহ কোনো না কোনো সনদের ঘাটতি আছে। এ হার আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক) বাস কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩৮ দশমিক ৩ শতাংশ এবং সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ।

সারণি ২ : কর্মী/শ্রমিকদের মতে, বাস রুটের ধরন অনুযায়ী কোম্পানির বাসের নিবন্ধন ও সনদ না থাকা (%)

নিবন্ধন ও সনদে ঘাটতির ধরন	কর্মী/শ্রমিকের হার (%)		
	আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক)	সিটি সার্ভিস	সার্বিক
মোটরযান নিবন্ধন না থাকা	২০.১	১০.০	১৮.৯
ফিটনেস সনদ না থাকা	২৩.০	৩১.৫	২৪.০
ট্যাক্স টোকেন না থাকা	১৯.৬	১০.০	১৮.৫
রুট পারমিট না থাকা	১৭.৭	৫৬.৪	২২.০

২৪ শতাংশ কর্মী/শ্রমিকের মতে, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কোনো না কোনো বাসের ফিটনেস সনদ নেই এবং ২২ শতাংশ বলেছেন, বাসের রুট পারমিট নেই। অনুরূপভাবে, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এক বা একাধিক বাসের নিবন্ধন সনদ নেই বলে উল্লেখ করেছেন ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক এবং ট্যাক্স টোকেন সনদ হালনাগাদ নেই বলে উল্লেখ করেছেন ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ বাস কর্মী/শ্রমিক। এ ছাড়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮–এ মোটরযান বিমার বিষয়টি ঐচ্ছিক করায় ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস ব্যবসায়ীদের মধ্যে মোটরযানের বিমা করায় আগ্রহ নেই।

কর্মী ব্যবস্থাপনা

কর্মী/শ্রমিক নিয়োগ, কর্মঘণ্টা ও আচরণবিধি

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (ধারা ১৩ ও ১৪) এবং শ্রম আইন, ২০০৬ [ধারা ১০২ (২)] অনুযায়ী গণপরিবহনের নিয়োগকৃত চালক, কন্ডাক্টর ও অন্যান্য কর্মী/শ্রমিককে লিখিত নিয়োগপত্র প্রদান,

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা এবং নিয়োগকৃত কর্মী/শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টার ওপরে কাজ করলে ওভারটাইম (অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা বছরে সর্বোচ্চ ১৫০ ঘণ্টা) পাওয়ার বিধান থাকলেও গবেষণায় এসব আইনি বিধানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মী/শ্রমিকদের ৮২ শতাংশ বলেছেন যে তাদের কোনো নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না এবং ৬৯ দশমিক ৩ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক বলেছেন, তাদের দৈনিক চুক্তি/ট্রিপ অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাধান্য পাওয়ায় কর্মী/শ্রমিকরা ওভারটাইম ভাতা পান না এবং তাদের দৈনিক নির্ধারিত কর্মঘণ্টাও নেই।

চিত্র ১ : নিয়োগপত্র, নির্ধারিত মজুরি/বেতন, আচরণবিধি ও শিশুশ্রম নিয়ে কর্মী/শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা (%)

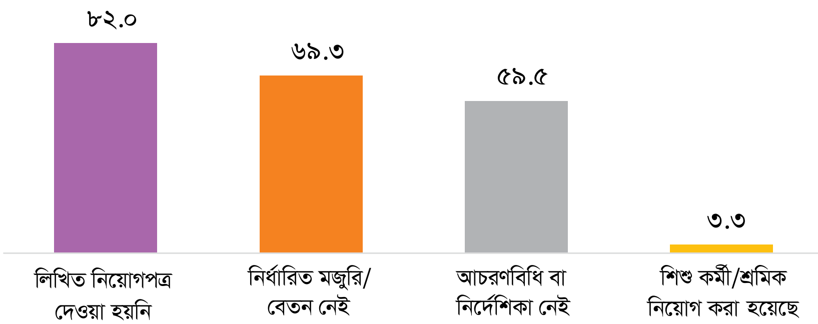

অধিকংশ কর্মী/শ্রমিকদের শ্রম আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্মঘণ্টার অধিক সময় কাজ করতে হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী বাস কর্মী/শ্রমিকদের দৈনিক গড়ে প্রায় ১১ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এ ছাড়া ৬৭ দশমিক ২ শতাংশ বাস কর্মী/শ্রমিকদের দৈনিক ৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজ করতে হয়, তবে তাদের অধিকাংশই ওভারটাইম ভাতা পান না। জরিপে ৫৯ দশমিক ৫ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক বলেছেন, তাদের জন্য কোম্পানির আচরণবিধি বা নির্দেশিকা নেই এবং ৩ দশমিক ৩ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক বলেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে শিশু কর্মী/শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২৫ জুন ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী, দূরপাল্লার সব বাসে বিকল্প চালক রাখার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৯ দশমিক ১ শতাংশ আন্তঃজেলা-দূরপাল্লার কোম্পানির বাসে বিকল্প চালক রাখা হয় না। বাসে বিকল্প চালক না থাকায়, বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে বাসচালকদের বিশ্রামহীনভাবে বাস চালাতে হয়। তবে ৩৮ দশমিক ১ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক জানান, চালকের বিশ্রাম প্রয়োজন হলে হেলপার/কন্ডাক্টর দ্বারা প্রধান সড়কের কিছু অংশে বাস চালানো হয়।

বাসচালক ও কন্ডাক্টরদের প্রশিক্ষণ এবং লাইসেন্স

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসের তুলনায় পেশাদার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও লাইসেন্সধারী চালকের সংকট আছে। গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, বিআরটিএ-তে নিবন্ধনকৃত সব ধরনের যানবাহনের সংখ্যার তুলনায়

৬৩ দশমিক ৫ শতাংশ পেশাদার লাইসেন্সধারী চালক রয়েছেন। এ ছাড়া জরিপে অংশগ্রহণকারী ১১ দশমিক ৯ শতাংশ বাস মালিক জানান, তাদের কোম্পানিতে এক বা একাধিক পেশাদার লাইসেন্সবিহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্সধারী চালক আছেন। তবে, সড়কে চলাচলকারী কোনো বাস কোম্পানির কন্ডাক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স নেই।

কর্মী/শ্রমিকদের বেতনকাঠামো

এ খাতে অধিকাংশ বাস কোম্পানি পদ ও গ্রেড অনুযায়ী মজুরি/বেতনকাঠামো অনুসরণ করে না, তারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে (যে নিয়োগে বাস মালিক কর্তৃক দৈনিক নির্ধারিত অর্থ তাকে জমা দিয়ে বাস চালাতে হয়) আগ্রহী ও ঝামেলাহীন মনে করেন। কর্মী/শ্রমিকদের আয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৩ সালে বাস কর্মী/শ্রমিকদের উপার্জিত আয় গেজেট অনুসারে সমন্বয়কৃত (২০২০ সালে প্রকাশিত গেজেটে 'নিম্নতম মজুরি বোর্ড' কর্তৃক সুপারিশকৃত মূল মজুরি/বেতনের সাথে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে পরিবহন শ্রমিকদের জন্য ২০২৩ সালের মজুরি/বেতন সমন্বয় করা হয়েছে) মজুরি/বেতন থেকে কম। জরিপে অংশগ্রহণকারী চালকদের মাসিক গড় আয় ১৭ হাজার ৬৫০ টাকা, যা গেজেটে উল্লিখিত চালকদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম বেতন/মজুরি থেকে কম। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, চালকদের ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ গেজেটে নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি/বেতন থেকে কম আয় করে, এ হার কন্ডাক্টর/সুপারভাইজারদের ক্ষেত্রে ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং হেলপারদের ক্ষেত্রে ৫৩ দশমিক ২ শতাংশ।

সারণি ৩ : গেজেটে নির্ধারিত মজুরি/বেতন এবং জরিপে প্রাপ্ত আয় (২০২৩ অনুযায়ী)

বাস কর্মী/শ্রমিকের ধরন	গেজেট অনুযায়ী মাসিক নিম্নতম মজুরি/বেতন* (টাকা)	মাসিক গড় আয়**/ মজুরি/বেতন (টাকা)	গেজেট অনুযায়ী মাসিক নিম্নতম মজুরির তুলনায় কম উপার্জনকারী কর্মী/ শ্রমিকের হার (%)
চালক	২১,৭৪৫ - ২৩,২২৬	১৭,৬৫০	৭৭.৫
কন্ডাক্টর/সুপারভাইজার	১৩,৯৬৫ - ১৪,৮৯২	১৩,৮৭১	৫৫.৯
টিকিট বিক্রেতা/ কাউন্টার কর্মী	১৩,৯৬৫ - ১৪,৮৯২	১২,৯৫৬	৪৪.৪
হেলপার	১১,৫৩৪ - ১২,২৮৭	১১,৬২০	৫৩.২

** ২০২০ সালে প্রকাশিত গেজেটে "নিম্নতম মজুরি বোর্ড" কর্তৃক সুপারিশকৃত মূল মজুরি/বেতনের সাথে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে পরিবহন শ্রমিকদের জন্য ২০২৩ সালের মজুরি/বেতন সমন্বয় করা হয়েছে।*

*** বেশির ভাগ বাসকর্মী/শ্রমিক চুক্তিভিত্তিক হওয়ায় মালিকপক্ষকে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ আয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।*

দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ও অনুদান

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় মালিকরা কর্মী/শ্রমিকদের চিকিৎসা খরচ দেন না। জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মী/শ্রমিকদের ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ ২০২৩ সালের

মার্চ-আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে বাস দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক মালিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। যেসব কর্মী/শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, তারা মালিক/কোম্পানির কাছ থেকে গড়ে মোট চিকিৎসা খরচের মাত্র ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ পেয়েছেন। এ ছাড়া বাসকর্মী/শ্রমিকদের মতে, বিআরটিএর ট্রাস্টি বোর্ড থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে দুর্ঘটনায় দায়ের করা মামলার নথি এবং সমিতির প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে ট্রাস্টি বোর্ডে জমা দিতে হয়, তবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কারণে কর্মী/শ্রমিকরা তা সংগ্রহ করতে না পারায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত হন। তা ছাড়া এ খাত ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্ঘটনাপ্রবণ কাজের ক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও বাসকর্মী/শ্রমিকদের জন্য কোনো বাস কোম্পানিতেই স্বাস্থ্য/জীবনবিমা সুবিধা নেই।

আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

নিরীক্ষা কার্যক্রম ও আর্থিক প্রতিবেদন

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮২ দশমিক ৭ শতাংশ কোম্পানির বহিঃস্থ নিরীক্ষা কার্যক্রম নেই এবং ৫৮ শতাংশ বাস কোম্পানিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কোনো নীতিমালা/গাইডলাইন নেই। এ ছাড়া কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এ বিধান থাকলেও অধিকাংশ বাস কোম্পানি যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে (আরজেএসসি) হালনাগাদ বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেয় না। অপরদিকে, ১৯ শতাংশ কোম্পানি তাদের বাজেট, আর্থিক বিবরণী/আয়-ব্যয়, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ইত্যাদি নথি সব অংশীদারকে (শেয়ারহোল্ডার) সরবরাহ করে না। তা ছাড়া বাস কোম্পানিগুলো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন, কর্মী/শ্রমিকের সংখ্যা ইত্যাদি কোনো মাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) জনসম্মুখে প্রকাশ করে না। আয়কর দেওয়ার ক্ষেত্রেও কোম্পানিগুলোর মধ্যে যথাযথভাবে আয়কর না দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান, কিছু ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে প্রকৃত আয় গোপন করার দৃষ্টান্ত আছে।

ব্যবসা পরিচালনায় অনির্ধারিত/অদৃশ্যমান ব্যয়

জরিপে ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে আর্থিক সহায়তা বা অনুদান দিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা চাঁদা হিসেবে এ অর্থ দিতে বাধ্য হয়, যা কোম্পানিগুলো 'করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর)' হিসেবে অভিহিত করে। এ ছাড়া রাজনৈতিক সমাবেশ, বিভিন্ন দিবস পালন, টার্মিনালের বাইরে (রাস্তায়) পার্কিং এবং সড়কের বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ও "টোকেন বাণিজ্যে"র জন্য বাস মালিক ও কর্মী/শ্রমিকরা চাঁদা বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেয় বা দিতে বাধ্য হয়। এ খাতে বাস মালিক ও কর্মী/শ্রমিক কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হলো ১ হাজার ৫৯ কোটি ৩৭ লাখ টাকা।

সারণি ৪ : ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ও আদায়কারী (প্রাক্কলিত*)

আদায়কারী গোষ্ঠী/ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান	নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া বাসের হার (%)	মাসিক নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (বাসপ্রতি গড় টাকা)	নিয়মবহির্ভূত অর্থের বার্ষিক প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ (কোটি টাকা)
দলীয় পরিচয়ের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী (সড়কে চাঁদাবাজি)	৯.৩	২,৭৭৯	২৪.৯৭
পৌরসভা/ সিটি করপোরেশনের কর্মী/প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মী (সড়কে পার্কিংয়ের জন্য)	১৩.২	২,৬২৫	৩৩.৪৮
ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ (মামলা এড়ানোর জন্য)	২৯.০	৩,১২৫	৮৭.৫৭
টার্মিনালে প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় মালিক ও শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় (ফির অতিরিক্ত আদায়) **	৫.৭	২,৫৭৫	১২.৭৬
বিআরটিএ (নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণ এবং হালনাগাদ বাবদ নিয়মবহির্ভূত অর্থ)	৫২.৯	১৭,৬১৯	৯০০.৫৯
		মোট =	১,০৫৯.৩৭

** নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলনে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিআরটিএতে নিবন্ধিত বাস ও মিনিবাসের সংখ্যাকে (৮০,৫২১টি) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। নিয়মবহির্ভূত অর্থের বার্ষিক প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ (কোটি টাকায়) = (মাসিক নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ X ১২ মাস X মোট বাসের সংখ্যা X নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া বাসের হার)/ ১,০০,০০,০০০।*

*** এ ক্ষেত্রে সিটি সার্ভিসের বাস (৮,০৬৭টি) বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।*

অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

অধিকাংশ বাস কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কমিটি থাকলেও আর্থিক বিষয়ে সাধারণ সদস্যদের মতামত দেওয়ার সুযোগ সীমিত এবং দৈনিক হিসাব সংরক্ষণের বিষয়েও অধিকাংশ সদস্য অবহিত থাকেন না। এ খাতের বেশির ভাগ আর্থিক লেনদেন নগদে (ক্যাশ) সম্পাদিত হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নথিভুক্ত করা হয় না। তবে, সম্প্রতি মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) মাধ্যমে কর্মী/শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া শুরু হয়েছে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

জরিপে ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ কোম্পানির বাস ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোনো অবকাঠামো নেই। এ হার আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক) বাস কোম্পানির ক্ষেত্রে ২৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ। সড়ক পরিবহন বিধিমালা অনুযায়ী, বাস কোম্পানির ডিপো থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও জরিপের তথ্যানুযায়ী, ৭৬ দশমিক ৭ শতাংশ কোম্পানির নিজস্ব ডিপো নেই। এ হার আন্তঃজেলা বাস কোম্পানির ক্ষেত্রে ৭৪ দশমিক ৮ শতাংশ এবং সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ। এ ছাড়া গ্যারেজ/মেরামত কারখানা নেই ৫৮ দশমিক ৩ শতাংশ বাস কোম্পানির।

সারণি ৫ : বাস কোম্পানিতে অবকাঠামোগত ঘাটতি

অবকাঠামোগত ঘাটতির ধরন	বাস কোম্পানির হার (%)		
	আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক)	সিটি সার্ভিস	সার্বিক
ডিপো নেই	৭৪.৮	৯০.০	৭৬.৭
গ্যারেজ/মেরামত কারখানা নেই	৫৮.৭	৫৫.০	৫৮.৩
কাউন্টার নেই	৪২.৭	৬৫.০	৪৫.৪
কর্মীদের আবাসন/বিশ্রামকক্ষ নেই	৮৩.৯	-	৮৩.৯

জরিপে আরও জানা যায়, বাস কোম্পানিগুলোর একাংশ অবৈধ অর্থের বিনিময়ে অনুমোদনহীন স্থানে কাউন্টার বসিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। অপরদিকে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৬ দশমিক ৫ শতাংশ আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক) বাস কোম্পানির যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত অপেক্ষার স্থান থাকলেও সেখানে লজিস্টিকস ঘাটতি বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে যাত্রীদের অপেক্ষার স্থানে শীতাতপ/ফ্যানের ব্যবস্থা নেই (৯০ শতাংশ), শিশুদের দুগ্ধপান করানোর কর্নার নেই (৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ), সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা নেই (৮৫ শতাংশ), প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও বয়স্কদের উপযোগী ব্যবস্থা নেই (৭২ দশমিক ৫ শতাংশ), বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নেই (৬৬ দশমিক ৩ শতাংশ), নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নেই (৪৫ শতাংশ) অন্যতম।

অগ্নি প্রতিরোধব্যবস্থা

জরিপে ৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ কোম্পানির অবকাঠামোতে অগ্নি প্রতিরোধ ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেই। যেসব কোম্পানির অবকাঠামোয় অগ্নি প্রতিরোধ ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যবস্থা (অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, পানি ছিটানোর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, ফায়ার অ্যালার্ম ইত্যাদি) আছে, তাদের গৃহীত ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

যানবাহন ব্যবস্থাপনা

যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ধারা ৪০ (১) অনুযায়ী মোটরযান নির্মাণ, সরঞ্জামাদির বিন্যাস ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত ও এমনভাবে করতে হবে, যাতে স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালানো ও পরিবেশের

সুরক্ষা নিশ্চিত হয় এবং ধারা ৪০ (৩) অনুযায়ী নির্ধারিত কারিগরি নির্দেশনার (technical specification)[১৬] ব্যত্যয় ঘটিয়ে মোটরযানের কোনো কিছু পরিবর্তন করা যাবে না। জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মী/শ্রমিকদের ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশের অভিজ্ঞতায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বাসে নিয়মানুযায়ী বাসের টায়ার, ইঞ্জিন অয়েল, ব্রেক ইত্যাদি পরিবর্তন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না, এ হার আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক) বাস কোম্পানির ক্ষেত্রে ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ এবং সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৮৯ দশমিক ২ শতাংশ। এ ছাড়া কর্মী/শ্রমিকদের ৪৮ দশমিক ৩ শতাংশের মতে, বাসের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত না করায় তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির গাড়ি সড়ক পথে কালো ধোঁয়া নির্গমন বা নিঃসরণ করে। অনেক ক্ষেত্রে বাস মালিকরা নকশা পরিবর্তন করে, বাসে অতিরিক্ত আসন সংযোজন করে যাত্রী পরিবহন করে থাকে। জরিপে অংশগ্রহণকারী সিটি সার্ভিসের কর্মী/ শ্রমিকদের ৪০ দশমিক ৪ শতাংশ বলেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির গাড়িতে নকশা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত আসন সংযোজন করা হয়েছে। আন্তঃজেলা বাস কোম্পানির ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ এবং সিটি সার্ভিসের ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক বলেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বাসে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া বাস কোম্পানি, মালিক ও কর্মী/শ্রমিকদের সচেতনতার ঘাটতির কারণে ব্যবহৃত ইঞ্জিন অয়েল, ব্যাটারির অ্যাসিড, বাস ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত পানিসহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ পানি ও মাটির সাথে মিশে স্থানীয় পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে।

সারণি ৬ : কর্মী/শ্রমিকদের অভিজ্ঞতায় বাস চলাচলের রুটের ধরন অনুযায়ী যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যমান ব্যত্যয়

যানবাহন ব্যবস্থাপনায় ব্যত্যয়	কর্মী/শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা (%)		
	আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক)	সিটি সার্ভিস	সার্বিক
নিয়ম অনুযায়ী বাসের টায়ার, ইঞ্জিন অয়েল, ব্রেকসংক্রান্ত সরঞ্জামাদি ইত্যাদি পরিবর্তন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না	৬০.৪	৮৯.২	৬৩.৬
নকশা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত আসন সংযোজন করা হয়	৯.৪	৪০.৪	১২.৫
হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করা হয়	৬০.৯	২৬.৪	৫৭.১

বাসের গতি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৮ দশমিক ৪ শতাংশ কোম্পানি তাদের বাসের গতি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ কোম্পানি সুপারভাইজারের মাধ্যমে, ১৮ শতাংশ জিপিএস ট্র্যাকারের মাধ্যমে এবং ১২ শতাংশ কোম্পানি সফটওয়্যার/ অ্যাপসের মাধ্যমে গাড়ির গতি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে; অর্থাৎ অধিকাংশ কোম্পানি প্রযুক্তিনির্ভর ট্র্যাকিং ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সড়কে বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ ও অবস্থান পর্যবেক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সড়কে গাড়ি বিকল হওয়া

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭০ দশমিক ২ শতাংশ কর্মী/শ্রমিকের মতে, গতি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর না হওয়া ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতির কারণে যাত্রাপথে বাস বিকল হওয়া এবং প্রাণহানিসহ দুর্ঘটনা ঘটে।

ডিজিটাইজেশন

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস কোম্পানিগুলোর মধ্যে মোট ১০টি বাস কোম্পানির (শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ) নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, তবে এসব ওয়েবসাইটে কোম্পানি-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যের (যেমন পরিচালনা পর্ষদ, জনবল, আর্থিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি-সংক্রান্ত) ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে ১০২টি বাস কোম্পানি নিজস্ব ওয়েবসাইট ও/অথবা 'টিকিট সেল পোর্টাল'-এর মাধ্যমে যাত্রীদের কাছে অনলাইনে টিকিট বিক্রির সুযোগ তৈরি করেছে। তবে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ৮ দশমিক ৫ শতাংশ আন্তঃজেলা-দূরপাল্লা বাসের যাত্রী অনলাইনে ভ্রমণের টিকিট সংগ্রহ করেছেন। অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করা যাত্রীদের একাংশ টিকিট সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, এর মধ্যে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, অনলাইনে যে সিট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে তা না দেওয়া, যাত্রা বাতিল করলে টিকিটের মূল্য ফেরত না দেওয়া বা দিতে দেরি করা অন্যতম। অপরদিকে, ঢাকা সিটি সার্ভিসের ই-টিকেটিংয়ের ক্ষেত্রে কর্মী/শ্রমিকদের ২২ দশমিক ৪ শতাংশ বলেছেন, তাদের কোম্পানির বাসে মালিক সমিতি কর্তৃক চালুকৃত ই-টিকেটিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়নি/উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে যেসব কোম্পানি ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করেছিল, তাদের অধিকাংশ 'পজ' মেশিনের অপ্রতুলতা, 'পজ' মেশিন প্রায় নষ্ট হওয়া, প্রিন্টের কাগজ-সংকট ইত্যাদি কারণে ব্যবস্থাটি বন্ধ রেখেছে বলে জানিয়েছেন বাস মালিক ও কর্মী/শ্রমিকরা।

যাত্রীসেবা

নির্ধারিত মূল্যে টিকিট সরবরাহ

জরিপে অংশগ্রহণকারী বাস কর্মী/শ্রমিকদের ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ বলেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বাসে নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয়, এ হার সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৪২ দশমিক ৫ শতাংশ এবং আন্তঃজেলা বাস কোম্পানির ক্ষেত্রে ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ। এর পাশাপাশি ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক বলেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট বাস কোম্পানি ভাড়ার বিপরীতে যাত্রীদের কোনো টিকিট সরবরাহ করে না। জরিপে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ আন্তঃজেলা বাস কোম্পানিতে টিকিট বাতিল ও মূল্য ফেরত দেওয়ার কোনো লিখিত নীতিমালা নেই।

নিরাপদ ড্রাইভিং ও ভ্রমণ

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৫ দশমিক ৮ শতাংশ যাত্রী, ৪৮ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক এবং ৫১ দশমিক ৮ শতাংশ বাস মালিক মাত্রাতিরিক্ত গতিকে বাস দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে চালক বাস চালান এবং কন্ডাক্টর/হেলপার/সুপারভাইজার বাসে দায়িত্ব পালন করেন বলে তথ্য দিয়েছেন ২২ দশমিক ২ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক, এ হার সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৪৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং আন্তঃজেলার ক্ষেত্রে ১৯ দশমিক

২ শতাংশ। তথ্যদাতাদের মতে, নিরাপদ সড়ক নির্দেশনার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে চলন্ত বাসে চালকরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, ফলে অনেক সময় প্রাণহানিসহ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বিআরটিএর তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনার (২ হাজার ৯৫৭টি) শিকার সব ধরনের যানবাহনের মধ্যে বাসের অবস্থান তৃতীয় স্থানে (৫৯৭টি) এবং মৃত্যুর সংখ্যা ২৩২। তবে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের সাথে বিআরটিএর প্রকাশিত তথ্যের গরমিল রয়েছে। বিআরটিএর তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে সড়কে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৫ হাজার ২৪, তবে যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্যানুযায়ী, এ সংখ্যা ৭ হাজার ৯০২।

অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮০ দশমিক ৮ শতাংশ বাসযাত্রীর মতে, বাসে নির্ধারিতসংখ্যক যাত্রীর তুলনায় অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করা হয়, এ হার সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৮২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং আন্তঃজেলার ক্ষেত্রে ৭৯ দশমিক ৮ শতাংশ।

দুর্ঘটনা ও হারানো মালামালের ক্ষতিপূরণ

জরিপে ৬৪ দশমিক ৭ শতাংশ কোম্পানি দুর্ঘটনার শিকার যাত্রীদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়নি বা কোম্পানিতে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া আন্তঃজেলা-দূরপাল্লার ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ বাস কোম্পানিতে যাত্রীদের হারানো মালামালের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কোনো বিধান বা ব্যবস্থা নেই।

যত্রতত্র বাস থামানো

জরিপে ৮৬ দশমিক ৫ শতাংশ বাসযাত্রীর মতে, বাস নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্যত্র থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা করায়, সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে এ হার ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ এবং আন্তঃজেলার ক্ষেত্রে ৮৫ দশমিক ৮ শতাংশ। কিছু ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত গন্তব্যে না পৌঁছিয়ে বাস কর্মী/শ্রমিকরা যাত্রীদের মাঝপথে নামিয়ে দেন, যার কারণে রাত্রিকালীন ভ্রমণে যাত্রীরা অনিরাপদ হয়ে পড়ে এবং নারীদের যৌন হয়রানির ঝুঁকি তৈরি হয়।

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি এবং বয়স্কদের জন্য যাত্রীবান্ধব সেবা

আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক) বাসে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত আসন রাখা হয় না এবং অধিকাংশ কোম্পানির বাসে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের ওঠা-নামার জন্য র‍্যাম্পের ব্যবস্থা নেই। অপরদিকে সিটি সার্ভিসের ৪০ দশমিক ৫ শতাংশ কর্মী/শ্রমিক বলেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বাসে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও বয়স্ক যাত্রীদর জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার আইনি বিধান অনুসরণ করা হয় না। বাসে সংরক্ষিত আসন লেখা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হয় না এবং এ ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বাস কর্মী/শ্রমিকদের অনীহা লক্ষণীয়। এ ছাড়া বাসের নকশা পরিবর্তন করে ইঞ্জিনের পাশে সিট সংযোজন করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও বয়স্কদের জন্য আসন দেওয়া হয় এবং বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে ইঞ্জিন কভারের ওপর বাস যাত্রীদের বসতে হয়।

যৌন হয়রানি

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৫ দশমিক ২ শতাংশ নারী বাসযাত্রী যাত্রাপথে কোনো না কোনো সময় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বা হতে দেখেছেন, এ হার আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক) বাসের নারী যাত্রীদের ক্ষেত্রে ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ এবং সিটি সার্ভিসের বাসের নারী যাত্রীদের ক্ষেত্রে ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ। যেসব নারী যাত্রাপথে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বা হতে দেখেছেন, তাদের ৮৩ দশমিক ২ শতাংশ সহযাত্রীর দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বা হতে দেখেছেন এবং হেলপার দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বা হতে দেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ বাসযাত্রী। সহযাত্রী দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়ে বাসের চালক, কন্ডাক্টর/সুপারভাইজার/হেলপারের কাছে অভিযোগ করলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয় না। এ ক্ষেত্রে বাস কর্মী/শ্রমিকদের বক্তব্য হলো, 'কর্তৃপক্ষ' থেকে কোনো ধরনের ঝামেলায় জড়াতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

তথ্য প্রদর্শন

জরিপে ৪৭ দশমিক ১ শতাংশ বাসযাত্রী বলেছেন, সংশ্লিষ্ট বাসের ভেতরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রীদের সুবিধার্থে কোনো না কোনো তথ্য প্রদর্শিত ছিল, এ হার আন্তঃজেলা বাসের ক্ষেত্রে ৪৭ শতাংশ এবং সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ। যাত্রীদের মতে, প্রদর্শিত তথ্যের মধ্যে গাড়ির নম্বর (৪১ দশমিক ৪ শতাংশ), দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়ার তালিকা (৩৪ দশমিক ২ শতাংশ), অভিযোগ জানানোর হটলাইন নম্বর (৩১ দশমিক ৮ শতাংশ), নিরাপত্তা নির্দেশনাবলি (২৭ দশমিক ৯ শতাংশ), যাত্রীদের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় (২২ দশমিক ২ শতাংশ) এবং চালকের নাম ও লাইসেন্স নম্বর (১৫ দশমিক ৬ শতাংশ) অন্যতম।

চিত্র ২ : যাত্রীদের মতে, বাসের ভেতরে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শিত তথ্য (%)

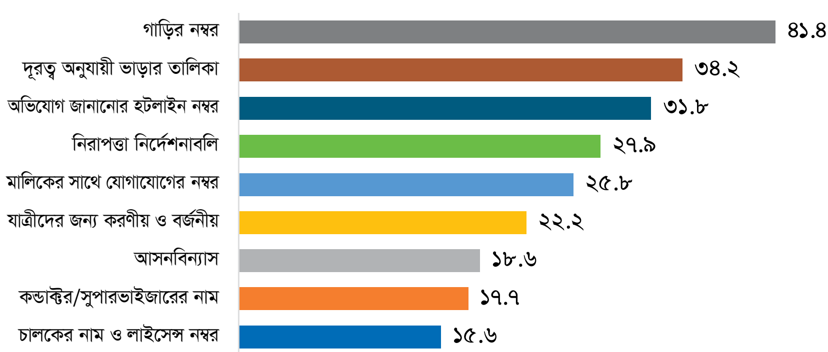

অভিযোগ দায়ের ও নিরসন

জরিপে অংশগ্রহণকারী বাসযাত্রীদের ৬০ দশমিক ৫ শতাংশ অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, পরিবহন কর্মী/শ্রমিকদের খারাপ আচরণ, যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের শিকার হলেও,

তাদের ৯২ দশমিক ৯ শতাংশ কোথাও অভিযোগ করেননি। অভিযোগ না জানানোর কারণ হিসেবে যাত্রীরা- অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই অভিযোগ জানাননি (৫২ দশমিক ৯ শতাংশ), অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না, (৪৭ দশমিক ১ শতাংশ), ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে (৪৩ দশমিক ৩ শতাংশ) এবং সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করেন না (৪১ দশমিক ৬ শতাংশ) বলে মন্তব্য করেছেন। এ ছাড়া জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৩ দশমিক ১ শতাংশ কোম্পানিতে অভিযোগ নিরসনে কোনো কমিটি ও সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া নেই।

নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

সড়কে শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ঘাটতি রয়েছে বিআরটিএতে এবং এ কার্যক্রম তদারকি করার জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতিও বিদ্যমান। তা ছাড়া বিআরটিএ হতে বাসের নিবন্ধনসহ বিভিন্ন প্রকার সনদ ও ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে বাস মালিক ও চালকরা সময়ক্ষেপণসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে বিগত এক বছরে বিআরটিএ হতে নিবন্ধন ও সনদসংক্রান্ত সেবা পেতে ব্যয়িত সময়, ঘুষের শিকার হওয়ার হার ও পরিমাণ নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ৭ : গত এক বছরে বিআরটিএ হতে নিবন্ধন ও সনদসংক্রান্ত সেবা পেতে ব্যয়িত সময়, ঘুষের শিকার হওয়ার হার এবং গড় ঘুষের পরিমাণ

সেবার ধরন	সেবা পেতে নির্ধারিত ও ব্যয়িত সময় (কর্মদিবস)		সেবা পেতে ঘুষের শিকার হওয়ার হার ও পরিমাণ	
	সেবাপ্রাপ্তির নির্ধারিত সময়	সেবাপ্রাপ্তিতে গড় ব্যয়িত সময়	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া বাসের হার (%)	বাসপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
মোটরযান নিবন্ধন/রেজিস্ট্রেশন	১-১৪	৩০	৪১.৯	১২,২৭২
ফিটনেস সনদ ইস্যু/নবায়ন	১-২	১৩	৪৬.৩	৭,৬৩৫
রুট পারমিট ইস্যু/নবায়ন	১৫-২০	৪৫	৪২.৬	৫,৯৯৯

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ : নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে দালালের সহায়তায় সেবাগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে যোগসাজশ ও পরীক্ষা না করে ফিটনেসসহ অন্যান্য সনদ সংগ্রহ ইত্যাদি।

সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা

বাস টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা। সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার আওতাধীন বাস টার্মিনালের অধিকাংশ ইজারা/লিজের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ইজারাদার নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও জনবলের ঘাটতি, ইজারাদারের দায়িত্বে অবহেলা, কার্যকর তদারকির ঘাটতি ইত্যাদি কারণে বাসযাত্রীরা মানসম্মত সেবা না পাওয়ায় টার্মিনাল ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। টার্মিনালে স্থান সংকটের কারণে অধিকাংশ বাস টার্মিনালের বাইরের রাস্তায় পার্ক করে রাখতে হয়। ঢাকার তিনটি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের ভেতরে সংশ্লিষ্ট রুট ব্যবহারকারী বাসগুলোর মাত্র ১০-১৫ শতাংশ রাখা যায়। টার্মিনালের বাইরে এসব কোম্পানির বাস রাখতে সিটি করপোরেশন/পৌরসভার প্রতিনিধিকে বাসপ্রতি দৈনিক গড়ে ১০৫ টাকা চাঁদা দিতে হয়।

ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গত ছয় মাসে ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ বাস কর্মী/শ্রমিক ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক এক বা একাধিকবার মামলার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলেও ঘুষের বিনিময়ে মামলা থেকে চালকদের অব্যাহতি দেওয়ার তথ্যও রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত জরিমানা থেকে কম পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দিয়ে কর্মী/শ্রমিক বা মালিকরা মামলা এড়িয়ে যান। এ ছাড়া ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানো, 'রিকুইজিশন' এড়ানো এবং নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে অন্য রুটে গাড়ি চালানোর সুবিধা নেওয়ার জন্যও ঘুষ দিতে হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মী/শ্রমিকদের ২৯ শতাংশ মার্চ-আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন কারণে ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশকে ঘুষ দিয়েছেন বলে জানান। এ ক্ষেত্রে আন্তঃজেলা-দূরপাল্লা রুটের বাসের (২৫ শতাংশ) ক্ষেত্রে বাসপ্রতি মাসিক গড় ঘুষের পরিমাণ ১ হাজার ১৯ টাকা, আন্তঃজেলা-আঞ্চলিক রুটের বাসের (১৫ দশমিক ২ শতাংশ) ক্ষেত্রে ১ হাজার ১৩৩ টাকা এবং সিটি সার্ভিসের বাসের (৮৮ দশমিক ৯ শতাংশ) ক্ষেত্রে মাসিক গড় ঘুষের পরিমাণ ৫ হাজার ৬৫৬ টাকা।

শ্রমিক সংগঠন

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, দক্ষতার ঘাটতি, মালিকদের 'পকেট কমিটি' হওয়া, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতির কারণে শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার আদায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এসব শ্রমিক সংগঠন যাত্রী ও নাগরিকদের জিম্মি করে ভাড়া বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মামলায় মালিক ও শ্রমিক নেতাদের মুক্তি এবং আইন পরিবর্তনসহ অন্যান্য ইস্যুতে মালিকপক্ষের হয়ে ধর্মঘট ডাকে। কিন্তু শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকার (নিয়োগ, বেতন-ভাতা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি) আদায়ে উল্লেখযোগ্য ও দৃশ্যমান কর্মসূচি নেয় না। স্থানভেদে শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস থেকে ট্রিপপ্রতি ৩০-৫০ টাকা আদায় করলেও এই তহবিল ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান। অধিকাংশ বাস কর্মী/শ্রমিক মনে করেন, শ্রমিক সংগঠনের নামে সংগ্রহ করা অর্থ তাদের প্রয়োজনে ব্যয় হয় না।

বাস মালিক সংগঠন

অধিকাংশ বাস মালিক সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা। তবে বাসের মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের নেতা মালিক সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার উদাহরণ রয়েছে। মালিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল এবং মালিক ও শ্রমিক নেতাদের ব্যক্তিগত মামলায় মুক্তিসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ে বাস শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করে। নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি প্রতিষ্ঠানে এবং রুট নির্বাচনে মালিক সংগঠনগুলো প্রভাব বিস্তার করে, যা ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসার প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করে। এ ছাড়া বাস মালিক সংগঠনগুলোর আয়ের প্রধান মাধ্যম হলো মালিকদের এককালীন চাঁদা ও ট্রিপপ্রতি ফি আদায়, তবে এসব আয় এবং ব্যয়ের খাতসহ তহবিল ব্যবস্থাপনার তথ্য প্রকাশ করা হয় না। অপরদিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা পরিচালনার পূর্বশর্ত হিসেবে উচ্চ হারে ফি পরিশোধ করে মালিক সমিতির সদস্য পদ নিতে হয়, যা এ খাতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত।

মালিকদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও নীতি করায়ত্ত

অল্পসংখ্যক মালিকের নিয়ন্ত্রণে দেশের অধিকাংশ বাস, জরিপে অংশগ্রহণকারী ২২টি (১৩ দশমিক ১ শতাংশ) কোম্পানির কাছে ৮১ দশমিক ৪ শতাংশ বাসের মালিকানা থাকায় এ খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় তারা প্রভাব বিস্তার করে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত এসব বৃহৎ বাস কোম্পানির প্রায় ৯২ শতাংশের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাথে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল (৮০ শতাংশ) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের (১২ শতাংশ) প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ফলে কোম্পানি ও মালিক সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নীতি করায়ত্ত, ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া ও কোম্পানি/সংগঠনের পক্ষে সুবিধা আদায়ে তৎপর থাকে। এ ক্ষেত্রে–

- আইন প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার– সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এ মোটরযান বিমা ঐচ্ছিক করা, আর্থিক জরিমানা ও দুর্ঘটনায় দায়ী ব্যক্তির শাস্তির মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রে মালিক ও তাদের সংগঠন কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের তথ্য পাওয়া গেছে।
- আইন প্রয়োগে বাধা প্রদান– সড়ক পরিবহন আইনের ৯টি ধারা সংশোধনের দাবিতে মালিক সংগঠনের প্ররোচনায় শ্রমিক বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'আইনটি বাস্তবায়নের মতো পরিবেশ তৈরি হয়নি' বলে মন্তব্য করেন। ফলে সড়ক পরিবহন আইনের কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না, যা মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের হাতে এ খাতের জিম্মিদশার পরিচায়ক।
- ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে শ্রমিকদের ব্যবহার করে ধর্মঘট ডেকে যাত্রীদের দুর্ভোগে ফেলা হয়
- ভাড়া নির্ধারণে বাস মালিক সংগঠনের একক আধিপত্য বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে বাসযাত্রী-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতিনিধিত্ব নেই।

বাস মালিক সংগঠনের নেতৃত্ব এবং মালিকদের একাংশের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে কাজে লাগিয়ে বাসে যাত্রী পরিবহন ব্যবসায় 'সিন্ডিকেট' গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থনপুষ্টদের দ্বারা পরিবহন ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ক্ষেত্রে ঢাকায় সিটি সার্ভিসের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় 'বাস রুট রেশনালাইজেশন'-এর যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়নে ধীরগতির অন্যতম কারণ হলো মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের অসহযোগিতা।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন খাত কতিপয় কোম্পানি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় প্রভাব বিস্তার ও অসম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

২. মালিক সংগঠনের নেতাদের অধিকাংশ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত, তারা এ খাতে একচেটিয়া ক্ষমতাচর্চার পাশাপাশি নীতি করায়ত্ত করার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

৩. ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন খাতে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাস কোম্পানির পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন প্রতিপালন, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরি, কর্মী/শ্রমিকদের বেতন, ভাতা ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান, সংগৃহীত তহবিলের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যাত্রীদের মানসম্মত সেবাদান, তথ্যের উন্মুক্ততায় ঘাটতি অন্যতম।

৪. শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস কর্মী/শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে আশানুরূপ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিক কল্যাণের নামে সংগৃহীত তহবিলের অপব্যবহার এবং নেতৃত্বের একাংশ মালিকপক্ষের সাথে যোগসাজশে লিপ্ত হওয়ায় সাধারণ শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৫. একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ গণপরিবহনব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। সড়কসংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ এবং সড়ক পরিবহন খাতে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপে ঘাটতি বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে– সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এ যানবাহনের বিমা ঐচ্ছিক রাখা, যাত্রীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং পরিবহন মালিক, নেতা, কর্মী/শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়নের বিধান না রাখা এবং দুর্ঘটনায় দায়ী বাস মালিক ও কর্মী/শ্রমিকদের শাস্তি নিশ্চিত না করা অন্যতম।

৬. ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিআরটিএর ঘাটতি বিদ্যমান। এর মধ্যে অংশীজনদের সাথে সমন্বয়, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দেওয়া, নিবন্ধন ও সনদসংক্রান্ত সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় ও দালাল কর্তৃক হয়রানি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি অন্যতম।

৭. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ব্যর্থতা রয়েছে। সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে ঘুষ, টোকেন-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায়।

৮. ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতে শুদ্ধাচারের ঘাটতির বিরূপ প্রভাব (অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি) বাস কর্মী/শ্রমিক ও যাত্রীদের ওপর পড়ে। ফলে কর্মী/শ্রমিকরা অবহেলিত এবং যাত্রীরা মানসম্মত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

সুপারিশ

ক. কর্মী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

১. কোম্পানিগুলোকে অনানুষ্ঠানিক নিয়োগ বন্ধ করে শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কর্মী/শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দিতে হবে, যেখানে তাদের নিয়োগের শর্তাবলি, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত থাকবে।

২. সব বাস কোম্পানিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা (অর্থ ও প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার, অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন, তথ্য উন্মুক্তকরণ, ক্রয়, টিকিট ইত্যাদি সংক্রান্ত) প্রণয়ন করতে হবে এবং তা তদারকির আওতায় আনতে হবে।

৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, বিশেষ করে মালিক এবং কর্মী/শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্টকরণসহ নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. কোম্পানি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। শ্রমিক সংগঠন যেন দলীয় রাজনীতি ও মালিকপক্ষের স্বার্থের প্রভাবমুক্ত হয়ে বাস্তবে শ্রমিক অধিকার অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালনে নিবেদিত হতে পারে, এমন পরিবেশ নিশ্চিতে সরকার, রাজনৈতিক দল, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন; প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ. অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

৫. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (ডিপো, মেরামত কারখানা, কাউন্টার, যাত্রীদের লাউঞ্জ ইত্যাদি) নির্মাণ এবং এসব স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোম্পানিকে উদ্যোগ নিতে হবে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে দূরপাল্লার সব গন্তব্যে অনলাইনে টিকিট বিক্রি এবং সিটি সার্ভিসের জন্য ই-টিকেটিং/র‍্যাপিড পাস সেবা চালু ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত আসন সংযোজন, হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার ও কালো ধোঁয়া নির্গমন এবং রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর তদারকি করতে হবে।

গ. যাত্রীসেবা

৮. অভিযোগ প্রতিকারব্যবস্থা সহজ ও কার্যকর করার জন্য বাস পরিবহন ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি সংস্থাগুলোকে বাসযাত্রী ও কর্মী/শ্রমিকদের সব ধরনের সমস্যার বিষয়ে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে এবং অভিযোগ নিরসনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

৯. সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে চালক ও কন্ডাক্টরের ছবি, সনদ নম্বর, বাসের নিবন্ধন নম্বর, অভিযোগ করার ফোন/মোবাইল/ হটলাইন নম্বর এবং ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন ও তা বাস্তবায়নে কোম্পানি কর্তৃক কার্যকর তদারকি নিশ্চিতে করতে হবে।

১০. নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য আসন নির্ধারণ, সহজে ব্যবহার উপযোগী র‌্যাম্প ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

১১. ভ্রমণে যৌন হয়রানি রোধে মালিক, শ্রমিক ও যাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যৌন হয়রানির কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, হয়রানির শিকার হওয়া ব্যক্তি যেন যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে, সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি প্রতিষ্ঠান

১২. সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হয়ে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৩. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এ যানবাহনের বিমা বাধ্যতামূলক করা; যাত্রীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিধান সুস্পষ্ট করা; বাস মালিক, নেতা, কর্মী/শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৪. বিআরটিএ কর্তৃক নিবন্ধন ও সনদ সরবরাহে ডিজিটাল প্রযুক্তির পর্যাপ্ত ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। চালক ও কন্ডাক্টরদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও সনদের তথ্য যাচাইয়ে একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করে প্রকাশ করতে হবে।

১৫. সড়কে চাঁদাবাজির সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং যানবাহনের নিবন্ধন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। বিআরটিএ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ এ খাতে সংশ্লিষ্ট সবার বৈধ আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ অর্জন প্রতিরোধে দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিতে পরিচয় ও অবস্থাননির্বিশেষে আইনের যথাযোগ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিআরটিএ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও প্রায়োগিক শুদ্ধাচার উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী নৈতিক আচরণবিধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES) ২০১৬-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন (২০১৬); বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; https://drive.google.com/file/d/1TmUmC-0M3wC5IN6_tUxZUvTW2rmUxMce/view (১ মার্চ ২০২৪)।

২ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৩), পৃষ্ঠা#৭; বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; http://www.brta.gov.bd/sites/default/files/files/brta.portal.gov.bd/annual_reports/9c5532fd_05da_4e14_9feb_d606ce97bbbf/2023-11-01-08-44-d71a318c9e1f579dbb115d83edbeb110.pdf (১ মার্চ ২০২৪)।

৩ 'বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন: যে কারণে এত আলোড়ন', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, https://www.bbc.com/bengali/news-45048714 (২ আগস্ট ২০১৮); 'আন্দোলন-আইনের পরও সড়ক কেন নিরাপদ করা যাচ্ছে না?', *বাংলা ট্রিবিউন* https://www.banglatribune.com/others/821139/ আন্দোলন-আইনের-পরও-সড়ক-কেন-নিরাপদ-করা (২২ অক্টোবর ২০২৩)।

৪ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (৮ অক্টোবর ২০১৮), লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1262.html (৯ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; https://plandiv.gov.bd/site/files/bd4f359e-ce93-4d0c-bac5-b36219aa8371/অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা-(বাংলা) (৮ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৬ বাজেট ২০২৩-২০২৪; অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; https://mof.gov.bd/site/view/budget_mof/২০২৩-২৪/বাজেটের%২০সংক্ষিপ্তসার/Budget-in-Brief; https://mof.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/budget_mof/741f5c25_3bae_4a3e_8c1f_cd2aa55c7576/roads%20(1).pdf (১ মার্চ ২০২৪)।

৭ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ (মার্চ ২০২০); সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/26c6fce5_f1b1_4f36_8f5b_fea4e11cdb92/ (৭ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (অক্টোবর ২০১২), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; https://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/page/2923c670_4862_4936_b6b1_9f666353b00d/National%20Integrity%20Strategy.pdf (৭ ডিসেম্বর ২০২৩)।

৯ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (এপ্রিল ২০১৭), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/6e699ad0_ca13_401c_ad6e_b83356511fac/SDGs%20Bangla%20Version_11.09.2018.pdf (৭ ডিসেম্বর ২০২৩)।

১০ *দ্য ডেইলি স্টার বাংলা*, 'উত্তরবঙ্গে ঈদযাত্রায় বাড়তি ভাড়া', https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-470241 (১৪ এপ্রিল ২০২৩); *প্রথম আলো*, 'নোয়াখালীতে ঘোষণা ছাড়াই বাসে বাড়তি ভাড়া আদায়, যাত্রীদের অসন্তোষ',

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/11mz0c9w6f (৬ আগস্ট ২০২২); *বিবিস নিউজ বাংলা*, 'বাস ভাড়া: ওয়েবিল কী? ওয়েবিল নিয়ে কেন মুখোমুখি পরিবহন মালিকা শ্রমিক?', https://www.bbc.com/bengali/news-59328964 (১৮ নভেম্বর ২০২১); *প্রথম আলো*, 'ঢাকার বাসে বেশি ভাড়া আদায় চলছেই', https://www.prothomalo.com/bangladesh/capitalবেশি-ভাড়া-আদায়-চলছেই (১৮ নভেম্বর ২০২১); *প্রথম আলো*, 'ভাড়া বাড়ল ২৭ শতাংশ, পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার', https://www.prothomalo.com/bangladesh/২৭-শতাংশ-ভাড়া-বাড়িয়ে-পরিবহন-ধর্মঘট-প্রত্যাহার (৭ নভেম্বর ২০২১)।

[১১] *প্রথম আলো*, 'দুই বাসের রেষারেষিতে প্রাণ গেল অপেক্ষায় থাকা দুই যাত্রীর', https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ts6br9aark (৭ ডিসেম্বর ২০২৩); *দৈনিক বণিক বার্তা*, 'শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হোক', https://bonikbarta.net/home/news_description/339063/শ্রমিকের-অধিকার-ও-নিরাপত্তা-সুরক্ষিত-হোক (১ মে ২০২৩);

প্রথম আলো, 'বাসে ডাকাতি ও ধর্ষণ: যাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়', https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/jphcx3ks77 (৫ আগস্ট, ২০২২); *দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন*, 'যাত্রীদের নিরাপত্তায় বাসের ভেতরেও বাসের নিবন্ধন নম্বর প্রদর্শনের দাবি', https://www.banglatribune.com/others/768265/যাত্রী-নিরাপত্তায়-বাসের-ভেতরেও-নিবন্ধন-নম্বর (১৭ অক্টোবর, ২০২২); *দৈনিক ইত্তেফাক*, 'লকডাউনে পরিবহনশ্রমিকদের ত্রাণ ও রেশন বিতরণের দাবি', https://www.ittefaq.com.bd/238521/লকডাউনে-কর্মহীন-পরিবহন-শ্রমিকদের-ত্রাণ-রেশনের-দাবি (২১ এপ্রিল ২০২১)।

[১২] *এখন টিভি*, 'বাসের যত্রতত্র পার্কিং ও যানজটে রাজশাহী শহরে', https://www.youtube.com/watch?v=S1S9YkTm794 (২৫ মার্চ ২০২৩);

দৈনিক জনকণ্ঠ, 'অবৈধ পার্কিং ঘিরে চলছে চাঁদাবাজি: যত্রতত্র পার্কিং ও ফুটপাত দখলে যানজট বেড়েছে', https://www.dailyjanakantha.com/national/news/683522 (৮ এপ্রিল ২০২৩); *একুশে টিভি*, 'যত্রতত্র বাস পার্কিং, আইন মানছে না কেউ', https://www.ekushey-tv.com/যত্রতত্র-বাস-পার্কিং-আইন-মানছে-না-কেউ/1360873111111117033 (১৬ অক্টোবর ২০২২); 'যত্রতত্র বাস স্টপেজ ও পার্কিং: *দৈনিক যুগান্তর*, কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনুন', https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/90807/যত্রতত্র-বাস-স্টপেজ-ও-পার্কিং (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮)।

[১৩] *দৈনিক সাম্প্রতিক দেশকাল*, 'গণপরিবহনে যৌন হয়রানি: আইনের প্রয়োগ, শাস্তি ও করণীয়, https://shampratikdeshkal.com/law-court/news/211264679/গণপরিবহনে-যৌন-হয়রানি-আইনের-প্রয়োগ-শাস্তি-ও-করণীয় (২ ডিসেম্বর ২০২১); *ডয়চে ভেলে*, 'গণপরিবহনে গা ঘেঁষে দাঁড়ানো', https://www.dw.com/bn/গণপরিবহনে-গা-ঘেঁষে-দাঁড়ানো-যৌন-নিপীড়ন-কি-বন্ধ-হবে/a-48474106 (২৫ এপ্রিল ২০১৯); *ডয়চে ভেলে*, 'নারীর জন্য গণপরিবহন কতটা নিরাপদ', https://www.dw.com/bn/নারীর-জন্য-গণপরিবহন-কতটা-নিরাপদ/a-42615205 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮); *প্রথম আলো*, 'নারীর নিরাপত্তায় কঠোর আইন দরকার: বাসে যৌন হয়রানি', https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/বাসে-যৌন-হয়রানি (২৫ এপ্রিল ২০১৮)।

[১৪] সোলায়মান, এস.এম., এলজি, জে, *'রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্ট ২০১৮ ইন বাংলাদেশ: অ্যা ক্রিটিক অব দি ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স লাইয়্যাবিলিটি ফর ড্রাইবিং অফেন্সেস অকেশনিং ডেথস ইন লাইট অব দিয়ার ইক্যুইভ্যালেন্ট ইন এনএসডব্লিউ-অস্ট্রেলিয়া* (ঢাকা: ২০২২),

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ক্রাইম প্রিভেনশন অ্যান্ড কমিউনিটি সেফটি (স্প্রিংগার.কম), পৃষ্ঠা ১৫২-১৬৮, https://link.springer.com/article/10.1057/s41300-022-00146-0 (৮ ডিসেম্বর ২০২৩)।

ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ), *'ফিজিবিলিটি স্টাডি অ্যান্ড কনসেপচুয়্যাল ডিজাউন অব প্রোপজড বাস টার্মিনাল অ্যান্ড ডিপো'*, (ঢাকা: ডিটিসিএ, ২০২১), https://dtca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dtca.portal.gov.bd/files/e1222301_5b70_4179_b70a_9026a2dff789/2022-02-04-08-08-4c812f8eb1f48b4252cad8dbf49ce7c5.pdf (৪ জুন ২০২৩)।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), *'ফ্যাক্টস ২০১৪'*, (ঢাকা: বুয়েট, ২০১৫), Facts 2014.pdf (buet.ac.bd) https://ari.buet.ac.bd/assets/img/resources_img/Documents/Facts%202014.pdf (৪ জুন ২০২৩)।

টিআইবি, *' বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় বিআরটিএ ও স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা: সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০০৯), https://www.ti-bangladesh.org/images/max_file/rp_ES_RoadTransSys-Bn.pdf (৪ জুন ২০২৩)।

টিআইবি, *'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২১'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০২২), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/6521 (১০ জুলাই ২০২৩)।

[১৫] *What Are the 12 Ethical Principles for Business Executives?* (৮ নভেম্বর ২০২২); Maruette University, Graduate School of Management, USA, https://online.marquette.edu/business/blog/what-are-the-12-ethical-principles-for-business-executives (১ মার্চ ২০২৪)।

[১৬] আইনে কারিগরি বিনির্দেশ (technical specification) বলতে কোনো মোটরযানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আসনবিন্যাস, হুইল বেইজ, রিয়ার ওভার হ্যাংগ, ফ্রন্ট ওভার হ্যাংগ, সাইড ওভার হ্যাংগ, চাকার আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থা, ব্রেক ও স্টিয়ারিং গিয়ার, হর্ন, সেফটি গ্লাস, সংকেত দেওয়ার বাল্ব ও রিফ্লেক্টর, স্পিড গভর্নর, ধোঁয়া নির্গমনব্যবস্থা ও কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ, শব্দ নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ও সমজাতীয় অন্য কিছুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৭ নং আইন); লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেবা খাত

সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ*

মো. মোস্তফা কামাল ও মো. জুলকারনাইন

প্রেক্ষাপট

উন্নয়ন ব্যয়কে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মতো বিভিন্ন কার্যক্রমে এই ধরনের ব্যয় করা হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বছরপ্রতি মোট জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ছিল প্রায় ২৮ থেকে ৪১ শতাংশ (চিত্র ১)।[১]

চিত্র ১ : ২০০৯-২০২৪ অর্থবছরে দেশের মোট বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের হার (%)

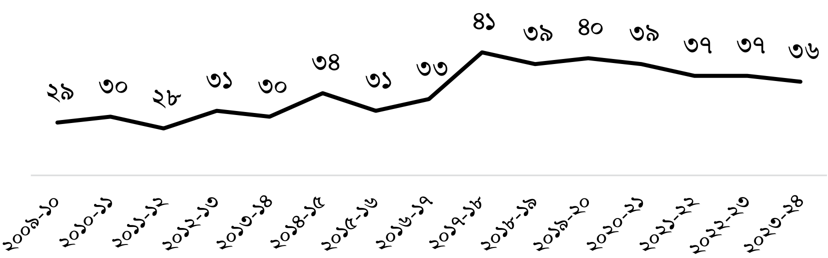

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে অধিকাংশ বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যয় হয়ে থাকে। প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ বিবেচনায় গত ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৪) উন্নয়ন পরিকল্পনায় সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কয়েকটি খাত হচ্ছে–পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাত।[২] অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে গত দেড় দশকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে বৈদেশিক ঋণ ও বিনিয়োগনির্ভর অতি উচ্চ বাজেটের মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি দেশীয় অর্থায়নে বিপুলসংখ্যক সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত। এই সময়ে এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি (এডিপির ২১ থেকে ২৮ শতাংশ) করা হয় (চিত্র ২)।[৩]

* ২০২৪ সালের ৯ অক্টোবর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

চিত্র ২ : খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের হার (%)

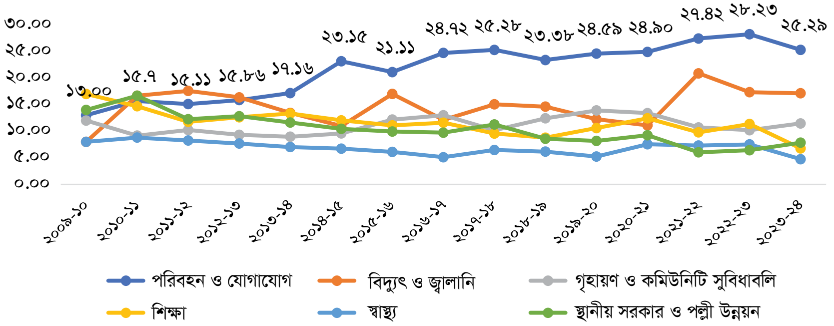

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২৫৮টি উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৬৩ হাজার ২৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়; যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছিল সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।[৪]

সারণি ১ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিবহন খাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৫৮	২৭,৮০৩.৪৫
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩২	১৩,১১৭.৬২
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩০	৬,৫৫২.৯৫
সেতু বিভাগ	৮	৭,৪২১.৪৮
বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৮	৬,২৬৪.৭২

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫৮টি প্রকল্পে মোট ২৭ হাজার ৮০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দের মধ্যে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং প্রকল্পের সংখ্যার দিক থেকে সর্বোচ্চ।[৫] ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প (১৪৫টি) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, যার বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৪ হাজার ০৭৭ কোটি টাকা।[৬] ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের এডিপির প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোট উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ ১ লাখ ৬৯ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা (সারণি ২)।[৭]

সারণি ২ : ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ

অর্থবছর	মোট প্রকল্প	বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি টাকা)
২০০৯-১০	-*	২,২৫৯.৪৮
২০১০-১১	১৩৪	২,০৩০.২৪
২০১১-১২	১২১	২,৪৪০.৪৯
২০১২-১৩	১৪৯	৩,৩৮২.৮৬
২০১৩-১৪	১৪১	৩,৪৬৫.০৪
২০১৪-১৫	১২১	৩,৯৮৮.৫১
২০১৫-১৬	১২৬	৫,৯৯০.৩২
২০১৬-১৭	১২৩	৮,১৯৯.২৮
২০১৭-১৮	১১৮	১৪,১৪৪.৬৮
২০১৮-১৯	১৩৫	১৬,৬১৮.৮৫
২০১৯-২০	১৪৪	১৮,৬৮২.৯২
২০২০-২১	১৪৬	১৮,১১২.৯৯
২০২১-২২	১১৭	২৩,৪৪০.৮৬
২০২২-২৩	১৩২	২২,৬১৫.৮৫
২০২৩-২৪	১৪৫	২৪,০৭৭.৫৬
পনেরো অর্থবছরে মোট বরাদ্দ		**১৬৯,৪৪৯.৯৩**

* ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকল্পের সংখ্যা পাওয়া যায়নি

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগীয় অফিসের (জেলা পর্যায়) মাধ্যমে সারা দেশের ২২ হাজার ৪৭৬ কিলোমিটার সড়ক ও মহাসড়ক (জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক) উন্নয়নে এডিপির প্রকল্প**গুলো** বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।[৮]

বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিভিন্ন গণমাধ্যম ও প্রবন্ধ/গবেষণায় লক্ষ করা যায়। যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রকল্প বাজেট অতিমূল্যায়ন, সড়ক নির্মাণ কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি, যথাসময়ে বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যয় করতে না পারা, অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে খুব দ্রুততার সাথে ব্যয়, বাস্তবায়িত প্রকল্প টেকসই না হওয়া ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের চার লেন সড়কের প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় ২১ থেকে ১০০ কোটি টাকা, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে দুই থেকে নয় গুণ বেশি এবং ইউরোপের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি।[৯]

গবেষণার যৌক্তিকতা

সারা বিশ্বের সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত খাত, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।[১০] সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকলেও এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে বহুমাত্রিক দুর্নীতি বিদ্যমান, যা এই ভূমিকাকে বাধাগ্রস্ত করে। গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও নিবন্ধে বাংলাদেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে দুর্নীতির বিষয়গুলো উঠে এলেও জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম সুশাসনের আলোকে নিবিড় গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান এবং বিষয় নিয়ে টিআইবির গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। টিআইবি আগের গবেষণায় সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দ[১১] ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম[১২] এবং ই-জিপির মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে[১৩] এবং এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে বহুমুখী অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশীয় অর্থায়নে বাস্তবায়িত সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে (পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ) সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা বিশ্লেষণ করা; প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ভূমিকা পর্যালোচনা করা;
- গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা।

গবেষণার আওতা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এই গবেষণার আওতাভুক্ত ছিল। এই গবেষণায় দেশীয় অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পকে গুরুত্ব দিয়ে এক হাজার কোটি টাকার নিচের সব প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতার কারণে এই গবেষণায় বিদেশি অর্থায়নে বাস্তবায়িত বৃহৎ/মেগা প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পগুলো এই গবেষণার আওতাভুক্ত (এই প্রকল্প**গুলো**র বাস্তবায়ন শুরুর সময়কাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত) ছিল। এই গবেষণায় সড়ক নির্মাণ, সড়ক উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, সেতু উন্নয়ন (অনূর্ধ্ব ১৫০০ মি.) ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-সম্পর্কিত প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করা

হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসংখ্যা, ধরন, বরাদ্দ ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের ১৩টি সার্কেলের ২১টি বিভাগীয় দপ্তরের (জেলা পর্যায়) আওতাধীন এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণায় বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে পরোক্ষ উৎস থেকে সংগৃহীত সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ৩ : তথ্যের ধরন, তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৭৩ জন)	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষাসংশ্লিষ্ট দপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, সম্ভাব্যতা সমীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঠিকাদার, বিশেষজ্ঞ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ
	দলীয় আলোচনা (১৩টি)	নির্বাচিত এলাকায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এলাকার জনসাধারণ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে দলীয় আলোচনা
	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ (২৫টি)	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২১টি বিভাগীয় দপ্তরের (জেলা পর্যায়) কর্মএলাকা থেকে প্রকল্পের ধরন, বরাদ্দ, মেয়াদ, প্রকল্প সমাপ্তির বছর, ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় ২৫টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যবেক্ষণ
পরোক্ষ তথ্য	পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পাঁচ অর্থবছরের (২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২) বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে সমাপ্ত প্রকল্প তালিকা সংগ্রহ করা হয়। ওই তালিকা থেকে প্রকল্প বরাদ্দ, বাস্তবায়নের মেয়াদ, প্রকল্প সমাপ্তির বছর, প্রকল্পের ধরন, ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় ২৫টি

সমাপ্ত প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। গবেষণার আওতাভুক্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে মোট ছয় ধরনের প্রকল্প রয়েছে—নতুন সড়ক নির্মাণ, বিদ্যমান সড়কের উন্নয়ন, নতুন সেতু নির্মাণ, সেতু উন্নয়ন, ওভারপাস নির্মাণ এবং জোনভিত্তিক জেলা ও আঞ্চলিক সড়কের মানোন্নয়ন এবং প্রশস্তকরণ প্রকল্প (সারণি ৪)।

সারণি ৪ : ধরন অনুযায়ী গবেষণায় নির্বাচিত প্রকল্পের সংখ্যা

প্রকল্পের ধরন	প্রকল্পের সংখ্যা
নতুন সড়ক নির্মাণ	৭
সড়ক উন্নয়ন	৫
নতুন সেতু নির্মাণ	৩
সেতু উন্নয়ন	৩
ওভার পাস	১
জোনভিত্তিক বরাদ্দ (মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ)	৬
মোট	**২৫**

তথ্য সংগ্রহের সময়কাল

এই গবেষণায় জুন ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তবে জুন ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এর মধ্যে মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, একাধিকবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্পসংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত গবেষণা দলকে দেওয়া হয়নি। তবে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরবর্তী সময়ে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়।

গবেষণার বিশ্লেষণকাঠামো

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক এডিপির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন মূলত তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়—প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ। সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের এই ধাপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রস্তাব যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন, অনুমোদন, বাজেট বরাদ্দ, তহবিল ছাড়, দরপত্র ও ক্রয়াদেশ প্রদান, প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা, বাস্তবায়ন-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম সুশাসনের ছয়টি নির্দেশক যথা আইন ও নীতির প্রতিপালন, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অনিয়ম-দুর্নীতির আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে সুশাসন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৫ : সুশাসনের নির্দেশক ও প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু

সুশাসনের নির্দেশক	প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু
আইন ও নীতির প্রতিপালন	প্রকল্প চাহিদা নিরূপণ, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, ছাড়পত্র ও অনুমোদন গ্রহণ, দরপত্র, কার্যাদেশ প্রদান, কর্মপরিকল্পনা, কর্মসম্পাদন চুক্তি, নির্মাণকাজে মানদণ্ড অনুসরণ ইত্যাদি বিষয়সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি
সক্ষমতা ও কার্যকারিতা	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকল্প মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকি সক্ষমতা (জনবল, বাজেট, সময়), বাস্তবায়ন-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	উপকারভোগী ও অংশীজনের মতামত গ্রহণ, প্রকল্প অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়
স্বচ্ছতা	প্রকল্প প্রস্তাব, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ছাড়পত্র, বাজেট, মেয়াদ, দরপত্র, ক্রয়াদেশ, কর্মসম্পাদন চুক্তি, ঠিকাদার, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রকল্প সম্পাদন-সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তে অভিগম্যতা ও প্রকাশ
জবাবদিহি	প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাই, পরিদর্শন, মূল্যায়ন, অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও দরপত্র প্রক্রিয়ায় অভিযোগ, তদন্ত, গৃহীত ব্যবস্থা, অগ্রগতি মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা
অনিয়ম-দুর্নীতি	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকল্প মূল্যায়ন, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, অনুমোদন, দরপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান, কাজের গুণগত মান, প্রকল্প বাজেট ও মেয়াদ বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা।

সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা : অংশীজন কাঠামো

একটি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে কিছু নিয়ম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্যও নির্ধারণ করা আছে, যা সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় মূলত তিনটি ধাপে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট অংশীজনরা তাদের নির্ধারিত ভূমিকা পালন করে থাকে। এই তিনটি ধাপ হচ্ছে নীতিনির্ধারণী পর্যায়, পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও তদারকি পর্যায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়। এই ধাপ অনুসারে প্রধান প্রধান অংশীজন হচ্ছে–

সারণি ৬ : সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (অংশীজন কাঠামো)

পর্যায়	অংশীজনদের নাম
নীতিনির্ধারণী পর্যায়	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি), জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক), সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও তদারকি পর্যায়	পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
বাস্তবায়ন পর্যায়	সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং এর ১০ জোন, ২২ সার্কেল ৬৫ বিভাগীয় কার্যালয়
অন্যান্য অংশীজন	পরিবেশ অধিদপ্তর, নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন, ঠিকাদার, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জনগণ ইত্যাদি।

গবেষণার ফলাফল

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে সুশাসনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের আলোকে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয়েছে, যা নিচে আলোচনা করা হলো। উল্লেখ্য, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সব এলাকা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও তাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে আইন ও নীতি প্রতিপালনে ঘাটতি

হাওরাঞ্চলসহ নিচু অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্দেশনা অনুসরণ না করা

সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা-২০২২[১৪]-এ হাওর, বাঁওড়, চর ও নিচু এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণে হাওরাঞ্চলসহ নিচু অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার্থে যথাপ্রয়োজন সাবমার্সিবল/এলিভেটেড রাস্তা নির্মাণ (অনুচ্ছেদ ১.৩.৩) এবং নদীর নাব্যতা, পানির স্বাভাবিক প্রবাহ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় এবং নৌযান চলাচল বিঘ্নিত না হয়, সেটি বিবেচনায় নিয়ে সেতু নির্মাণ ও নদীর ওপর যথাসম্ভব কমসংখ্যক সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১.৩.৩)। ২০১৬ সালের পরিপত্রে এ ধরনের নির্দেশনা না থাকলেও একই বছরে একটি নির্বাহী আদেশে[১৫] 'হাওর, বাঁওড় ও চর এলাকায় পানি প্রবাহ, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে এলিভেটেড সড়ক নির্মাণ, পানি নিষ্কাশনে পর্যাপ্তসংখ্যক ব্রিজ, কালভার্ট রাখা, নদী ও খালগুলোকে নাব্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে গবেষণার আওতাভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে হাওর ও বিল এলাকায় বাস্তবায়িত চারটি প্রকল্পে এ ধরনের আদেশ অনুসরণ করা হয়নি। ওই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে হাওর, খাল, বিল এলাকার জলপ্রবাহ বিঘ্নিত করেছে, জলাবদ্ধতা ও বন্যা সৃষ্টি করছে, জীববৈচিত্র্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে, মাছের অবাধ বিচরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, মানুষের জীবন-জীবিকাকে ব্যাহত করছে।

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুসরণে ঘাটতি

সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা, ২০১৬-এ[১৬] বলা হয়, পঁচিশ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সব বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের আগে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে (নির্দেশিকা-২০২২-এ পঞ্চাশ কোটি টাকা করা হয়)। পঁচিশ কোটি টাকার নিচের প্রকল্পগুলোতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। গবেষণায় দেখা যায়, যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগঝুঁকি মূল্যায়ন না করায় পাঁচটি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই নদী ও সাগরের ভাঙন এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ যথাযথভাবে না হওয়ায় আটটি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব লক্ষ করা গেছে। এসব প্রকল্পে জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা, লবণাক্ততার কারণে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া যথাযথ অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা নিরূপণ না করায় প্রাক্কলনের চেয়ে অধিক বা কমসংখ্যক যানবাহন চলাচল করছে। সঠিক পরিকল্পনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই না করায় যানজট নিরসনে বাস্তবায়িত একটি রেল ওভারপাস প্রকল্পের কারণে যানজট আরও বৃদ্ধি পাওয়া, সংযোগ সড়ক না থাকায় সেতু দিয়ে স্বল্পসংখ্যক যান চলাচল করা এবং বিপুল ব্যয়ে নির্মিত সড়কে শুধু অল্পসংখ্যক অটোরিকশা যাতায়াতের দৃষ্টান্ত গবেষণায় লক্ষ করা যায়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ আইন লঙ্ঘন

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (বিধি ৭, তফসিল-১)-এ স্থানীয় পর্যায়ের যেকোনো সড়ক ও ১০০ মিটারের নিচের সেতুকে “কমলা খ” শ্রেণির শিল্প এবং যেকোনো আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়ক এবং ১০০ মিটারের ঊর্ধ্বের সেতুকে ‘লাল’ শ্রেণিভুক্ত শিল্প হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ (বিধি ৫, তফসিল ১)-এ ৫ থেকে ১০ কিলোমিটারের সড়ক ও ১০০ থেকে ৫০০ মিটার সেতু নির্মাণকে ‘কমলা’ শ্রেণির শিল্প এবং ১০ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বের সড়ক ও ৫০০ মিটারের ঊর্ধ্বের সেতু নির্মাণকে লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। উভয় বিধিমালাতেই লাল ও কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[১৭] সেই হিসেবে সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোয় এই ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ২৫টি প্রকল্পের কোনোটিতেই পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়নি এবং এ ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরও কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উল্লেখ্য, সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় ১০০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের সেতু এবং পাঁচ কিলোমিটারের কম দৈর্ঘ্যের সড়ক নির্মাণকে কোনো শ্রেণিভুক্ত শিল্প করা হয়নি।

সেতু নির্মাণে বিধি লঙ্ঘন

অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০ (সংশোধন ২০১৮)-এ জলপথের গভীরতা অনুসারে অভ্যন্তরীণ জলপথ/নদীপথকে চারটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়। বিধিমালার বিধি ৩ ও ৬-এ নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ জলপথের শ্রেণি অনুযায়ী উল্লম্ব ও আনুভূমিক ছাড় নিশ্চিত

করে সেতু নির্মাণ করা এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কাছ থেকে নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় এবং বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক এই স্থাপনা নির্মাণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের মাধ্যমে এই বিধিবিধানের নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।[১৮] তবে গবেষণার আওতাভুক্ত ছয়টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে তিনটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ সেতুবিষয়ক ছাড়পত্র দিলেও কার্যক্রম চলাকালে যথাযথভাবে তদারকি করে না। দেশে সর্বমোট কতগুলো সেতুর ক্ষেত্রে এই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ক তথ্য বিআইডব্লিউটিএ প্রদান করেনি। তবে বিআইডব্লিউটিএর একটি জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৯৯টি সেতুর মধ্যে ৮৫টি সেতুর যথাযথ উচ্চতা নিশ্চিত করা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়, যা নৌযান চলাচলে বাধার সৃষ্টি করছে।[১৯] বিধির শর্ত মেনে এসব সেতুর যথাযথ সংস্কারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান প্রয়োজন। সওজ এবং বিআইডব্লিউটিএর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে এ-সম্পর্কিত বিধিবিধানের যথাযথ প্রতিপালন করা হয় না।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ঘাটতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি সক্ষমতার ঘাটতি

সওজের বিভাগীয় দপ্তরের (জেলা পর্যায়) আওতাভুক্ত সড়কের আয়তন ভিন্ন। কোনো বিভাগের আওতায় ৮৭০ কিলোমিটার থাকলেও কোনো বিভাগের আওতায় ১৮০ কিলোমিটার। বিভাগীয় দপ্তরগুলোতে জনবলকাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে দপ্তরগুলোর কার্যপরিধি বিবেচনা না করায় যেসব বিভাগের কাজের আওতা বড় তাদের সড়ক পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি, পরিবীক্ষণ সীমিত হয়ে যায়। সওজের মাঠপর্যায়ের বিভাগীয় দপ্তরগুলোর বিদ্যমান জনবলকাঠামো বিশ্লেষণে দপ্তরভেদে জনবলকাঠামোর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে পদ ও জনবলসংখ্যার বিক্ষিপ্ত বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া বিভাগীয় অফিসগুলোর এক-তৃতীয়াংশ প্রকৌশলী পদ শূন্য রয়েছে।[২০]

চিত্র ৩ : কয়েকটি বিভাগীয় কার্যালয়ের (জেলা পর্যায়) অধীনে থাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমি)

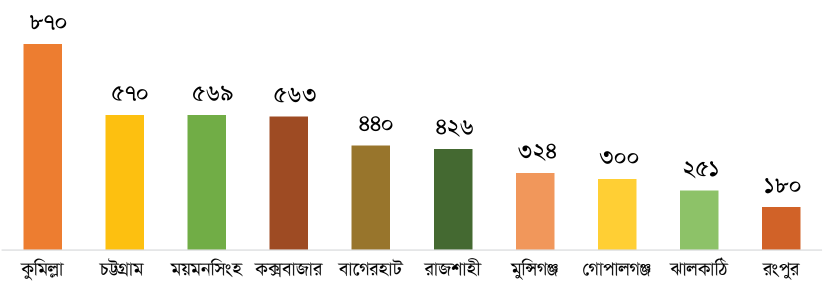

অনেক এলাকায় জনবল ঘাটতির কারণে স্বল্প পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ না করায় বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং যার ফলে এই সড়ক বা সেতুর স্থায়িত্ব কমে যায়।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়নে জনবল ও বাজেট ঘাটতি

পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের একই কর্মকর্তারা চলতি দায়িত্বের পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, মন্ত্রণালয়ভিত্তিক পরিবীক্ষণ দলে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। আইএমইডির একটি ইউনিটের সাতজন কর্মকর্তার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রণালয়সহ ছয়টি মন্ত্রণালয়ের সব উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সওজ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে জনবল ঘাটতির কারণে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়নে দুই-তিন বছর লেগে যায়। বিলম্বের কারণে প্রাক্কলিত বাজেটে ঘাটতি দেখা যায় এবং পরবর্তী সময়ে বাজেট ও মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে। এ ছাড়া জনবলসংকটের কারণে পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে পরিদর্শনের মাধ্যমে সব প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। পরিকল্পনা কমিশন এবং সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ লোক না থাকায় প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নে দুর্বলতা থেকে যায়। বাজেট ও দক্ষতার ঘাটতির কারণে অনেক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের আগে যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় না। সম্ভাব্যতা যাচাই নিবিড়ভাবে না করা এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকি মূল্যায়ন না করায় প্রকল্পগুলো টেকসই হয় না এবং এর পাশাপাশি সড়ক ও সেতুতে রক্ষাপ্রদ কার্যক্রম গ্রহণ না করায় খুব দ্রুত প্রকল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং সমন্বয়ে ঘাটতি

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসন এবং মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাসহ অংশীজনের মতামত গ্রহণের নির্দেশনা[২১] থাকলেও অধিকাংশ প্রকল্প এলাকার জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় উপকারভোগী, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য দপ্তরের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করা হয় না। গবেষণার আওতাভুক্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ স্বপ্রণোদিত হয়ে পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় লিখিতভাবে কিছু পরামর্শ দিলেও তা উপেক্ষা করা হয়। এ ছাড়া জমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি অবকাঠামো স্থানান্তর কাজে সওজ, স্থানীয় প্রশাসন, পরিষেবা দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা গেছে। ইউটিলিটি অবকাঠামো স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে অন্যত্র খুঁটি স্থাপন, 'ইউটিলিটি' অবকাঠামো স্থানান্তরের আগেই ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান; চারটি প্রকল্পে বৈদ্যুতিক খুঁটি না সরিয়েই রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে আগে থেকে অবহিত করা হয় না।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি

প্রকল্প-সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ না করা

সওজ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প-সংক্রান্ত বিস্তারিত নথি/প্রতিবেদন সওজ ও সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা হয় না। সওজ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকল্পের মেয়াদ ও ক্রয়াদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যায় এবং প্রকল্প বাজেট, দরপত্র, প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও

মূল্যায়ন প্রতিবেদন আংশিকভাবে পাওয়া যায়। তবে প্রকল্প প্রস্তাব, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন, পরিবেশগত ও নেভিগেশনাল ছাড়পত্র, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় না। প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কথা থাকলেও গবেষণার আওতাভুক্ত ২৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে সাতটি প্রতিবেদন আইএমইডির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া গবেষণা দলকে অধিকাংশ এলাকা ও দপ্তর থেকে প্রকল্পবিষয়ক তথ্য প্রদান করা হয়নি।

সারণি ৭ : প্রকল্প-সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশে ঘাটতি

প্রকল্প তথ্য	ওয়েবসাইটে প্রকাশ
প্রকল্পের মেয়াদ	✓
ক্রয়াদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	✓
প্রকল্প বাজেট	আংশিক
দরপত্র	আংশিক
প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন	আংশিক
প্রকল্প প্রস্তাব	X
সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	X
ছাড়পত্র	X
প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন	X
✓= সবার জন্য উন্মুক্ত x = উন্মুক্ত নয় আংশিক = আংশিকভাবে উন্মুক্ত	

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহির ঘাটতি

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন, তদারকি ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে ঘাটতি

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন, তদারকি ও মূল্যায়নে ঘাটতি বিদ্যমান। আইএমইডি, প্রধান প্রকৌশলী মনিটরিং টিম, সওজ অধিদপ্তরের জোন/সার্কেলভিত্তিক টিম সব জেলার সব প্রকল্প নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে না। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিমগুলোকে চলমান প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য মাসে ন্যূনতম একবার শুধু সরকারি ছুটির দিনে পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই পরিদর্শন কাজকে কর্মকর্তাদের একটা নিয়মিত দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা না করে অতিরিক্ত কাজ হিসেবে বিবেচনার মাধ্যমে একভাবে পরিদর্শন কাজকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে।

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিরীক্ষা কার্যক্রমে ঘাটতি

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন ট্রান্সপোর্ট অডিট ডিরেক্টরেট কর্তৃক সীমিত পরিসরে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে নিরীক্ষা দলের প্রবেশগম্যতা বাধাগ্রস্তের অভিযোগও পাওয়া যায়। ট্রান্সপোর্ট অডিট ডিরেক্টরেট কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সওজ অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিরীক্ষার আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই নিরীক্ষার আওতায় সওজের ২৮টি কার্যালয়ে শুধু পরিচালন ব্যয় নিরীক্ষা করা হয় এবং এই নিরীক্ষায় চিহ্নিত অনিয়ম-দুর্নীতির আর্থিক মূল্য ৩৪ দশমিক ২৬ কোটি টাকা। এই নিরীক্ষার মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে বিদ্যমান দুর্নীতির ব্যাপকতা উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমে ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষ সওজ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের নিরীক্ষা ২০২১ সালে সম্পন্ন করা হয় এবং এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পেশ করা হয়।[২২] এই নিরীক্ষা কার্যক্রমের কিছু ক্ষেত্রে অডিট আপত্তি সম্পর্কে সওজ অধিদপ্তর সন্তোষজনক জবাব দেয়নি। পরে এই নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্তও লক্ষ করা যায়নি।

প্রকল্পের নির্মাণসংশ্লিষ্ট কাজে জবাবদিহির ঘাটতি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কিছু কর্মকর্তা ও ঠিকাদার সরাসরি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আনুকূল্য পাওয়ায় তারা নিম্নমানের কাজ করে থাকেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ জন্য তাদের জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা হয় না। ইজিপির তথ্য অনুসারে, সওজের ঠিকাদারি কাজ পেতে জালিয়াতি করায় ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৩৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন মেয়াদে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যদিও ২৬টি প্রতিষ্ঠানের নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়েছে।[২৩] কয়েকজন ঠিকাদারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়নি। কিছু ঠিকাদারের রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চপর্যায়ে যোগসাজশ থাকার কারণে সওজের কিছু কর্মকর্তার সদিচ্ছা থাকলেও অনেক সময় ঠিকাদারদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার প্রণয়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা-২০১৬-এ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সব অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে তুলনামূলক অনগ্রসর/ অনুন্নত এলাকাভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিতকরণে অগ্রাধিকার নির্ধারণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[২৪] কিন্তু প্রকল্পের অগ্রাধিকার প্রণয়নে এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা, প্রকল্পের অর্থনৈতিক প্রভাব, প্রকল্পের কার্যকারিতা, যোগাযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা না করে কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য,

রাজনীতিবিদ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রভাবে কিছু এলাকায় অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম জোনে গত চার অর্থবছরে খারাপ সড়কের গড় হার অনেক বেশি হলেও এসব জোনে বছরভিত্তিক গড় বরাদ্দের হার খুবই কম। অন্যদিকে এই সময়ে সিলেট, ঢাকা ও ময়মনসিংহে জোনের খারাপ সড়কের হার কম হলেও বরাদ্দের পরিমাণ অন্যান্য জোনের চেয়ে অধিক (চিত্র ৪)। এ ছাড়া গত দুই অর্থবছরে কুমিল্লায় সর্বোচ্চ হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ৪ : চার অর্থবছরের (২০১৯-২৩) খারাপ সড়ক ও উন্নয়ন বরাদ্দের জোনভিত্তিক গড় হার (%)

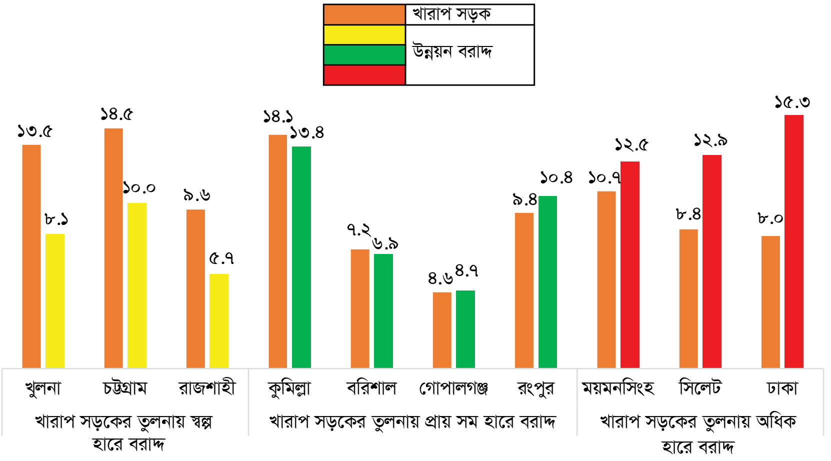

প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার প্রণয়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন পরিকল্পনা, যেমন পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ইত্যাদি অনুসরণ করার কথা থাকলেও তা না করা। অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অনেক বেশি দৃশ্যমান হওয়ায় এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ বেশি থাকায় গত দশ বছরে সড়ক ও যোগাযোগ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান ও অধিক উন্নয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়। উন্নয়ন প্রকল্প মূল্যায়নের সময় সুপারিশকৃত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা হয়। কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সচিবদের সুপারিশের ভিত্তিতে এসব প্রকল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। যার তদবিরের জোর যত বেশি, তার সুপারিশকৃত প্রকল্পকে তত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতি

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক খুবই নিম্নমানের প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয় এবং তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক "ফরমায়েশি" সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে জমা দেওয়া হয়। মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প

প্রস্তাব প্রণয়নের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গেছে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে সওজ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইংয়ের সম্পৃক্ততা কম লক্ষ করা যায়। প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখার জন্য সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয় প্রধান কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। কখনো কখনো পরিকল্পনা কমিশনে খুব দ্রুততার সাথে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নের চাপ আসে। কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর আগেই সুপারিশ করা হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প অনুমোদন সভায় দ্রুততার সাথে প্রস্তাব উত্থাপন এবং গোপনে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে সওজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা পরিকল্পনা কমিশনের কিছু কর্মচারীর ২-১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দেয়। এ ছাড়া প্রকল্প প্রণয়নের সময় অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পে অতিরিক্ত ২৫-৩০ শতাংশ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়ে থাকে।

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও পদায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে পূর্ণকালীন, অভিজ্ঞ ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন থেকে সমাপ্তির আগে পরিচালক বদলি না করা এবং একজন কর্মকর্তাকে একাধিক প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ না দেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও[২৫] তা অমান্য করা হয়। গবেষণা আওতাধীন সময়ের মধ্যে (২০১৭-২২ সাল) একই কর্মকর্তাকে একাধিক প্রকল্পে পূর্ণকালীন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গবেষণায় সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ ১২টি পর্যন্ত প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে পদায়নের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন, জমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি অবকাঠামো স্থানান্তর না করেই অনৈতিক সুবিধার আশায় তড়িঘড়ি করে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান, একই ঠিকাদার কর্তৃক একসাথে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ও বাজেট বৃদ্ধি হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকায় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে একটি প্রকল্পের মেয়াদ সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব তিন বছর এবং কোনো প্রকল্প দুইবারের অধিক সংশোধন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২৬] তবে গত পাঁচ বছরে সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ প্রকল্প চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং পাঁচ বছরের বেশি সময় নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ প্রকল্প। এর মধ্যে একটি প্রকল্প সর্বোচ্চ ১৭ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ সময় নিয়ে বাস্তবায়িত হওয়া প্রকল্পগুলোর প্রাথমিক প্রাক্কলিত বাজেটের চেয়ে পরে সর্বোচ্চ ৯৩ শতাংশ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া সময়মতো ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ার কারণেও প্রকল্প দীর্ঘায়িত হয়। একটি প্রকল্পে একজন ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদানের ৫ বছর ৯ মাস ১৬ দিন পর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

যোগসাজশের মাধ্যমে কয়েকজন ঠিকাদারের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক নির্মাণসংক্রান্ত দরপত্রে এমনভাবে ঠিকাদারদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্ত নির্ধারণ করা হয়, যা শুধু নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারের রয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দরপত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য অভিজ্ঞতা বাড়াতে ঠিকাদাররা জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। সওজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা তাদের পছন্দের ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দিতে প্রাক্কলিত দর ফাঁস করে দেন। নিজেদের মনোনীত ঠিকাদারদের সড়ক নির্মাণসংশ্লিষ্ট কার্যাদেশ পাইয়ে দিতে কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তি ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সম্ভাব্য দরদাতাদের ওই কাজে দরপত্র জমাদানে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ঠিকাদারদের মাঝে সমঝোতা ও যোগসাজশের মাধ্যমে গত দশ বছরে শীর্ষ ১৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সওজ অধিদপ্তরের ক্রয় ব্যবস্থা করায়ত্ত করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

চিত্র ৫ : ইজিপি প্রক্রিয়ায় বছরপ্রতি শীর্ষ পাঁচ ঠিকাদারের সড়ক ও সেতু নির্মাণবিষয়ক কার্যাদেশ প্রাপ্তির হার (%)

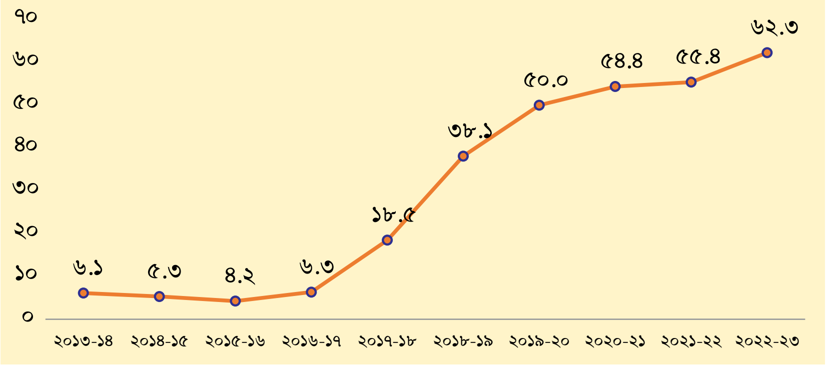

ইজিপি প্রক্রিয়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শীর্ষ পাঁচজন ঠিকাদার সড়ক ও সেতু নির্মাণসংশ্লিষ্ট কাজের ৬ দশমিক ১ শতাংশ কার্যাদেশ পেয়েছেন। পরবর্তী অর্থবছরগুলোয় রাজনৈতিক প্রভাব ও যোগসাজশের মাধ্যমে বছরপ্রতি শীর্ষ পাঁচ ঠিকাদারের কার্যাদেশ প্রাপ্তির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শীর্ষ পাঁচ ঠিকাদার সর্বোচ্চ ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ কার্যাদেশ পেয়েছেন। এভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সময়ে শুধু ইজিপি প্রক্রিয়ায় দরপত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থবছরে শীর্ষ পাঁচে থাকা ১৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান একক ও যৌথভাবে প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকার সড়ক/সেতু নির্মাণসংশ্লিষ্ট কার্যাদেশ পেয়েছে, যা ইজিপি প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত নির্মাণসংশ্লিষ্ট কার্যাদেশ মূল্যের প্রায় ৭২ শতাংশ।

ঠিকাদার বা দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ ও বিল প্রদানে ঘুষ-বাণিজ্য

সওজ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মানের ঠিকাদারি কার্যাদেশ পেতে ঠিকাদার বা দরপত্রদাতাদের কার্যাদেশের মোট অর্থমূল্যের ৫-৬ শতাংশ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এই ঘুষের টাকা প্রকল্প পরিচালকসহ সওজ অধিদপ্তর ও সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক বিভাগের ক্রয়সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ক্রয় কমিটি, দরপত্র উন্মুক্ত ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ হারে বণ্টন করা হয়।

সারণি ৮ : ঠিকাদার বা দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ ও বিল প্রদানে ঘুষ-বাণিজ্য

প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ	ঘুষের হার	ঘুষ গ্রহণকারী
ঠিকাদারি কার্যাদেশ প্রাপ্তি	৫-৬%	প্রকল্প পরিচালকসহ সওজ এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ক্রয় কমিটি, দরপত্র উন্মুক্ত ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্য এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী (০.৫-৩% হারে বণ্টন)
ঠিকাদারি কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও বিল প্রাপ্তি	৬-৮%	প্রকল্প পরিচালকসহ সওজের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী (০.১৫-১.৫% হারে বণ্টন)
উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণসংশ্লিষ্ট কার্যাদেশ ও বিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ১১-১৪ শতাংশ ঘুষ-বাণিজ্য		

ঠিকাদারি কাজ শেষ হওয়ার পর কাজের বিল পেতে মোট কার্যাদেশ মূল্যের ৬ থেকে ৮ শতাংশ টাকা ঘুষ দিতে হয়, যা প্রকল্প পরিচালকসহ সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাঝে শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৫ শতাংশ হারে **বণ্টন** করা হয়। ঠিকাদারি কাজ পেতে এবং কাজের বিল পেতে সার্বিকভাবে মোট কার্যাদেশ মূল্যের ১১ থেকে ১৪ শতাংশ টাকা ঘুষ দিতে হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুসারে সওজের উন্নয়ন প্রকল্পের মোট ব্যয় ১ লাখ ৬৯ হাজার ৪৪৯ দশমিক ৯৩ কোটি টাকা। এই মোট ব্যয়ের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি অবকাঠামোট স্থানান্তর, বেতন-ভাতা, যানবাহন, স্টেশনারি, ইত্যাদি ব্যয় ব্যতীত উন্নয়ন প্রকল্পের শুধু সড়ক বা সেতু নির্মাণ/উন্নয়নসংক্রান্ত কাজের প্রাক্কলিত গড় ব্যয়ের হার ৭৫ শতাংশ। এসব ব্যয় বাদে শুধু সড়ক বা সেতু নির্মাণ/উন্নয়নসংক্রান্ত কাজের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ১ লাখ ২৭ হাজার ০৮৭ দশমিক ৪৫ কোটি টাকা। এভাবে ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে সওজ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত এডিপির উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মাণসংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি কার্যাদেশ ও বিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ১১-১৪ শতাংশ হারে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ১৩ হাজার ৯৮০ থেকে ১৭ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা।

প্রকল্পের সড়ক ও সেতুসংশ্লিষ্ট নির্মাণকাজে অনিয়ম-দুর্নীতি

উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মাণসংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি কাজের মোট চুক্তিমূল্যের ১০ থেকে ২০ শতাংশ অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক দুর্নীতি করা হয়। ঠিকাদার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, কয়েকজন সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতির এই টাকা ভাগাভাগি হয়। এভাবে ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে সওজ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত এডিপির উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মাণসংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি কাজে মোট প্রাক্কলিত দুর্নীতির পরিমাণ ১২ হাজার ৭০৯ থেকে ২৫ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা। ঠিকাদারি কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুমাত্রিক দুর্নীতি হয়ে থাকে। যেহেতু প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিভিন্ন মাত্রায় ঘুষ নিয়ে থাকেন, সেহেতু তারা ঠিকাদারদের এ ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়। এই দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নির্মাণকাজে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার, বিভিন্ন উপকরণ কম দেওয়া, পাথরের ঘনত্ব কম দেওয়া, নিম্নমানের বিটুমিন ব্যবহার বা কম দেওয়া, ট্যাক কোট বিটুমিন না দেওয়া, বরাদ্দ থাকলেও বৃক্ষরোপণ না করা, রোড সেফটি সাইন, রক্ষাপ্রদ কাজ, আর্থওয়ার্ক, সার্ফেসিং না করা বা অর্ধসমাপ্ত রাখা, সড়কে উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালে প্রাপ্ত স্যালভেজ (পরিত্যক্ত উপকরণ) কমমূল্য দেখিয়ে বিক্রি বা পুনরায় ব্যবহার, ডাইভারশন রোড যথাযথভাবে না করে শুধু মাটি ফেলে সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখা বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যবহার না করা ইত্যাদি। নির্মিত সড়কের স্থায়িত্বকাল সাধারণত ২০ বছর ধরা হলেও[২৭] অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে গবেষণা আওতাভুক্ত সদ্যসমাপ্ত (১-৫ বছরের মধ্যে সমাপ্ত) প্রকল্পগুলোয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এসব নতুন নির্মিত সড়কের মধ্যে দুটি সড়ক ও একটি সেতুতে পুনরায় দরপত্রের মাধ্যমে বড় ধরনের সংস্কারকাজ করতে হয়েছে। নতুন নির্মিত সড়কগুলোর মধ্যে ছোট ছোট গর্ত তৈরি, উঁচু-নিচু হয়ে যাওয়া, দেবে যাওয়া, পানি জমে থাকা, রোড সেফটি সাইন না থাকা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে নির্মিত সড়ক ও সেতুর মান খারাপ হয়েছে এবং টেকসই হচ্ছে না, যা এই উন্নয়ন প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনকে ব্যর্থ করেছে।

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সড়ক ও সেতু নির্মাণকাজে ঠিকাদারের দুর্নীতির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের লাইসেন্স ভাড়া নেওয়া, কোনো ঠিকাদারের প্রাপ্ত কার্যাদেশ ক্রয় করা, নিয়মবহির্ভূতভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট নেওয়া, প্রতিযোগী ঠিকাদারের সাথে সমঝোতা বা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক চাঁদাবাজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোট ঠিকাদারি কাজের অর্থে ২ থেকে ৬ শতাংশ দুর্নীতি হয়ে থাকে।

উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মাণে সার্বিক দুর্নীতি

নির্মাণকাজের কার্যাদেশ ও বিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘুষ, রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে দুর্নীতি, দরপত্র লাইসেন্স ভাড়া, কার্যাদেশ বিক্রি, সমঝোতা, স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক চাঁদাবাজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক ও সেতুসংশ্লিষ্ট নির্মাণকাজের কার্যাদেশের অর্থমূল্যের ২৩ থেকে ৪০ শতাংশ অর্থ দুর্নীতি হয়ে থাকে।

সারণি ৯ : উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণসংশ্লিষ্ট ব্যয়ে সার্বিক দুর্নীতি

দুর্নীতির ক্ষেত্র	ঘুষ ও দুর্নীতির হার	প্রাক্কলিত দুর্নীতির পরিমাণ (কোটি টাকা)
নির্মাণকাজের কার্যাদেশ প্রাপ্তি ও ঠিকাদারের বিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘুষ	১১-১৪%	১৩,৯৮০ থেকে ১৭,৭৯২
নির্মাণকাজে রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে দুর্নীতি	১০-২০%	১২,৭০৯ থেকে ২৫,৪১৭
দরপত্র লাইসেন্স ভাড়া/কার্যাদেশ বিক্রি/ সমঝোতা/স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক চাঁদাবাজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্নীতি	২-৬%	২,৫৪১ থেকে ৭,৬২৬
উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণকাজে সার্বিক দুর্নীতির হার	২৩-৪০%	২৯,২৩০ থেকে ৫০,৮৩৫

২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে সওজ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত এডিপির উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মাণসংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি কাজে মোট প্রাক্কলিত দুর্নীতির পরিমাণ ২৯ হাজার ২৩০ থেকে ৫০ হাজার ৮৩৫ কোটি টাকা।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সড়ক ও মহাসড়ক খাতে রাজনীতিবিদ, সংশ্লিষ্ট আমলা ও ঠিকাদারের ত্রিপাক্ষিক আঁতাতের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমের নীতিনির্ধারণ, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে করায়ত্ত করা হয়েছে। ফলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে আইনের লঙ্ঘন এবং অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের সব মানদণ্ডে ব্যাপক ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় যোগসাজশের মাধ্যমে সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে এবং কিছু দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা ও ঠিকাদার অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ নিয়মবহির্ভূত অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ করায়ত্ত করেছেন। দুর্নীতির লক্ষ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে অতি উচ্চ ব্যয়ে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, অন্যদিকে নির্মিত সড়ক ও সেতুর মান খারাপ হচ্ছে এবং টেকসই হচ্ছে না, যা প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনকে ব্যাহত করছে এবং জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও বিপুল অপচয় হচ্ছে।

সুপারিশ

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত এডিপির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরগুলোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিচের

সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো−

১. সব সরকারি কার্যক্রমে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন' প্রণয়ন করতে হবে; সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিধিবিধানে এই আইনের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে।

২. সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়নসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের ত্রিপক্ষীয় আঁতাত চক্র নির্মূল করতে এবং বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, নিরপেক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। ওই টাস্কফোর্সের মাধ্যমে−

  - সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়নসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া করায়ত্ত করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
  - পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিসহ (ক্রয়পদ্ধতি, দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান পর্যালোচনা করে সরকারি ক্রয়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি এবং সরকারি ক্রয়সহ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিটি ধাপে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন বিধিবিধান চিহ্নিত ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে। জমাকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাইয়ের উদ্যোগ নিতে হবে এবং কোনো ধরনের অসংগতি পাওয়া গেলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংস্কার করে এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়নসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোরভাবে নৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ করতে হবে।

৫. সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনানুগভাবে দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার, পদোন্নতি প্রদানসহ বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা বা সুরক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমের সব পর্যায়ে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, নিয়োগ, বদলি ও পদায়ন করতে হবে।

৭. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, কার্যকর মূল্যায়ন ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত নিয়ে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিবিধানের সাথে

সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা সংস্কার করতে হবে।

৮. চলমান প্রকল্পগুলো, বিশেষ করে মেগা প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাজেট যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে অপ্রয়োজনীয় বরাদ্দ চিহ্নিত করে প্রকল্প প্রস্তাব ও বাজেট সংশোধন করতে হবে।

৯. স্থানীয় জনগণের মতামত নিয়ে সড়ক ও মহাসড়কের প্রকৃত অবস্থা যাচাইসাপেক্ষে রোড মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।

১০. সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বাধ্যবাধকতার বিধান করতে হবে।

১১. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান ও নির্দেশিকার কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়ের কাজের পরিধি বিবেচনাসাপেক্ষে জনবলকাঠামো সংস্কার করতে হবে।

১৩. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট সড়কের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাসাপেক্ষে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

১৪. উন্নয়ন প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সব ধরনের সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সব ধরনের ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে করতে হবে এবং স্বার্থের সংঘাত, দলীয় প্রভাব ও অন্যান্য অনিয়ম থেকে এই প্রক্রিয়া যেন মুক্ত থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. দরপত্র প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আগের কাজের গুণগত মান বিবেচনায় নিতে হবে। অনিয়ম-দুর্নীতি, কাজ অসমাপ্ত রাখা, ঠিকাদারি লাইসেন্স ভাড়া দেওয়া বা অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে।

১৬. উন্নয়ন প্রকল্প নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বছরব্যাপী পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৭. সড়ক ও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে (বিশেষত সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায়) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের অনুসরণ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকির উদ্যোগ নিতে হবে।

১৮. সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নেভিগেশনাল ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। সেতু নির্মাণকাজ চলাকালে বিআইডব্লিউটিএর তদারকি বাড়াতে হবে।

১৯. প্রকল্প প্রণয়নের আগে জমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি অবকাঠামো স্থানান্তর বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক সম্মতি নিতে হবে এবং সময় নির্দিষ্ট করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

২০. প্রকল্প-সম্পর্কিত সব তথ্য-উপাত্ত স্বপ্রণোদিতভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

২১. সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ-সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

২২. সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সব প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিরসনব্যবস্থার অংশ হিসেবে 'গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস)' সহজ করাসহ বিরোধ নিষ্পত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া জবাবদিহি নিশ্চিতে–

- সংশ্লিষ্ট সব অফিসে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে। এ ছাড়া ই-মেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। দ্রুততার সাথে অভিযোগগুলো নিয়ে পর্যালোচনা ও অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল-সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের প্রতিবেদনের তথ্য সংকলন ও বিশ্লেষণ, https://mof.gov.bd/site/page/44e399b3-d378-41aa-86ff-8c4277eb0990/Bangladesh-Economic-Review-Archive

২ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০২৩-২৪, https://plandiv.gov.bd/site/files/a289d29f-b9b0-416b-a16e-ead7f80abbd0/%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9-%E0%A7%A8%E0%A7%AA

৩ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের প্রতিবেদনের তথ্য সংকলন ও বিশ্লেষণ, https://mof.gov.bd/site/page/44e399b3-d378-41aa-86ff-8c4277eb0990/Bangladesh-Economic-Review-Archive

৪ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২৪, (পৃষ্ঠা-১৪৭); https://plandiv.gov.bd/site/files/2c74d80d-e574-40e0-8f6e-a0a0bc586a2d/--RADP-2023-24

৫ *প্রাগুক্ত।*

৬ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ডেটাবেইস, অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ডেটাবেইস, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সংগৃহীত, https://www.rhd.gov.bd/Project%20Monitoring/ADPMain_New.asp

৭ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ডেটাবেইস, অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ডেটাবেইসের তথ্য সংকলন ও বিশ্লেষণ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সংগৃহীত, https://www.rhd.gov.bd/Project%20Monitoring/ADPMain_New.asp

৮ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১-২২ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সংগৃহীত তথ্য, https://rhd.portal.gov.bd/site/page/b34dca5c-5352-4fd2-9533-715058f45951/-

৯ Kallol Mustafa, *The Daily Star,* The price of expensive development, 12 April 2023, https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/the-price-expensive-development-3295406?amp

১০ Messick, Richard.Curbing fraud, corruption, and collusion in the roads sector (English). Washington, D.C. : World Bank Group. accessed on: 15 August 2024, http://documents.worldbank.org/curated/en/975181468151765134/Curbing-fraud-corruption-and-collusion-in-the-roads-sector

১১ Juliet Rossette, Governence Challenger in Implementation of the Infracstructre Development Project under Constituency-Based Block Allocation, Tramsparency International Bangladesh (TIB), 12 August 2020, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6117

১২ Nahid Sharmin and Shahzada M Akram, Local Government Engineering Department:Problems of Good Governance and Way Forward, Tramsparency International Bangladesh (TIB), 21 July 2013, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/3961

১৩ Mohammad Tauhidul Islam, Rifat Rahman, K.M. Rafiqul Alam, e-Government Procurement in Bangladesh: A Trend Analysis of Competitiveness (2012-2023), Tramsparency International Bangladesh (TIB), 21 July 2013, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6768

১৪ পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা, ২০২২, জুন ২০২২

১৫ পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন (২০০৯-২০১৯), ২১ জুন ২০১৬ তারিখে বানিয়াচং আজমিরিগঞ্জ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে নির্দেশনা, ৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://plandiv.gov.bd/site/files/9e49c3a3-8ba4-41f4-b9d7-9341762bb01f

১৬ পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা, ২০১৬, অক্টোবর ২০১৬, https://plandiv.gov.bd/site/view/categorized_office_order/

১৭ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩, https://doe.gov.bd/site/page/42f46f96-b2c1-499a-8f5d-38464ea53743/-

১৮ নৌপরিহবন মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০, https://biwta.gov.bd/site/page/536ee132-ef82-4950-beda-86905dc47a83/-

১৯ Saddam Hossain, *Prothom Alo,* 85 out of 99 bridges in important waterways are low-height, 15 January 2023, https://en.prothomalo.com/bangladesh/7mcffd8vml#:~:text=A%20survey%20by%20the%20Bangladesh,environment%2Dfriendly%20means%20of%20communication.

২০ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিদ্যমান সাংগঠনিক ডেটাবেইস, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সংগৃহীত, http://www.rhd.gov.bd/PersonnelManagementSystem/ASP/Org/OrganisationStructure.asp

২১ পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা ২০২২; জুন ২০২২, অনুচ্ছেদ ১.১.৩

[২২] মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অডিট রিপোর্ট, ৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত, https://cag.org.bd/audit/compliance-audit-report

[২৩] National e-Government Procurement (e-GP) Portal, Government of the People's Republic of Bangladesh, accessed on 5 October 2024, https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/DebarmentRpt.jsp

[২৪] পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা, ২০১৬, অক্টোবর ২০১৬, https://plandiv.gov.bd/site/view/categorized_office_order/

[২৫] প্রাগুক্ত।

[২৬] *প্রাগুক্ত।*

[২৭] Roads and Highways Department, Road Master Plan, 2009, page-87, https://www.rhd.gov.bd/RoadMasterPlan/RoadMasterPlan.pdf

তৃতীয় অধ্যায়
পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন

সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. নেওয়াজুল মওলা ও মো. সহিদুল ইসলাম

প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলের একটি অন্যতম উৎস হলো গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) বা সবুজ জলবায়ু তহবিল। এই তহবিল ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং উন্নয়নশীল দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে।[১] বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো যেসব আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রম পরিচালনা করে, জিসিএফ তার মধ্যে অন্যতম। উন্নত দেশ কর্তৃক প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টি স্বেচ্ছামূলক হওয়ায় অপর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ এবং বাংলাদেশসহ ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর জন্য জলবায়ু তহবিল পাওয়া অনিশ্চিত। উন্নয়নশীল দেশের জলবায়ুসংকট মোকাবিলায় ২০৩০ পর্যন্ত বছরে ১ হাজার ৩০০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন[২] এবং জিসিএফ জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোয় অর্থ সরবরাহের একটি অন্যতম মাধ্যম।

জিসিএফ বিশ্বের ১৫৪টি দেশকে "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" হিসেবে বিবেচনা করেছে। এর মধ্যে ১২৯টি দেশে মোট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২১টি। এর মধ্যে ডাইরেক্ট একসেস এনটিটি (ডিএই)- ন্যাশনাল ৬৩টি, ডিএই- রিজিওনাল ১৪টি এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান ৪৪টি।[৩] ২০১৫-২৩ পর্যন্ত জিসিএফ কর্তৃক ২৪৩টি প্রকল্পে ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার ছাড় করা হয়েছে।[৪]

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (১৩ক) শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানসহ জিসিএফ তহবিল থেকে মূলধনি অর্থ সংগ্রহে ব্যবস্থা গ্রহণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৫] জিসিএফ গ্লোবাল প্রোগ্রামিং কনফারেন্স, ২০২২-এ উন্নয়নশীল দেশের বেশিসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি এবং তাদের প্রকল্প প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৬] ইউনাইটেড ন্যাশন্স ক্লাইমেট এমবিশন সামিট, ২০২৩-এ জিসিএফকে ৫০ বিলিয়ন ডলার পরিচালনায় সক্ষম করা, স্বীকৃতি প্রক্রিয়া, প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থছাড় ত্বরান্বিত করাসহ তহবিলটির বিভিন্ন সংস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে।[৭]

জাতীয় প্রতিষ্ঠানসহ জলবায়ু তহবিল নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি, প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ও অর্থছাড় নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ রয়েছে। জিসিএফ সেকেন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ-২০২৩ অনুসারে, জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতা

---

* ২০২৪ সালের ১৪ মে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

পাওয়ার প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ।[৮] বিভিন্ন প্রতিবেদনে তহবিলটির স্বীকৃতি প্রক্রিয়া, প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ আলোচিত হলেও এর কার্যক্রমে সুশাসনবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল এবং অর্থায়ন নিয়ে টিআইবির ধারাবাহিক গবেষণা ও জিসিএফ-সংক্রান্ত অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের জিসিএফে অভিগম্যতা বিষয়ে সার্বিক সুশাসনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো জিসিএফ তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিগম্যতা প্রক্রিয়ায় সুশাসন পর্যালোচনা করা। এ ছাড়া গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে–

- জিসিএফ তহবিলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও অর্থায়নের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণ করা;
- জিসিএফ তহবিল প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং
- গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রতিষ্ঠান জরিপ, জিসিএফসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংকলনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১ : গবেষণার পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (২৩ জন)	এনডিএ, ডিএই-ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান, সম্ভাব্য ডিএই-ন্যাশনাল এবং বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি; 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক' ও আদিবাসী উপদেষ্টা গ্রুপ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি; সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি
প্রতিষ্ঠান জরিপ	১২৯টি দেশে জিসিএফ স্বীকৃত ১২১টি প্রতিষ্ঠানের কাছে জরিপের প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হলেও ১৫টি প্রতিষ্ঠানের জরিপে অংশগ্রহণ; প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় বিশ্লেষণের জন্য বিবেচনা করা হয়নি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
জিসিএফ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংকলন	জিসিএফ ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) ● ১৫৪টি "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" দেশ, ১২৯টি প্রকল্প প্রাপ্ত দেশ এবং ২৪৩টি জিসিএফ অনুমোদিত প্রকল্প ● ১২১টি অভিগম্যতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	জিসিএফ নথি ও প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও সংশ্লিষ্ট নথি, জিসিএফসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ইত্যাদি

গবেষণার সময় : জানুয়ারি ২০২৩-মে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণায় তথ্যের অপ্রতুলতা ও জিসিএফ কর্তৃক তথ্য প্রদানে দীর্ঘসূত্রতাসহ জিসিএফের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অসহযোগিতা ছিল। গবেষণার জন্য তথ্য চেয়ে টিআইবির পক্ষ থেকে জিসিএফকে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি এবং প্রশ্নপত্র ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু জিসিএফ থেকে পাঠানো উত্তর ও প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক ছিল না।[*]

অন্যদিকে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য জিসিএফের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হয়। ১২১টি প্রতিষ্ঠানের কাছে জরিপের প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয় এবং দেড় মাস সময় দিয়ে কয়েকটি ফলোআপ ই-মেইল করে জরিপে অংশগ্রহণ ও তথ্য প্রদানে অনুরোধ করা হলেও মাত্র ১৫টি প্রতিষ্ঠান জরিপে অংশগ্রহণ করে।

[*] জিসিএফ ই-মেইলটির প্রাপ্তি স্বীকার করে এবং উত্তর পরে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়। টিআইবি নতুন সময়সীমাতে তথ্য পেতে রাজি হয়। তবে জিসিএফ তাদের প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে তথ্য দেয়নি। এ ক্ষেত্রে টিআইবির পক্ষ থেকে দুইবার ফলোআপ ই-মেইল করে তথ্য দিতে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ফিরতি একটি ই-মেইলে তথ্য দিতে নতুন সময় প্রদান করে জিসিএফ। সার্বিকভাবে, দুই মাস পর সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করে জিসিএফ, যার মধ্যে অধিকাংশ উত্তর সরাসরি প্রদান না করে ইতিমধ্যে গবেষণায় ব্যবহৃত জিসিএফ নথির লিংক প্রদান করে তা দেখার পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে, আরও কয়েকটি বিষয়ে তথ্য চেয়ে ই-মেইল করলে জিসিএফ তার কোনো উত্তর দেয়নি ও প্রাপ্তি স্বীকার করেনি।

বিশ্লেষণকাঠামো

এই গবেষণায় সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সংগতি, শুদ্ধাচার ও অংশগ্রহণ) আলোকে পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায় হলো: অগ্রাধিকার, অভিগম্যতা, অর্থছাড় ও পরিবীক্ষণ। নিচে সারণিতে একনজরে বিশ্লেষণ কাঠামোটি উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২ : গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণকাঠামো

<table>
<tr><th>জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায়</th><th>পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র</th><th rowspan="5">সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের আলোকে বিশ্লেষণ-
▪ সক্ষমতা
▪ স্বচ্ছতা
▪ জবাবদিহি
▪ সংগতি
▪ শুদ্ধাচার
▪ অংশগ্রহণ</th></tr>
<tr><td>অগ্রাধিকার</td><td>অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে বরাদ্দ; ‘কান্ট্রি ওনারশিপ’ নিশ্চিত; বেসরকারি খাতে বরাদ্দ; সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থায়ন বৃদ্ধি; স্বীকৃতি প্রদান ও প্রকল্প পরিকল্পনায় অংশীজনের সম্পৃক্ততা; স্বীকৃতি এবং প্রকল্পে অগ্রাধিকার প্রদানে সংগতি ও সমন্বয়; অভিযোজনকে অগ্রাধিকার</td></tr>
<tr><td>অভিগম্যতা</td><td>জিসিএফ স্বীকৃতি প্রক্রিয়া; স্বীকৃতির চ্যালেঞ্জ; প্রকল্প অনুমোদন; অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ; সহ-অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ; প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্প প্রাপ্তি; “সিঙ্গেল কান্ট্রি” বা “একক দেশ” প্রকল্প প্রাপ্তি; জিসিএফ কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ</td></tr>
<tr><td>অর্থছাড়</td><td>জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ; অর্থায়নে ঋণ; সহ-অর্থায়ন; অর্থছাড়ে গৃহীত সময়</td></tr>
<tr><td>পরিবীক্ষণ</td><td>স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ; প্রকল্প পর্যবেক্ষণ; অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া; ফলাফল এবং মূল্যায়ন।</td></tr>
</table>

গবেষণার ফলাফল

অগ্রাধিকারে চ্যালেঞ্জ

তহবিল বরাদ্দের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ না করা

জিসিএফ তহবিলের শুরু থেকে অভিযোজন এবং প্রশমন থিমে বরাদ্দে ৫০:৫০ অনুপাত বজায় রাখার লক্ষ্যমাত্রা ৮ বছরে অর্জিত হয়নি। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমাও উল্লেখ করা হয়নি। প্রশমন থিমে (৫৬ শতাংশ) অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যেখানে অভিযোজন থিমে বরাদ্দের পরিমাণ ৪৪ শতাংশ।

চিত্র ১ : অভিযোজন এবং প্রশমন থিমে বরাদ্দ (%)

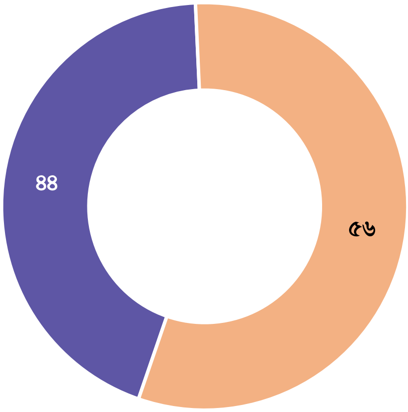

অভিযোজনের জন্য ৫ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করা হলেও এর উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রস-কাটিং (অভিযোজন ও প্রশমন একত্রে) হিসেবে অনুমোদন করা হয়েছে। ক্রস-কাটিংয়ের ক্ষেত্রে অভিযোজন ও প্রশমন থিমে অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা হয় না। শুধু অভিযোজনের জন্য ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার (২৫ দশমিক ৮ শতাংশ) অনুমোদন করা হয়েছে।[৯] অভিযোজন প্রকল্পগুলো অধিকাংশই অনুদানভিত্তিক হওয়ায় এই বাবদ বরাদ্দকৃত তহবিল পুনঃবিনিয়োগের সুযোগ নেই। ফলে ঋণভিত্তিক প্রশমন প্রকল্প অনুমোদনে জিসিএফের অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

জিসিএফ কর্তৃক তহবিল বরাদ্দে অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি

অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, জিসিএফ স্বীকৃত "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" ১৫৪টি দেশের মধ্যে ২৫টি (১৬ দশমিক ২ শতাংশ) দেশ প্রকল্প পায়নি। জিসিএফ "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" দেশগুলোর মধ্যে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সর্বোচ্চ (১৪টি দেশ) সংখ্যক দেশ প্রকল্প পায়নি এবং আফ্রিকা অঞ্চলের ৬টি দেশ প্রকল্প পায়নি। লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ও পূর্ব ইউরোপ অঞ্চলের একটি করে দেশ প্রকল্প পায়নি। এ ছাড়া জিসিএফ কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত 'বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ' ৯৬টি দেশের মধ্যে ৮টি দেশ প্রকল্প পায়নি।

চিত্র ২ : অঞ্চলভিত্তিক জিসিএফ "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" দেশ (সংখ্যা)

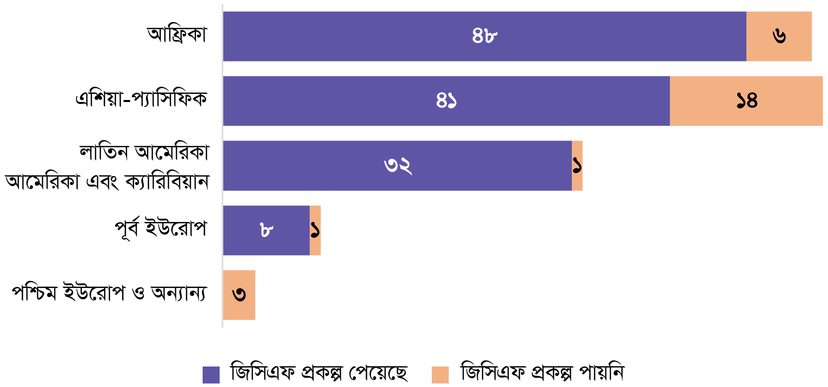

জিসিএফের নীতি অনুসারে "বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ" দেশের জন্য অভিযোজন তহবিল বরাদ্দে গুরুত্ব দেওয়া হলেও ৪২টি দেশে অভিযোজন অর্থায়ন হয়নি। যে কয়টি ঝুঁকিপূর্ণ দেশে অভিযোজনের অর্থায়ন হয়েছে তার অধিকাংশই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি।

এ ছাড়া বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ অভিযোজন তহবিল প্রাপ্তিতে জিসিএফ থেকে যে অগ্রাধিকার পাচ্ছে, তা স্বল্পোন্নত ক্যাটাগরির বাইরে গেলে পাবে না। এসব দেশে জলবায়ু ঝুঁকি একই রকম এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেশি হলেও তাদের নিয়ে জিসিএফের নতুন অগ্রাধিকার গ্রুপ তৈরির কোনো পরিকল্পনা নেই।

"কান্ট্রি ওনারশিপ" নিশ্চিতে ঘাটতি

জিসিএফ "কান্ট্রি ওনারশিপ"কে 'নির্দিষ্ট দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট নীতি' হিসেবে উল্লেখ করলেও এর পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেনি।[১০] প্রকল্প চক্রের নির্দেশিকায় "কান্ট্রি ওনারশিপ" বাস্তবায়নের প্রায়োগিক পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। জিসিএফের নির্দেশিকায় "কান্ট্রি ওনারশিপ"-এর সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা এবং তা বাস্তবায়নে সঠিক পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। ফলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জিসিএফ তহবিলে তাদের চাহিদা অনুসারে প্রকল্প ও কার্যক্রমে অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। "কান্ট্রি ওনারশিপ" অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জিসিএফ ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পারস্পরিক অংশীদারির ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে "কান্ট্রি ওনারশিপ" নিশ্চিত করার কথা থাকলেও জিসিএফ তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না।

এনডিএ/ফোকাল পয়েন্টের ভূমিকা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফের পদক্ষেপে ঘাটতি

"কান্ট্রি ওনারশিপ" নিশ্চিতে জিসিএফ "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" ১৫৪টি দেশের সাথে জিসিএফের যোগাযোগের জন্য ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড এনটিটি (এনডিএ) অপরিহার্য হলেও ৬টি (৩ দশমিক ৯ শতাংশ) দেশে এনডিএ নেই এবং এ-সম্পর্কে জিসিএফের সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যাও নেই। সরাসরি অভিগম্যতার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন প্রদানের বিষয়ে এনডিএর জন্য জিসিএফ কর্তৃক

সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে যাচাই-বাছাই করে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে এনডিএ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। 'কান্ট্রি ওনারশিপ' নিশ্চিতে একটি দেশ থেকে সরাসরি অভিগম্যতার জন্য সর্বোচ্চ কতগুলো প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন সে-সম্পর্কে জিসিএফ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। দেশগুলোতে বাস্তবায়িত জিসিএফ প্রকল্প তদারকিতে এনডিএর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ বিষয়েও জিসিএফের সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ ও সমন্বয়ের ঘাটতি

স্বীকৃতি প্রদান, প্রকল্প অনুমোদনসহ জিসিএফ বোর্ড সভার আলোচনা এবং পরামর্শ প্রদানে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নীতি থাকলেও তা যথাযথভাবে পালন করা হয় না। জিসিএফের নীতিমালা তৈরি বা পরিবর্তনে 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক'দের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। এমনকি, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মতামত ও পরামর্শ উপেক্ষা করা হয়। প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণা প্রস্তুতের সময় স্থানীয় জনসাধারণ ও আদিবাসীদের সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শ না করলেও জিসিএফ প্রকল্পগুলো অনুমোদন দিয়েছে। 'কান্ট্রি ওনারশিপ' নিশ্চিতের জন্য বেসরকারি অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে জিসিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতি থাকলেও বেসরকারি অংশীজনের সাথে অংশগ্রহণের পদ্ধতি ও ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনা নেই। এ ছাড়া ৪০ শতাংশের অধিক জিসিএফ প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতির সময় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে পরামর্শ করা হয়নি।

বেসরকারি খাতে তহবিল বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঘাটতি

জিসিএফের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২০-২৩ সময়কালের মধ্যে 'প্রাইভেট সেক্টর ফ্যাসিলিটি'র আওতায় বেসরকারি খাতে তহবিল বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা ২০ শতাংশের অধিক হওয়ার কথা থাকলেও তা অর্জিত হয়নি। ২০২০-২৩ সালে 'প্রাইভেট সেক্টর ফ্যাসিলিটি'র আওতায় অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ১৭ শতাংশ। বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য জিসিএফ বোর্ডের নির্দেশনার ঘাটতি এবং এ বিষয়ে পর্যাপ্ত কৌশল না থাকার ফলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

চিত্র ৩ : "প্রাইভেট সেক্টর ফ্যাসিলিটি"র আওতায় বরাদ্দ লক্ষ্যমাত্রা (%)

বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করায় জিসিএফের ঘাটতি

জিসিএফের "কান্ট্রি ওনারশিপ" নীতির উদ্দেশ্য[১১] অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেসরকারি খাত, বিশেষ করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রতিপালনে ঘাটতি রয়েছে। বেসরকারি খাতের প্রকল্পগুলো গ্লোবাল নর্থভিত্তিক ব্যাংক এবং বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাস্তবায়ন করা

হচ্ছে। এমনকি, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র, স্বল্পোন্নত দেশ এবং আফ্রিকার দেশগুলোর প্রকল্প কার্যক্রমে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা বৃদ্ধির জন্য জিসিএফ কর্তৃক গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিযোজন অপেক্ষা প্রশমন প্রকল্পে অধিক আগ্রহ থাকে, যা জিসিএফের অভিযোজন ও প্রশমনের ৫০ঃ৫০ অনুপাতের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার অন্যতম কারণ।

প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত "রেডিনেস সাপোর্ট"

জিসিএফে সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল নির্ধারণ এবং এনডিএকে শক্তিশালী করার জন্য 'রেডিনেস এবং প্রিপারেটরি সাপোর্ট প্রোগ্রাম (আরপিএসপি)' গুরুত্বপূর্ণ হলেও ১২টি (৭ দশমিক ৮ শতাংশ) দেশ আরপিএসপির আওতায় কোনো ধরনের সহায়তা পায়নি। নিচে উল্লিখিত সারণি ৩ থেকে দেখা যায় যে কান্ট্রি প্রোগ্রাম তৈরি ও এনডিএকে শক্তিশালী করার জন্য আরপিএসপি সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" ১৫৪টি দেশের মধ্যে ২৪টি দেশ (১৫ দশমিক ৫ শতাংশ) জিসিএফ থেকে এ ধরনের সহায়তা পায়নি। এ ছাড়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও ৯৫টি দেশ (৬১ দশমিক ৭ শতাংশ) জিসিএফ থেকে এ ধরনের সহায়তা পায়নি। যেসব দেশ এ ধরনের সহায়তা পেয়েছে তা-ও পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত "রেডিনেস সাপোর্ট" না পাওয়ায় দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত এবং জিসিএফে কাঙ্ক্ষিত অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি। এমনকি জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরি করতে আরপিএসপি সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও ৬২টি দেশ (৪০ দশমিক ৩ শতাংশ) জিসিএফের থেকে এ ধরনের সহায়তা পায়নি।

সারণি ৩ : ধরনভেদে আরপিএসপি সহায়তা না পাওয়া দেশের সংখ্যা

আরপিএসপি সহায়তার ধরন	দেশের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কান্ট্রি প্রোগ্রাম তৈরি ও এনডিএ শক্তিশালী করা	২৪টি	১৫.৬
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধি	৯৫টি	৬১.৭
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরি করা	৬২টি	৪০.৩

এ ছাড়া জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প পরিমাণে "রেডিনেস সাপোর্ট" দেওয়ায় ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ দেশ "কান্ট্রি প্রোগ্রাম" তৈরি করতে পারেনি। দেশগুলোতে 'কান্ট্রি প্রোগ্রাম' না থাকায় জাতীয় কৌশলগত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের সাথে সংগতি রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারছে না।

সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি

"কান্ট্রি ওনারশিপ"-এর জন্য সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার প্রদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে। জিসিএফের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০২০-২৩) অনুযায়ী সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে "উল্লেখযোগ্য" পরিমাণে অর্থায়ন বৃদ্ধির পরিকল্পনা থাকলেও "উল্লেখযোগ্য" বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে সুস্পষ্ট করা হয়নি। বছরভিত্তিক "উল্লেখযোগ্য" বৃদ্ধির হার সামান্য। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন বৃদ্ধি হয়েছে ১৯ শতাংশ।

অভিগম্যতার চ্যালেঞ্জ

ঝুঁকিপূর্ণ দেশে অল্পসংখ্যক সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থাকা

"কান্ট্রি ওনারশিপ" নিশ্চিতে জিসিএফ তহবিলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি অভিগম্যতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অধিকাংশ দেশে (৬৮ দশমিক ৮ শতাংশ) সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান নেই। জিসিএফ তহবিল পাওয়ারযোগ্য ১৫৪টি দেশের মধ্যে ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ দেশে শুধু একটি করে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি রয়েছে। এ ছাড়া যথাক্রমে ১১ শতাংশ দেশে দুটি এবং ২ দশমিক ৬ শতাংশ দেশে তিনটি ও এর অধিক সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ দেশে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি থাকায় অধিকাংশ দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার নগণ্য। প্রকল্প প্রাপ্ত ১২৯টি দেশের মধ্যে ৯৭ দশমিক ৭ শতাংশ দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যেখানে জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মাত্র ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ দেশে। অন্যদিকে ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ দেশে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জিসিএফে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য

"কান্ট্রি ওনারশিপ" নিশ্চিতে জাতীয় অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বিদ্যমান। জিসিএফের মূলনীতি অনুসারে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের চাহিদাভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নীতি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব না দিয়ে কম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প বা তাদের নিজস্ব অগ্রাধিকার প্রকল্প প্রণয়ন করে। মূলনীতি অগ্রাহ্য করে জিসিএফ এই ধরনের প্রকল্প অনুমোদন করে। জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে অধিকসংখ্যক প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ৭৭ শতাংশ যেখানে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ১৩ শতাংশ। অন্যদিকে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ১০ শতাংশ।

চিত্র ৪ : প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের হার (%)

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আধিক্য রয়েছে। ২৭টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের গড় সংখ্যা ৬ দশমিক ৮; যেখানে ২০টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের গড় সংখ্যা ১ দশমিক ৬। সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের সর্বনিম্ন সংখ্যা একটি হলেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের সর্বোচ্চসংখ্যা ৩৮টি। পক্ষান্তরে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের সর্বোচ্চ সংখ্যা মাত্র ৪টি। অন্যদিকে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনকৃত প্রকল্পের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫টি।

অড্‌স্ রেশিও বিশ্লেষণে দেখা যায়, জিসিএফে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের (জাতীয় ও আঞ্চলিক) তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে একটি প্রকল্প পাওয়ার সম্ভাবনা ২ দশমিক ৫ গুণ বেশি। ৬১ দশমিক ৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে একটি করে প্রকল্প পেয়েছে। পক্ষান্তরে সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই হার ৩৯ শতাংশ।

জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতায় অসম প্রতিযোগিতা

জিসিএফ তহবিল ও প্রকল্প অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অসম প্রতিযোগিতা বিরাজমান। জিসিএফ সীমিত জলবায়ু তহবিলে প্রতিযোগিতামূলক ও অধিক উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প অনুমোদনকে প্রাধান্য দেয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশের নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংকের মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প অনুমোদনসহ তহবিল সংগ্রহে একটি অসম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। একই সময়ের ব্যবধানে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জিসিএফ থেকে তুলনামূলক বৃহৎ এবং সংখ্যায় অধিক প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই তহবিল ব্যবহার করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক, কারিগরি, মানবসম্পদসহ প্রায়োগিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করেছে। ফলে জিসিএফে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য নিশ্চিত না হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতা প্রদানে ন্যায্যতা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। দুর্নীতি প্রতিরোধে জিসিএফের “জিরো টলারেন্স” নীতি থাকলেও ইউএনডিপির মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জিসিএফসহ জলবায়ু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ[১২] অমীমাংসিত রেখে বিতর্কিতভাবে জিসিএফ তাদের পুনঃস্বীকৃতি প্রদান করেছে। এমনকি জিসিএফ ইউএনডিপিকে সর্বোচ্চসংখ্যক প্রকল্পও (৩৮টি) অনুমোদন দিয়েছে।

অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বিষয়ে জিসিএফ অতিসাবধানতা অবলম্বন করেছে। তাদের স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় সহজ ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার না করে কঠোর নিয়ম আরোপ করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধসহ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতির অজুহাতে জিসিএফ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে অধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

জিসিএফে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা

একটি সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হলেও এই প্রক্রিয়া জটিলই রাখা হয়েছে। সময়সীমা সুনির্দিষ্ট না থাকায় স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানভেদে স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় পার্থক্য বিদ্যমান। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফ সহজে ও কম সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বীকৃতির জন্য আবেদন থেকে

শুরু করে জিসিএফ বোর্ডের স্বীকৃতি পেতে প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিকভাবে গড়ে ১৭ মাস সময় প্রয়োজন। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতির আবেদন থেকে জিসিএফ বোর্ডের স্বীকৃতি পর্যন্ত গড়ে ২৪ মাস সময় প্রয়োজন হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ১৬ মাসেই জিসিএফ বোর্ডের স্বীকৃতি পেয়ে যায়। অন্যদিকে বোর্ডের স্বীকৃতি পেতে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য গড় সময় প্রয়োজন হয় ১১ মাস।

চিত্র ৫ : প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে গড় সময়

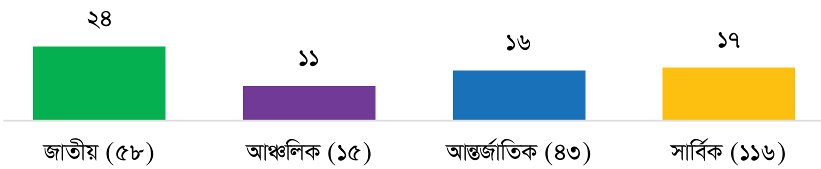

জিসিএফের নীতি এবং মানদণ্ড পূরণ ও তা প্রতিপালনে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ বিবিধ অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয় যা সময়সাপেক্ষ ও জটিল। জিসিএফের অর্থনৈতিক মানদণ্ড (ফিডুস্যিয়ারি স্ট্যান্ডার্ড), পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং জেন্ডার পলিসিসহ প্রায় ১৮৮টি নথি প্রস্তুত এবং নথিগুলো ইংরেজিতে রূপান্তর করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এ ছাড়া জিসিএফ সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ই-মেইলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মতামত এবং উত্তর দিতে সময়ক্ষেপণ করেন। ক্ষেত্রবিশেষে উত্তর দেয় না এবং ই-মেইলের প্রাপ্তিও স্বীকার করেন না।

জিসিএফ প্রকল্প অনুমোদনের চ্যালেঞ্জ

জিসিএফে তহবিল প্রস্তাব জমা থেকে বোর্ড অনুমোদন পর্যন্ত নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ১৯০ দিন হলেও গড়ে ৩৮৯ দিন ব্যয় হয়, যেখানে সর্বনিম্ন ৪২ দিন ও সর্বোচ্চ ১ হাজার ৯৪৫ দিন ব্যয় হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর গড়ে ১৯৯ দিন অতিরিক্ত ব্যয় হয়। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত সময়ের মাঝে তহবিল প্রস্তাব অনুমোদন পায় না। উল্লেখ্য, ৭৯ দশমিক ৮ শতাংশ তহবিল প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ে অনুমোদন পায়নি। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর যেখানে তহবিল প্রস্তাব গ্রহণ থেকে প্রকল্প অনুমোদন পর্যন্ত গড় সময় প্রয়োজন হয় ৪১৩ দিন, সেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গড়ে ৩৭৯ দিন প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য গড় সময় প্রয়োজন হয় ৪৩৩ দিন।

প্রকল্পের থিমভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, অভিযোজন প্রকল্পের জন্য তহবিল প্রস্তাব গ্রহণ থেকে প্রকল্প অনুমোদন করতে গড়ে সময় প্রয়োজন হয় ৪৩৭ দিন। কিন্তু প্রশমন প্রকল্পে ৩১৫ দিন ব্যয় হয়। অভিযোজন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদিত সময়ের বাইরে অতিরিক্ত ২৪৭ দিন ব্যয় করতে হয় এবং প্রশমন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১২৫ দিন ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে ক্রস কাটিং প্রকল্পের তহবিল প্রস্তাব গ্রহণ থেকে প্রকল্প অনুমোদন করতে গড়ে সময় প্রয়োজন হয় ৩৯০ দিন।

তহবিল প্রস্তাবনা প্রস্তুত পর্যায়ে জিসিএফের বিভিন্ন বিভাগ একই তথ্য ও নথি বিভিন্ন সময় বারবার প্রদানের অনুরোধ করে এবং তা জমা দিতে হয়। এ ছাড়া জিসিএফের নীতি, প্রত্যাশা ও নির্দেশনাসহ কারিগরি বিষয় বুঝে এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে উচ্চ পারিশ্রমিকে পরামর্শক নিয়োগ দিতে বাধ্য হতে হয়।

অন্যদিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য অপ্রতুল থাকায় প্রকল্পের যৌক্তিকতা অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে উপস্থাপন দুরূহ এবং দুঃসাধ্য হয়। ফলে জিসিএফের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনীতে কালক্ষেপণসহ প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। জিসিএফ কর্তৃক বিষয়টিকে বাস্তবসম্মত এবং স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য না করে অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে সম্ভাবনাময় প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাধার সম্মুখীন হয়। প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার সমস্যাসহ বাস্তব অবস্থার নানাবিধ পরিবর্তন (ভূমিরূপ, প্রতিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদি) হয়ে যায়। এ ছাড়া তহবিল প্রস্তাব গ্রহণ থেকে প্রকল্প অনুমোদন পর্যন্ত ২০১৫ সালের তুলনায় কার্যক্রম সম্পাদনের সময় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সালে যেখানে গড়ে সময় ব্যয় হয়েছে ১০১ দিন সেখানে ২০২৩ সালে ব্যয় হয়েছে ৫৭৩ দিন। তথ্যদাতাদের মতে, নতুন প্রকল্প অনুমোদনে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণ করা হয় এবং জিসিএফ তহবিলে পর্যাপ্ত টাকা না থাকা এর অন্যতম কারণ।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বল্পসংখ্যক প্রকল্প অনুমোদন

"কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ" বাস্তবায়নে শক্তিশালী ও দক্ষ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতে গুরুত্বারোপ করা হলেও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে জিসিএফের ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে পর্যাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও তহবিল সংগ্রহে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প প্রাপ্তির হার কম। ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" দেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো প্রকল্প নেই। "তহবিল পাওয়ার যোগ্য" ২৫ শতাংশ দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো একটি করে প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে এবং একাধিক প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ দেশ।

স্বল্পসংখ্যক "সিঙ্গেল কান্ট্রি" বা "একক দেশ" প্রকল্প অনুমোদন

"কান্ট্রি ওনারশিপ" বৃদ্ধিতে "একক দেশ" প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর দেওয়া হলেও ৩১ শতাংশ দেশে জিসিএফ "একক দেশ" প্রকল্প অনুমোদন করেনি। একটি "একক দেশ" প্রকল্প পেয়েছে ২৪ দশমিক ৮ শতাংশ দেশ এবং ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ দেশ পেয়েছে একাধিক "একক দেশ" প্রকল্প। এ ছাড়া "মাল্টি-কান্ট্রি" প্রকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের "কান্ট্রি ওনারশিপ" সীমিত থাকে এবং এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে "কান্ট্রি ওনারশিপ" নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ থাকলেও জিসিএফ কর্তৃক অধিকাংশ দেশে (৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ) 'মাল্টি-কান্ট্রি' প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

জিসিএফ কর্তৃক তহবিল সংগ্রহে ঘাটতি

প্রোগ্রামিং/প্লেজিং কনফারেন্সের মাধ্যমে এনেক্স-১/উন্নত দেশের কাছ থেকে তহবিল প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পেলেও জিসিএফ তা সম্পূর্ণ পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারে না। উন্নত দেশসমূহ প্রতিশ্রুতির তুলনায় কম অর্থ প্রদান করে। ইনিশিয়াল রিসোর্স মোবিলাইজেশন (আইআরএম) পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থের ১ বিলিয়ন ডলার কম প্রদান করা হয়েছে। উন্নত দেশ কর্তৃক ২০২০ সাল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও জিসিএফের মাধ্যমে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এমনকি বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুত অর্থায়নের মাত্র ২-৩ শতাংশ জিসিএফের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।[১৩] অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও জিসিএফের মাধ্যমে

উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়ন সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। উন্নত দেশগুলো জিসিএফের প্রথম রিপ্লেনিশমেন্টে (২০২০-২৩) ১০ বিলিয়ন ডলার এবং দ্বিতীয় রিপ্লেনিশমেন্টে (২০২৪-২৭) ১২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের অঙ্গীকার করে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।[১৪] চার বছরে অঙ্গীকার বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার।

তহবিল সংগ্রহে জিসিএফের চ্যালেঞ্জ

জিসিএফে সব অবদানই স্বেচ্ছামূলক... বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং দাতা দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আর্থিক পরিস্থিতি এই অবদানকে প্রভাবিত করে।

-জিসিএফ সচিবালয়

অর্থছাড়ে চ্যালেঞ্জ

জিসিএফ হতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বেশি অর্থ অনুমোদন

২০১৫-২৩ পর্যন্ত জিসিএফ কর্তৃক অনুমোদনকৃত ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কম অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার (১২ দশমিক ২ শতাংশ)। একইভাবে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার (৮ শতাংশ)। অথচ অধিকাংশ অর্থ (১০ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে (৭৯ দশমিক ৮ শতাংশ)। অন্যদিকে মাত্র ৫টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক, ইবিআরডি, এডিবি ও আইডিবি) জন্য জিসিএফের মোট অনুমোদিত অর্থের ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ (৫ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি ২২টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ৪০ দশমিক ৪ শতাংশ।

চিত্র ৬ : জিসিএফ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে তহবিল অনুমোদন (%)

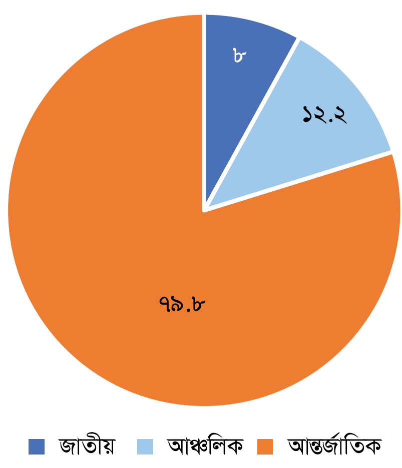

জিসিএফ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে ঘাটতি

উন্নয়নশীল দেশে অভিযোজনের জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত বছরে ২১৫ থেকে ৩৮৭ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন[১৫] হলেও জিসিএফ মাত্র ৫ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। জিসিএফ সেকেন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ রিপোর্ট অনুযায়ী, 'তহবিল পাওয়ার যোগ্য' দেশগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জিসিএফের অবদান সামান্য।[১৬]

জলবায়ু অর্থায়নে জিসিএফের অবদান

জিসিএফ বৃহত্তম জলবায়ু তহবিল হলেও, এটি এখনো সামগ্রিক জলবায়ু তহবিলের একটি ছোট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো জলবায়ু তহবিল থেকে অভিযোজনের জন্য প্রাপ্ত মোট অর্থের মাত্র ২ দশমিক ৯ শতাংশ জিসিএফ থেকে পেয়েছে।

-সেকেন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ অব জিসিএফ, ২০২৩

জিসিএফ কর্তৃক অর্থছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা

জিসিএফের অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পে মাত্র ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার ছাড় করা হয়েছে, যা মোট অনুমোদিত অর্থের ২৮ দশমিক ১ শতাংশ। প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থছাড় পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৮০ দিন সময় নির্ধারিত হলেও অর্থছাড় পাওয়া প্রকল্পের (n=১৮৫) ক্ষেত্রে গড়ে ৫৬২ দিন ব্যয় হয় (সর্বনিম্ন ৩৬ দিন, সর্বোচ্চ ২৩২৪ দিন)। ৯২ দশমিক ২ শতাংশ প্রকল্পে নির্ধারিত সময়ে অর্থছাড় করা হয়নি।

জিসিএফ অর্থায়নে ঋণের আধিক্য

"পলুটারস পে" নীতি[১৭] অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনুদানভিত্তিক জলবায়ু তহবিল প্রদানে জোর দেওয়া হলেও জিসিএফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অধিক হারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র ৭ : প্রতিষ্ঠানভিত্তিক জিসিএফের অর্থায়ন (%)

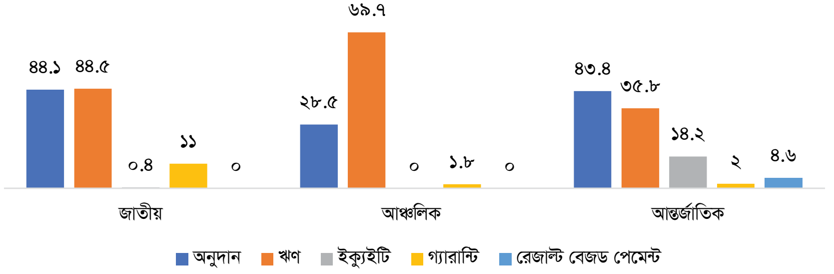

এককভাবে জিসিএফ কর্তৃক অর্থায়নের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, অনুমোদিত মোট প্রকল্প অর্থে ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ অনুদান দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া ইক্যুইটি এবং অন্যান্যভাবে যথাক্রমে ১১ দশমিক ৪ ও ৬ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থায়ন করা হয়েছে (চিত্র ৮)।

চিত্র ৮ : এককভাবে জিসিএফ কর্তৃক অর্থায়নের ধরন (%)

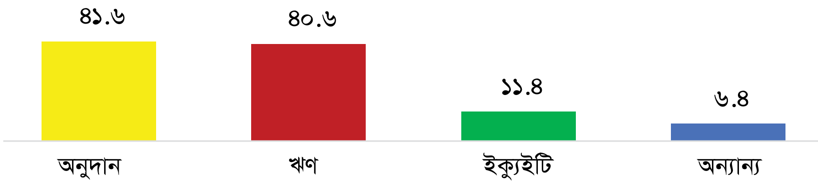

অন্যদিকে জিসিএফ সরবরাহকৃত অনুদান এবং সহ-অর্থায়নসহ অনুমোদিত মোট প্রকল্প অর্থে অনুদানের তুলনায় অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং অনুদানের পরিমাণ ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ। এ ছাড়া ইক্যুইটি এবং অন্যান্যভাবে যথাক্রমে ২০ দশমিক ৩ ও ৪ শতাংশ অর্থায়ন করা হয়েছে (চিত্র ৯)। অন্যদিকে সহ-অর্থায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (৫৯ দশমিক ৯ শতাংশ) থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে (৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ) ঋণের পরিমাণ অধিক।

চিত্র ৯ : জিসিএফ এবং সহ-অর্থায়নসহ মোট প্রকল্প অর্থায়নের ধরন (%)

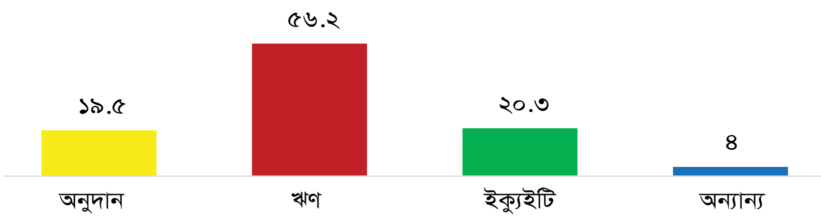

দর-কষাকষিতে সক্ষমতা কম থাকায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অধিক অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ প্রস্তাবে সম্মত হয়। ফলে অনুদানের চেয়ে ঋণ প্রাপ্তির হার বেশি। জিসিএফ অর্থায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের হার যথাক্রমে ৪৪ দশমিক ৫ এবং ৬৯ দশমিক ৭ শতাংশ। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের হার (৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ) জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম। এ ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪৩ দশমিক ৪ শতাংশ (চিত্র ৭)।

প্রতিষ্ঠানগুলোর দর-কষাকষির ওপর ঋণের সুদের হার নির্ভর করে। জিসিএফ বিনা সুদে অথবা স্বল্প সুদে (শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ) ঋণ দিলেও, সার্ভিস ফি, প্রতিশ্রুতি ফিসহ মুদ্রাবিনিময় হার ঠিক রাখা বাবদ সুদের হার প্রায় ৫ শতাংশের বেশি, যা ক্ষেত্রবিশেষে বহুপক্ষীয় ঋণ প্রদানকারী সংস্থার চেয়েও অধিক। ঋণের অর্থ বিদেশি মুদ্রায় সুদের সাথে ফেরত দিতে হয়, যা ঋণগ্রহীতা দেশগুলোর বহিঃস্থ ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করে এবং স্থানীয় মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টিসহ জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে।

পরিবীক্ষণে চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি

জিসিএফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশনা থাকলেও তা প্রতিপালন করা হয় না। কিছু প্রকল্পের ২০২২ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং মান পর্যবেক্ষণে জিসিএফের জবাবদিহির ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া জিসিএফ মানদণ্ড মেনে মাঠপর্যায়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যয় যাচাই করা হয়নি। অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দেশগুলোয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে জিসিএফের কার্যালয় নেই। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসনের ঝুঁকি থাকলেও মাঠপর্যায়ে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণে ঘাটতি বিদ্যমান।

এ ছাড়া জিসিএফ প্রকল্পের কার্যকারিতা, ফলাফল এবং মূল্যায়নের জন্য মাঠপর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয় না। তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের স্বাধীন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই। প্রকল্প তদারকিতে জিসিএফে নিবন্ধিত ‘সক্রিয় পর্যবেক্ষক’দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনে তাদের মতামত প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

জিসিএফের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি

জিসিএফের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এখনো বিকাশমান পর্যায়ে রয়েছে।[১৮] নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো স্বীকৃতি, প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থছাড়সহ যোগাযোগসংক্রান্ত বিষয়ে জিসিএফ সচিবালয়ের অসহযোগিতা ও দীর্ঘসূত্রতা বিষয়ে কোনো অভিযোগ প্রদান করে না। স্থানীয় জনগণের সরাসরি অভিযোগ প্রদানের সুযোগের ঘাটতি রয়েছে। এমনকি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অভিযোগ করলেও তার বিষয়বস্তু গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক অভিযোগ প্রদানে জিসিএফের সাথে সরাসরি ও সহজে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া জিসিএফের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। বাংলাদেশের একটি প্রকল্প সম্পর্কে টিআইবি ২০১৭ সালে অভিযোগ করলেও জিসিএফ অভিযোগের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে আমলে নেয়নি।

জিসিএফে অভিযোগ দায়ের : বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা

জিসিএফ ২০১৫ সালে বাংলাদেশের জন্য “ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং” প্রকল্পটি অনুমোদন করে। অনুমোদনের দুই বছর পরেও অর্থছাড় না করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। ফলে প্রকল্প এলাকার জলবায়ু ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায়, ২০১৭ সালে টিআইবি সাতক্ষীরা পৌরসভা ও পৌরসভার ৪২৭ জন অধিবাসীর স্বাক্ষরসহ তাদের পক্ষে প্রকল্পটির সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষতির বিষয়ে জিসিএফে লিখিত অভিযোগ দেয়। যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষতি বৃদ্ধি পেলেও জিসিএফের “ইনডিপেনডেন্ট রিড্রেস মেকানিজম” অভিযোগটিকে “আমল-অযোগ্য অভিযোগ” ঘোষণা করে। যদিও টিআইবির পদক্ষেপের কারণে জিসিএফ প্রকল্পটিতে দ্রুততার সাথে অর্থছাড় করে।

জিসিএফ অভিগম্যতায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

এনডিএ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফ কর্তৃক পদক্ষেপে ঘাটতি

এনডিএ হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে জিসিএফের সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। নীতিমালা না থাকায় যোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও সরকারের পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানকে এনডিএ হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন দেওয়ার কারণ সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক মাপকাঠি জিসিএফ মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে অধিক সময় ব্যয় হয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ "কান্ট্রি প্রোগ্রাম"-এ সরকারি ৪টি প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফ থেকে স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও জিসিএফের মানদণ্ড পূরণ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। অথচ ৫ বছরেও প্রতিষ্ঠানগুলো স্বীকৃতি পায়নি। "কান্ট্রি প্রোগ্রাম"-এর আওতায় বেশ কিছু প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হলেও জিসিএফের সহযোগিতার অভাবে তা থেকে পরে পরিকল্পনা অনুযায়ী সফলভাবে তহবিল প্রস্তাবনায় রূপান্তর করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প তদারকিতে এনডিএর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জিসিএফের সহায়তা পর্যাপ্ত নয়।

স্বীকৃতির প্রক্রিয়ায় জিসিএফ সচিবালয়ের অসহযোগিতা এবং দীর্ঘসূত্রতা

জিসিএফ সচিবালয় থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় দুই বছর ব্যয় হয়েছে। স্বীকৃতির প্রক্রিয়া এবং শর্তাবলি বোঝার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে উচ্চ পারিশ্রমিকে পরামর্শক নিয়োগে বাধ্য হতে হয়েছে। স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার জটিলতা ও জিসিএফ সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যোগাযোগে দীর্ঘসূত্রতাসহ অসহযোগিতার কারণে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রক্রিয়া তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো সম্পন্ন হয়নি। অভিগম্যতা নিশ্চিতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফ কর্তৃক স্বল্প পরিমাণ রেডিনেস অর্থায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে জিসিএফ কর্তৃক রেডিনেসের জন্য ৮ বছরে মোট ৬ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৫ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার ছাড় করা হয়েছে। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রকল্প ধারণাপত্র জমা থেকে প্রকল্প অনুমোদন পর্যন্ত ২ হাজার ১৭৪ দিন (প্রায় ৬ বছর) ব্যয় হয়েছে।

জিসিএফ স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ

'জিসিএফ থেকে স্বীকৃতি পেতে আমরা তিন বছর ধরে চেষ্টা করছি। শত শত নথিপত্র জিসিএফকে দিতে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার নানা জটিলতার কারণে আমরা এখনো স্বীকৃতি পাইনি। একটা ই-মেইল দিলে জিসিএফ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। জিসিএফের কাছে থেকে পেশাদার আচরণও পাওয়া যায় না। আমাদের মতো বড় সংস্থার ক্ষেত্রেই যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে কী হচ্ছে?'

- একজন তথ্যদাতা

অগ্রাধিকারের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, ১৬টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে জিসিএফ অর্থায়নের ক্ষেত্রে অভিযোজন এবং অনুদানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়নি। বাংলাদেশে জিসিএফ প্রকল্পে থিমভিত্তিক অর্থায়ন বিশ্লেষণে দেখা যায়, অভিযোজন প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশে জিসিএফ কর্তৃক ১৪১ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার (৩২ শতাংশ) অনুমোদন করা হয়েছে, যেখানে প্রশমন প্রকল্পের জন্য ২৫৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার (৫৮ শতাংশ) অনুমোদন করা হয়েছে। এ ছাড়া ক্রস-কাটিং প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৪৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার (১০ শতাংশ) জিসিএফ থেকে অনুমোদন করা হয়েছে।

অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় মধ্য মেয়াদে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কমপক্ষে ১২ হাজার মিলিয়ন ডলার প্রয়োজনের[১৯] বিপরীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অনুমোদন করা হয়েছে মোট ১ হাজার ১৮৯ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার, যা প্রয়োজনীয় মোট অর্থের ৯ দশমিক ৯ শতাংশ। এ ছাড়া জিসিএফ রেডিনেসসহ মোট তহবিল অনুমোদন করেছে ৪৪৮ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার, যা প্রয়োজনীয় মোট অর্থের ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে জিসিএফ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে তহবিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রশমন প্রকল্পে অধিক অর্থ অনুমোদন পরিলক্ষিত হয়। প্রশমন প্রকল্পে বাংলাদেশ ২৫৬ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার (৭৬ দশমিক ৯ শতাংশ) অনুমোদন পেলেও অভিযোজন বিষয়ক প্রকল্পে পেয়েছে মাত্র ৭৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার (২৩ দশমিক ১ শতাংশ)। এর মাঝে জিসিএফ বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ঋণ দিয়েছে ৭৫ শতাংশ এবং অনুদান দিয়েছে ২৫ শতাংশ। এ ছাড়া জিসিএফ কর্তৃক বাংলাদেশে সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ঋণ দিয়েছে ৯৭ শতাংশ এবং ইন-কাইন্ড দিয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ। স্বীকৃতিসহ ঋণ ও সহ-অর্থায়নের ক্ষেত্রে জটিলতায় সক্ষম প্রতিষ্ঠানগুলো রেজাল্ট বেজড পেমেন্টসহ কার্বন সিকুয়েস্টেশন এবং কার্বন মার্কেটসংক্রান্ত উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণে জিসিএফ থেকে কোনো সহায়তা পায়নি।

অর্থছাড়ে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে জিসিএফ তহবিলের ৯টি প্রকল্পে মোট অনুমোদিত অর্থের মাত্র ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ ছাড় করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকল্পগুলোয় জিসিএফ থেকে অর্থছাড়ে বিলম্ব হয়। একটি প্রকল্প অনুমোদনের দীর্ঘ তিন বছর পর প্রথম কিস্তির অর্থছাড় করা হয়েছে। অর্থছাড়ে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নেও বিলম্ব হয়েছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় জলবায়ু ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। এনডিএ কর্তৃক বাংলাদেশে প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। প্রকল্প এলাকায় তথ্য বোর্ড প্রদর্শন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা সব ক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি। সক্রিয় পর্যবেক্ষকদের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

সমন্বয়ের ঘাটতি

জিসিএফ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এনডিএর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাত, সক্রিয় পর্যবেক্ষক, নারী এবং আদিবাসী গোষ্ঠীসহ অংশীজনদের সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

জিসিএফের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ এবং এতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূল বা সহায়ক মানদণ্ড থাকায় তা বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা দুরূহ। ফলে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা সরাসরি অভিগম্যতা প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হচ্ছে। জিসিএফের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এনডিএ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফ পর্যাপ্ত সহায়তা না করায় এনডিএ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এ ছাড়া "কান্ট্রি ওনারশিপ" নিশ্চিতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া জিসিএফের মূলনীতি হলেও তা অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জিসিএফ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জলবায়ু অভিযোজন খাতে অগ্রাধিকার প্রদান না করে প্রশমনে অধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত কার্যক্রম অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। অন্যদিকে জিসিএফে তহবিল স্বল্পতা রয়েছে। উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থ সংগ্রহ করে তা ঝুঁকিপূর্ণ দেশে সরবরাহে অনুঘটকের ভূমিকা পালনসহ কার্যকর কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণে জিসিএফের ঘাটতি বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালন ও সমন্বয় সাধনেও জিসিএফের ঘাটতি রয়েছে।

জিসিএফের "কান্ট্রি ওনারশিপ" নীতিমালায় অস্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতিসহ "কান্ট্রি ওনারশিপ" বাস্তবায়নে দক্ষ পরিকল্পনার অভাবে দেশগুলো নিজেদের নেতৃত্বে তহবিল সংগ্রহ করতে পারছে না। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। "কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ" অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা থাকলেও জিসিএফ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি প্রকল্প অনুমোদন করছে; বিশেষ করে "মাল্টি-কান্ট্রি" প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন উন্নয়নশীল দেশের "কান্ট্রি ওনারশিপ" নিশ্চিতে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

একদিকে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের জিসিএফে স্বীকৃতি ও অর্থায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি অনুদানের তুলনায় ঋণের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে সহ-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদান করছে এবং শর্ত আরোপের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করছে। জিসিএফ তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে ক্রমেই একটি ঋণ প্রদানকারী সংস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। জিসিএফ অনুদানের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদানের ফলে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ওপর ঋণ পরিশোধের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিসিএফ উন্নত দেশগুলো থেকে প্রতিশ্রুত তহবিল সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জিসিএফ উন্নয়নশীল দেশগুলোর 'কান্ট্রি ওনারশিপ' নিশ্চিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। ফলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও অভিগম্যতা নিশ্চিত হচ্ছে না।

সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জিসিএফ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করছে–

জিসিএফ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অংশীজনের জন্য

১. জিসিএফে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অভিগম্যতা নিশ্চিতে স্বীকৃতি প্রক্রিয়াকে সহজ করতে হবে। জলবায়ু ঝুঁকিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশের অভিগম্যতা ত্বরান্বিত করতে স্বীকৃতির মানদণ্ডগুলো আরও সহজ ও স্পষ্ট করতে হবে।

২. সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফের কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে স্বীকৃতি প্রদান, প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থছাড় প্রক্রিয়ার সময়সীমা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ ও প্রতিপালন করতে হবে এবং জিসিএফ ও অভিগম্যতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে (জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক) তা মেনে চলতে হবে।

৪. অভিযোজন ও প্রশমন অর্থায়নে ৫০:৫০ অনুপাত নিশ্চিত করতে হবে এবং এই অনুপাত বজায় রাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৫. ৫০:৫০ অনুপাতে বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অভিযোজন তহবিল প্রদানে একটি সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। অর্থায়নে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অভিযোজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৬. সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সহায়তাসহ নিয়মিত যোগাযোগ নিশ্চিতে জিসিএফ সচিবালয়কে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। দক্ষ জনবল নিয়োগসহ আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৭. ঝুঁকিপূর্ণ দেশে প্রকল্প প্রস্তুতিতে সহায়তার জন্য জিসিএফ থেকে উদাহরণভিত্তিক ও ব্যবহারকারী বান্ধব নির্দেশিকা প্রস্তুত ও প্রদান করতে হবে।

৮. স্বীকৃতিসহ প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রস্তুত এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এনডিএর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার জন্য জিসিএফ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে।

১০. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাঝে চলমান অসম প্রতিযোগিতা রোধ করতে হবে। এদের মাঝে ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

১১. এনডিএ, বেসরকারি খাত ও সব অংশীজনের ভূমিকা সুস্পষ্ট করে নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং অংশীজনের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. "কান্ট্রি ওনারশিপ"কে পূর্ণাঙ্গভাবে সংজ্ঞায়িত করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. "কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ" অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নসহ 'কান্ট্রি ওনারশিপ' নিশ্চিতে জিসিএফকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরি থেকে উন্নীত হওয়া এবং ভবিষ্যতে উন্নীত হতে যাওয়া জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য নতুন অগ্রাধিকার গ্রুপ তৈরি করতে হবে।

১৫. জিসিএফে তহবিল বৃদ্ধি করতে উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহ করে তা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে সরবরাহে নিজেদের অনুঘটক হিসেবে রূপান্তর করতে কার্যকর পুনঃপরিকল্পনা, কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পুনঃপরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বৈষম্য নিরসনে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ থাকতে হবে।

১৬. ঋণের পরিবর্তে অনুদানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে একই মানদণ্ডে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করতে হবে।

বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য

১. কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনডিএতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জিসিএফ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ দিতে হবে। এনডিএতে জিসিএফ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

২. জিসিএফ থেকে সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারি অনুদান ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. এনডিএ কর্তৃক জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনা এবং কৌশলগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফ তহবিলে প্রবেশগম্যতার জন্য মনোনয়ন দিতে হবে।

৪. সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির প্রক্রিয়ায় এনডিএর সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং জিসিএফের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে।

৫. এনডিএ, বেসরকারি খাত, "সক্রিয় পর্যবেক্ষক" ও সব অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে অধিকসংখ্যক প্রকল্প ধারণাপত্র এবং প্রস্তাবনা (পাইপলাইন) তৈরি ও তা জিসিএফে দাখিল করতে হবে।

৬. এনডিএ কর্তৃক মাঠপর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য জিসিএফ মানদণ্ড অনুসরণ করে নিজস্ব একটি নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

৭. জিসিএফ থেকে যথাসময়ে ও সহজে স্বীকৃতি, অনুদানভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়, বিশেষ করে অভিযোজন অর্থায়ন নিশ্চিতে দর-কষাকষির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. জিসিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় পর্যায়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করতে হবে।

৯. জিসিএফ অর্থায়নে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্বলতা ও অসংগতি দূরীকরণে জিসিএফকে সংবেদনশীল করতে টিআইবির এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে অন্যান্য জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে নিয়ে যৌথ অধিপরামর্শ ও কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে পারে।

তথ্যসূত্র

[১] Green Climate Fund. (2023). About GCF, https://www.greenclimate.fund/about (15 December 2023).

[২] Reuters. (2021, October 6). African governments want climate finance to hit $1.3 trillion by 2030. https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exclusiveafrican-governments-want-climate-finance-hit-13-trillion-by-2030-2021-10-06/ (15 December 2023).

[৩] Green Climate Fund. (2023). Retrieved from: Eitities, https://data.greenclimate.fund/public/data/entities (5 December 2023).

[৪] Green Climate Fund. (2023, December). Project Portfolio, https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard (5 December 2023).

[৫] The Sustainable Development Goals (SDGs): Goal 13 Climate Action, https://www.undp.org/sustainable-development-goals/climate-action (10 March 2023).

[৬] Report of the second Global Programming Conference of the Green Climate Fund, 2023, September 20, https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/event/global-programming-conference-report-23- september-2022.pdf (15 March 2023).

[৭] Climate Ambition Summit – Chair's Summary, 2023, September 20, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/climate_ambition_summit_-_20_september_2023_-_chairs_summary.pdf (10 December 2023).

[৮] Independent Evaluation Unit. (2023). Second Performance Review of the Green Climate Fund: Evaluation report . No. 13 (February). Songdo, South Korea: Independent Evaluation Unit, Green Climate Fund.

[৯] Green Climate Fund. (2023). Project Portfolio, https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard (15 December 2023).

[১০] Asfaw, S., Jemison, C., Khan, A., Kyle, J., Ottlakán, L., Polvi, J., Puetz, D., & Puri, J. (2019). Independent Evaluation of the Green Climate Fund's Country Ownership Approach: Evaluation Report No. 4, October 2019. Independent Evaluation Unit, Green Climate Fund. Songdo, South Korea.

[১১] Independent Evaluation Unit (2021). Independent evaluation of the Green Climate Fund's approach to the private sector. Evaluation Report No. 10, (September). Songdo, South Korea: Independent Evaluation Unit, Green Climate Fund

[১২] Green Climate Fund. (2021). Decision GCF/B.30/03. Consideration of accreditation proposals, https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b30-03_0.pdf (7 December 2023).

[১৩] The Green Climate Fund (official communication with GCF, March 27, 2024)

[১৪] Green Climate Fund. (2023, December). Status of the pledges and contributions, https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/1706-status-pledges-dec-8.pdf (10 December 2023).

[১৫] United Nations Framework Convention on Climate Change (December, 2023). Outcome of the Global Stocktake, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf (25 December 2023).

[১৬] Arkin, F. (2018, May 9). The Green Climate Fund Commits Billions, but Falls Short on Disbursements. Devex, https://www.devex.com/news/the-green-climate-fund-commits-billions-but-falls-short-ondisbursements-92648 (30 December 2023).

[১৭] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (1972). The polluter pays principle: OECD recommendations and guidance. Paris: OECD Publishing, https://www.oecd.org (30 December 2023).

[১৮] Green Climate Fund. (2022). Self-Assessment Report of the Independent Redress Mechanism, https://irm.greenclimate.fund/sites/default/files/document/self-assessment-final_0.pdf (20 December 2023)

[১৯] World Bank. (2022). Country Climate Development Report: Bangladesh, https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/6d66e133-e49d-5ad9-b056-7b1a6c6206ed/content (30 December 2023).

জাতিসংঘ কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলন : বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের জন্য টিআইবির সুপারিশ*

আজারবাইজানের বাকুতে আসন্ন ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিতব্য কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে দ্রুত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় ২০২৫ সাল-পরবর্তী জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাক-শিল্পায়ন সময় থেকে তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির বেশি বৃদ্ধি রোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও রূপান্তর এবং প্যারিস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর হালনাগাদ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি) প্রস্তুত এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তা জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে (ইউএনএফসিসিসি) জমা প্রদানের বিষয়েও সম্মেলনে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হবে। পাশাপাশি জ্বালানি রূপান্তর, ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে অর্থায়ন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভূমি ও নগর ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো আলোচিত হবে।[১]

তাই বাকু সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন এবং সম্মেলনের অ্যাজেন্ডাভুক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে–

জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচারের ঘাটতি : ২০১৫ সালে জলবায়ু সম্মেলনে ২০২৫ সালের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়নের নতুন সম্মিলিত ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য (নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফায়াবল গোল-এনসিকিউজি) নির্ধারণে এনসিকিউজিবিষয়ক একটি কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কমিটি ২০২৪ সালে তাদের কার্যক্রম সমাপ্ত করবে।[২] কিন্তু এ-সংক্রান্ত কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যার মধ্যে অন্যতম হলো–

জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা সংগ্রহে রোডম্যাপের অনুপস্থিতি : ২০২৫-পরবর্তী নতুন অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অভিযোজন, প্রশমন, ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলাসহ ২০২৫-পরবর্তী বৈশ্বিক জ্বালানি রূপান্তরে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি, অর্থ সরবরাহ পদ্ধতি এবং সময়াবদ্ধভাবে তা প্রদান নিশ্চিতে রোডম্যাপ বা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি।[৩]

ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদাভিত্তিক অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণে ঘাটতি : ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদান একটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছিল, যা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে করা হয়নি। অন্যদিকে, এনসিকিউজিবিষয়ক কমিটি ২০২৫ সাল-পরবর্তী জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদা বিবেচনা এবং তা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে নিরূপণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

* কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে ৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে টিআইবি প্রণীত (ওয়েবসাইটে প্রকাশিত) পলিসি ব্রিফ।

প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল সরবরাহে ঘাটতি : প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদান বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু অর্থায়ন প্রাপ্তি ক্রমেই কঠিন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। সার্বিকভাবে, জলবায়ু তহবিল প্রদানে যেসব ঘাটতি বিদ্যমান তার মধ্যে অন্যতম হলো–

প্রতিশ্রুত তহবিল প্রদানে ঘাটতি : ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থ প্রদান করলেও[৪] এর হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি বিদ্যমান।[৫] ২০১৬ সাল থেকে উন্নত দেশগুলো গড়ে প্রতিবছর ৮২ বিলিয়ন ডলার প্রদান করে। কিন্তু পূর্ববর্তী বছরের ঘাটতি পূরণসহ প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার স্বচ্ছ ও সময়াবদ্ধভাবে প্রদানে কোনো অগ্রগতি নেই।

প্রদত্ত অর্থের দ্বৈত গণনা : জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা এবং তহবিল প্রবাহ গণনার সর্বসম্মত ও স্বীকৃত পদ্ধতি না থাকায় উন্নয়ন সহায়তাকে জলবায়ু তহবিল হিসেবে দেখানোর সুযোগ রয়েছে। উন্নত দেশগুলো কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই উন্নয়ন সহায়তার সাথে জলবায়ু অর্থায়নকে মিলিয়ে প্রদান করছে এবং প্রদত্ত অর্থ দুইবার গণনা ও রিপোর্ট করছে। ২০২০ সালে দেশগুলো মোট ৮৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে বললেও বাস্তবে এর মাত্র ২০ বিলিয়ন সরাসরি জলবায়ু তহবিল-সম্পর্কিত।[৬]

জলবায়ু খাতে ঋণের প্রসার : প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা না থাকায় "নতুন" এবং "অতিরিক্ত" সহায়তাকে উন্নত দেশগুলো শর্তযুক্ত ঋণ আকারে প্রদান করছে[৭] যা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জনগণের ওপর নতুন ঋণের বোঝা তৈরি করছে।[৮] উল্লেখ্য, ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রদত্ত মোট অর্থ যা জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার ৭০ শতাংশই ঋণ।[৯] অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত জিসিএফ থেকে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৪০ দশমিক ৬ শতাংশই (৫ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার) ঋণ।[১০]

জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তিতে কঠিন শর্ত এবং আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য : জিসিএফসহ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তিতে সহ-অর্থায়ন জোগানের শর্তসহ কঠিন মানদণ্ড নির্ধারণ করায় তহবিল সংগ্রহ করা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু তহবিলে নিবন্ধন নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে ঋণের প্রসার করছে। জিসিএফ তহবিল প্রাপ্ত ১২৯ দেশের মধ্যে ৯৭ দশমিক ৭ শতাংশ দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।[১১]

জলবায়ু তহবিলের অপর্যাপ্ততা : উন্নয়নশীল দেশগুলোর এনডিসি বাস্তবায়নে ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৬ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।[১২] ২০২৪ সাল থেকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করা হলেও তা কার্যত চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।[১৩] জলবায়ু অর্থায়নের অন্যতম উৎস জিসিএফ ২০১৫ সাল থেকে মাত্র ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন প্রদান করেছে, যা বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতির বিপরীতে মাত্র ২-৩ শতাংশ।[১৪] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ২০২০-৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ২০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। কিন্তু, দেশটি ২০১০-২৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ৭১০ মিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক উৎস থেকে পেয়েছে।[১৫] বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডেও (বিসিসিটিএফ) বরাদ্দ

কমেছে। এ ছাড়া তহবিলটিতে বিগত বছরগুলোয় বরাদ্দকৃত অর্থের বৃহৎ অংশ (৮৭৩ কোটি টাকা) পদ্মা ব্যাংকের মতো একটি অদক্ষ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, যা ২০৩৮ সালের আগে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।[১৬]

ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজনে কম অগ্রাধিকার : ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজন অগ্রাধিকার হলেও এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। সব উৎস মিলিয়ে ২০২১-২২ সালে বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থের সরবরাহ ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশ প্রশমন-সংক্রান্ত। অভিযোজনে মাত্র ৬৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করলেও এর ৯৮ শতাংশই দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত।[১৭] অভিযোজনের উল্লেখযোগ্য খাত কৃষি, বন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।[১৮] ২০১০-১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশসহ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশ পেয়েছে মাত্র ২৩ বিলিয়ন ডলার, যা এই সময়ে সরবরাহকৃত মোট জলবায়ু অর্থের ২ শতাংশের কম।[১৯] জিসিএফে অভিযোজন এবং প্রশমনে বরাদ্দ ৫০ঃ৫০ অনুপাত বজায় রাখার কথা থাকলেও ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই অনুপাত ৪৪ঃ৫৬।[২০]

প্রকল্পের সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নে ঘাটতি : জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন, অর্থছাড় ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতিমালা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুসরণ করা হয় না। অর্থছাড়েও রয়েছে দীর্ঘসূত্রতা। জিসিএফ প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থছাড় পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৮০ দিন সময় নির্ধারিত হলেও অর্থছাড় পাওয়া প্রকল্পে গড়ে ৫৬২ দিন ব্যয় হয় (সর্বনিম্ন ৩৬ দিন, সর্বোচ্চ ২৩২৪ দিন)। ৯২ দশমিক ২ শতাংশ প্রকল্পে নির্ধারিত সময়ে অর্থছাড় হয়নি। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের জন্য অনুমোদিত একটি জিসিএফ প্রকল্পে ১২ শতাংশ অর্থছাড় করা হয়েছে। অর্থছাড় ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা এবং ধীরগতির ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে অনুদানভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি : ২০২৩ সালের জলবায়ু সম্মেলনে ক্ষয়ক্ষতি তহবিল গঠন হলেও ২৩টি দেশ সমষ্টিগতভাবে মাত্র ৭০২ মিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য (মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ)।[২১] তহবিলটিতে সবচেয়ে বেশি দূষণকারী ১০টি উন্নত দেশের মধ্যে সংযুক্ত আরব অমিরাত ১০০ মিলিয়ন, জার্মানি ১০০ মিলিয়ন, যুক্তরাজ্য ৫০ দশমিক ৭ মিলিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ১৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন এবং জাপান ১০ মিলিয়ন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু চীন, রাশিয়া, ভারতসহ অন্যতম দূষণকারী কয়েকটি দেশ অর্থ প্রদানের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি।[২২]

এনডিসি বাস্তবায়নে ঘাটতি : প্যারিস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে ইউএনএফসিসিসিতে হালনাগাদ এনডিসি ২০২৫ সালের মধ্যে জমা দিতে হবে। কিন্তু ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নত দেশের অর্থনীতির সাথে জড়িত সব খাতকে এনডিসির অন্তর্ভুক্ত করে কার্বন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। এ ছাড়া এনডিসির সব খাতকে অর্থায়নেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; বিশেষ করে কৃষি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[২৩] জলবায়ু সহনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়ন নেই।[২৪] বাংলাদেশ মিথেন গ্যাস হ্রাসে আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে (২০২০ সালকে ভিত্তি বছর

ধরে) বর্জ্য খাত থেকে ৩০ শতাংশ মিথেন গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের পরিকল্পনা করলেও তা বাস্তবায়নে রোডম্যাপ নেই।

জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় ঘাটতি : প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও পুনরুদ্ধার, জীবন-জীবিকা রক্ষা, ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো এবং টেকসই নগর ব্যবস্থাপনা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও এসব কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি বিদ্যমান। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়ন না থাকাসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে; বিশেষ করে–

পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন : পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকায় কয়লা, তেল এবং এলএনজিভিত্তিক জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নত দেশগুলো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।[২৫] ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ও ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প কারখানা স্থাপন চলমান রয়েছে।

জলবায়ুঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে নগর ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি : বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে নগরায়ণের জন্য বন ধ্বংস এবং জলাভূমি ও নদী দখল অব্যাহত রয়েছে। ফলে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি নগরে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি, পানি ও বর্জ্য অব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ুতাড়িত বিবিধ রোগ ও মহামারির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধিসহ নগরগুলো বসবাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নগরের ভূমি, পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব : ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আয়োজক দেশ এবং সম্মেলন-সংশ্লিষ্টদের সাথে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতের বিনিয়োগকারীদের সভা আয়োজন ও সম্মেলনের সভাপতি এবং আয়োজক দেশ এই প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকায় সম্মেলন আয়োজনে জড়িতদের আচরণবিধি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ ছাড়া সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও আধিপত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা, ইউএনএফসিসিসি প্রতিবেদনে পছন্দসই পরিবর্তনে চাপ প্রয়োগসহ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রসারে অর্থ প্রদানের বিষয়ে প্রশ্ন তুলছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির নামে "গ্রিন ওয়াশে"র প্রচেষ্টা : এ বছর জলবায়ু সম্মেলনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও বহুজাতিক জ্বালানি কোম্পানিগুলো সম্মেলনে দীর্ঘস্থায়ীভবে এলএনজিভিত্তিক জ্বালানি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করছে। লবিস্টরা হাইড্রোজেনকে টেকসই জ্বালানির অন্যতম উৎস হিসেবে উপস্থাপনসহ সম্মেলনে হাইড্রোজেন অ্যাকশন ঘোষণাপত্র তৈরির ঘোষণা দিয়েছে।[২৬] বাংলাদেশ সরকারও বিগত বছরগুলোতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে সহায়ক আইন ও নীতি প্রণয়ন না করা, জমির স্বল্পতা, কৃষিজমি হ্রাসসহ এ খাত থেকে জ্বালানি উৎপাদন ব্যয়বহুল ইত্যাদি অজুহাতে জ্বালানি উৎপাদন নিরুৎসাহিত করেছে।

উন্নত দেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অব্যাহত থাকা : বৃহৎ কয়লা ও তেল উত্তোলনকারী দেশের পরিকল্পনা অনুসারে, কয়লার উৎপাদন ২০৩০ সাল পর্যন্ত এবং গ্যাস ও তেলের উৎপাদন ২০৫০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।[২৭] প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতির সাথে বৈশ্বিক জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনের এই পরিকল্পনাটি বিপজ্জনকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৮] বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের যথাক্রমে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ৬০ দশমিক ৫ শতাংশ আসছে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে।[২৯] কয়লার ব্যবহার কমানোর ঘোষণা দেওয়া দেশগুলোর অর্ধেকই কয়লার ব্যবহার বাড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে চীন ৯ এবং যুক্তরাষ্ট্র ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে।[৩০]

বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর বিবিধ শর্তে শিথিলতা : এনডিসি বাস্তবায়নে প্যারিস পরিকল্পনা (রুলবুক) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা গৃহীত হলেও রুলবুকের বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর (এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক) আওতায় প্রতিবেদন প্রস্তুতে কিছু শর্ত শিথিল রাখা হয়েছে। অর্থায়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে তা মেনে চলাও বাধ্যতামূলক নয়। ফলে দেশগুলো অস্বচ্ছ তথ্যের ভিত্তিতে গ্যাস নির্গমন, অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম এবং প্রদত্ত ও প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তাসংবলিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। উন্নত দেশসহ অধিকাংশ দেশ তাদের প্রতিবেদনে তুলনাযোগ্য, সম্পূর্ণ এবং সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করেনি।[৩১]

আসন্ন কপ-২৯ সম্মেলনে টিআইবির প্রত্যাশা

এই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন কপ-২৯ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিচের দাবিগুলো পেশ করছে–

বাংলাদেশ কর্তৃক কপ-২৯ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য

- ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা সময়াবদ্ধভাবে সরবরাহে উন্নয়নশীল এবং ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর সাথে একত্রে কাজ করতে হবে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে উন্নত দেশগুলোকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারসহ নতুন অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুতে সমন্বিত দাবি উত্থাপন করতে হবে।
- ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরসহ নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- প্যারিস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে নতুন কোনো কয়লানির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে।
- বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর (এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক) প্রতিশ্রুতি পূরণে শিথিলতা পরিহার, অভিযোজন, প্রশমন ও অর্থায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জাবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

- জিসিএফ তহবিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতসহ শুদ্ধাচারব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অনুদানভিত্তিক অভিযোজনকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ সময়াবদ্ধ প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজন ও প্রশমনবিষয়ক ৫০ঃ৫০ অনুপাত মেনে অর্থায়ন করতে হবে।
- ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে উন্নত দেশগুলোকে অর্থায়নের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ঝুঁকির বিনিময়ে ঋণ ও বিমার পরিবর্তে অনুদানভিত্তিক অর্থ বরাদ্দসহ তহবিলটিতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদাভিত্তিক অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- উন্নত দেশ থেকে প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিল সংগ্রহে সরকারকে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিশ্রুত অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিতে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের জন্য করণীয়

- কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদানে এবং জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা হ্রাসে ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান (আইইপিএমপি) সংশোধন করতে হবে।
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০০৯ এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ সংশোধন করতে হবে। এতে তহবিল ব্যবহারবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান সংযোজন করতে হবে।
- কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধে বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন একটি ঘোষণা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দিতে হবে।
- সব অংশীজনের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে এনডিসি হালনাগাদ করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি এবং লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এনডিসিতে খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- এনডিসির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনাধীন কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নাবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জিসিএফসহ আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
- শহর ও নগরে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গুরুত্ব দিতে হবে এবং বর্জ্য খাত থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ রোধে একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

- বিসিসিটিএফের প্রত্যাশা পূরণে এই ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।
- পদ্মা ব্যাংকে বিসিসিটিএফের বিনিয়োগকৃত অর্থ উদ্ধারে দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যাংকটিতে ট্রাস্ট ফান্ডের টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িতদের জাবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি ও নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাসংক্রান্ত সব প্রকল্পে সুশাসন, শুদ্ধাচার এবং বিশেষ করে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] ইউনাইটেড নেশনস্ ইউনিভার্সিটি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://unu.edu/ehs/news/5-highlights-expect-cop29-baku (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২] ইউএনএফসিসি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/documents/641326 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩] আইআইইডি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.iied.org/new-climate-finance-goal-making-what-must-happen-2023 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৪] ওইসিডি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd.org/en/publications/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2013-2022_19150727-en.html (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৫] সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.cgdev.org/blog/100-billion-climate-finance-provided-fact-or-fiction (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৬] ওইসিডি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2016-2020_286dae5d-en;jsessionid=01LQCDqGUoxETaFQ08B_prUha4fYaqHxrW1p4aK2.ip-10-240-5-152 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭] দ্য ডেইলি স্টার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m41Jpt; ডেইলি স্টার, ২৮ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3AZbvgN (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৮] জাতিসংঘ ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://unctad.org/news/climate-finance-goal-works-developing-countries (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৯] ডেব্ট জাস্টিস ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.cadtm.org/Demanding-Debt-Economic-and-Climate-Justice (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১০] টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১১] টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981(৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১২] জাতিসংঘ ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://unctad.org/news/climate-finance-goal-works-developing-countries (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৩] সালিমুল হক, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/opinion/politics-climate-change/news/100-billion-tackle-climate-change-trillion-too-short-3021476 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৪] টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৫] ঢাকা ট্রিবিউন, ২ জানুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত: https://www.dhakatribune.com/climate-change/2021/01/02/climate-finance-in-bangladesh-a-critical-review (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৬] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.youtube.com/watch?v=dXcsEnZu4BU (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৭] ক্লাইমেট পলিসি ইনিশিয়েটিভ ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2023/ (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৮] ইসিডি, ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/development-finance-for-climate-and-environment-related-fragility_b2294ce0/0db04331-en.pdf (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৯] গ্লোবাল ল্যান্ডস্কেপ ফর ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২০] টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২১] ইউএনএফসিসি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/loss-and-damage-fund-joint-interim-secretariat (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২২] ইউএনএফসিসি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/funds-and-financial-entities/pledges-to-the-fund-for-responding-to-loss-and-damage (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৩] ইউএনএফসিসি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৪] স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ইনস্টিটিউট, বিস্তারিত দেখুন: https://siwi.org/wp-content/uploads/2024/06/water-in-the-ndcs-increasing-ambition-for-the-future_v2.pdf (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৫] মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3C79Y9A (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৬] কপ২৯-এ যে আলোচ্যসূচি, বিস্তারিত দেখুন: COP29 Presidency Action Agenda Letter (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৭] দ প্রডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২৩, বিস্তরিত দেখুন: https://productiongap.org/ (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৮] ইউএন নিউজ, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://news.un.org/en/story/2021/10/1103472 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৯] ইডিজিএআর, ২০২৪, বিস্তারিত: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024 (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩০] দ্যা স্ট্রাটেজিস্ট, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.aspistrategist.org.au/the-worlds-appetite-for-coal-was-increasing-even-before-the-ukraine-war/ (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩১] ইউএনএফসিসিসি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m4rvtr (৩১ অক্টোবর ২০২৪)।

গবেষক পরিচিতি

ইকরামুল হক ইভান

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে সহসমন্বয়ক হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশনস বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলো, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর, চ্যানেল নাইনে প্রায় ছয় বছর অতিবাহিত করে উন্নয়ন যোগাযোগ পেশায় যুক্ত হন। তার গবেষণা আগ্রহের ক্ষেত্র হচ্ছে– গণমাধ্যম ও নিউ মিডিয়া, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া এবং শুদ্ধাচার।

কে. এম. রফিকুল আলম

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে সহসমন্বয়ক, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন হিসেবে কর্মরত। তিনি কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ও এমএসসির পাশাপাশি ফলিত পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্সে দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। উন্মুক্ত সরকারি ডেটা ব্যবহার করে সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিতকরণে কৌশল নির্ধারণ এবং কার্যকরী টুল উন্নয়ন তার আগ্রহের প্রধান জায়গা। বাংলাদেশে সরকারি ই-ক্রয়কার্যক্রমে প্রতিযোগিতার প্রবণতা বিশ্লেষণ (২০১২-২৩) বিষয়ক প্রকাশনা যার বড় উদাহরণ। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামার ভিত্তিতে প্রার্থী পরিচিতি (Know Your Candidate-KYC) ড্যাশবোর্ড তৈরিও তার অন্যতম আলোচিত কাজ। স্কোপাস-ইনডেক্স জার্নাল ও কনফারেন্সে রফিকুল আলমের চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

ফারহানা রহমান

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা, ২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, এল আর ফান্ড, নাগরিক সেবায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, রাজউক, প্রতিবন্ধিতা, ভিডব্লিউবি কর্মসূচি,

ব্যবসায় শুদ্ধাচার বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সাথে তিনি বিশেষভাবে জড়িত।

মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (কোয়ান্টিটেটিভ) হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ আট বছরের বেশি সময় প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শিশু স্বাস্থ্য, নারীদের ক্ষমতায়ন এবং ব্যবসায় শুদ্ধাচার বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। এ পর্যন্ত ছয়টি আন্তর্জাতিক জার্নালে তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মো. জুলকারনাইন

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যাংকিং খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন জরিপের সাথেও জড়িত ছিলেন। টিআইবি ছাড়াও তিনি পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ, জেমস পি. গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।

মো. নেওয়াজুল মওলা

টিআইবির এনার্জি গভর্ন্যান্স প্রকল্পে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কর্মরত। আগে তিনি একই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ ফেলো-ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্ন্যান্স (সিএফজি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (আইইউবি) থেকে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে মাস্টার অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার নিবিড় অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি টিআইবিতে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ পরিবেশ, জলবায়ু ও জ্বালানি খাতের ওপর বিভিন্ন গবেষণাসহ এ-সংক্রান্ত বিষয়ের অর্থায়ন ও সুশাসনগত দিকগুলো বিশ্লেষণ করেন এবং অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি ব্র্যাক

ইউনিভার্সিটি, আইসিডিডিআরবি এবং ব্র্যাকের সাথে কাজ করেছেন। তার কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় তার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো হলো পরিবেশ ও জলবায়ু, জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সুশাসন, জলবায়ুতাড়িত অভিবাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

মো. মাহ্‌ফুজুল হক

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (সিএফজি) হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, পানি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয় তার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। তার গবেষণাকাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং সুশাসন, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসনের মানদণ্ড নির্ধারণ, বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতি, ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং।

মো. মোস্তফা কামাল

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যলয়ে প্রভাষক নিয়োগ, এসডিজি, এনজিও খাত, সরকারি সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সেবাপ্রাপ্তিতে জবাবদিহি, নগর ব্যবস্থাপনায় সুশাসন- অগ্নিকাণ্ড ও এডিস মশা প্রতিরোধ, জাতীয় খানা জরিপ, সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং আইসিডিডিআরবিতে একাধিক গবেষণা প্রকল্পে সম্পৃক্ত ছিলেন।

মো. সহিদুল ইসলাম

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (সিএফজি) হিসেবে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট এবং ইনস্টিটিউট অব কালচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চসহ (আইসিডিআর) বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণার কাজ করেছেন। তার

গবেষণার ক্ষেত্র সামাজিক পুঁজি, প্রজননস্বাস্থ্য, অভিবাসন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নীতি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তার ৪০টির বেশি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মো. সাজেদুল ইসলাম

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যপ্রযুক্তি এবং ফলিত পরিসংখ্যান ও তথ্যবিজ্ঞানের ওপর আরও দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ডেটাবেইস এবং ডেটা বিশ্লেষণে তার গভীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। টিআইবিতে কাজ করার সময় তিনি সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২১, ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিংসহ বিভিন্ন গবেষণায় ডেটা বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে গভর্নমেন্ট ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ প্রোগ্রামে কাজ করেছেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশের কয়েকটি স্বনামধন্য সফটওয়ার কোম্পানিতে সফটওয়ার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ান্টিটেটিভ হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইইডিসিআর, আইপাস বাংলাদেশ এবং এমিনেন্সের মতো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার গবেষণার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে জনস্বাস্থ্য, জেন্ডার, জলবায়ু পরিবর্তন, সংসদ ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সাথে বিশেষভাবে জড়িত।

মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে পচিালক হিসেবে কর্মরত। তিনি একাধারে গণমাধ্যম ও উন্নয়নকর্মী। ব্যবসা ও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় ১৮ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মোহাম্মদ তৌহিদ বর্তমানে উন্মুক্ত ডেটার ব্যবহার ও দেশে ডেটা সাংবাদিকতা বিস্তারে কাজ করছেন। উন্মুক্ত সরকারি ডেটা ব্যবহার করে সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করণে কৌশল নির্ধারণ এবং কার্যকরী টুল উন্নয়ন তার আগ্রহের প্রধান জায়গা। বাংলাদেশে সরকারি ই-ক্রয়কার্যক্রমে প্রতিযোগিতার প্রবণতা বিশ্লেষণ (২০১২-২৩) বিষয়ক প্রকাশনা যার বড় উদহারণ। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামার ভিত্তিতে প্রার্থী পরিচিতি (Know Your Candidate-KYC) ড্যাশবোর্ড তৈরিও তার অন্যতম আলোচিত কাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ডিগ্রি অর্জনকারী মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ২০১৫ সালে জাতিসংঘের রেহাম-আল ফারাহ মেমোরিয়াল জার্নালিস্ট ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে অস্ট্রিয়ার ইন্টারন্যাশনাল এন্টি-করাপশন অ্যাকাডেমি (আইএসিএ) থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

মোহাম্মদ নূরে আলম

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় সাউথ সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে একবছরমেয়াদি ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। নূরে আলম শিক্ষা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিমান ও বিমানবন্দর, এল আর ফান্ড, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, নাগরিক সেবায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থাপানা এবং ব্যবসায় শুদ্ধাচার বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথে তিনি জড়িত।

রাবেয়া আক্তার কনিকা

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। গুণগত গবেষক হিসেবে তিনি সিআইপিআরবি ও আইপাস বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্য, জেন্ডার, নগর উন্নয়ন, গণতন্ত্র অধ্যয়ন, সংসদব্যবস্থা ইত্যাদি।

রিফাত রহমান

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে সহসমন্বয়ক, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। ডেটা অ্যানালাইসিসের প্রতি আগ্রহ থাকায় মাইক্রোসফট থেকে ডেটা ম্যানেজমেন্ট বিষয়েও তিনি কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি ১০ বছর ধরে ডেটাপ্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। রিফাত রহমান জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের "কাজের বিনিময়ে অর্থ" কর্মসূচির জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় "ট্রাকিং অ্যান্ড পেমেন্ট সিস্টেম" ডেভেলপ করেন, যা এখন পর্যন্ত ১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা পরিবারকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া উন্মুক্ত সরকারি ডেটা ব্যবহার করে সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিতকরণে কৌশল নির্ধারণ এবং কার্যকরী টুল উন্নয়ন তার আগ্রহের প্রধান জায়গা। বাংলাদেশে সরকারি ই-ক্রয়কার্যক্রমে প্রতিযোগিতার প্রবণতা বিশ্লেষণ (২০১২-২৩) বিষয়ক প্রকাশনা যার বড়

উদাহরণ। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামার ভিত্তিতে হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি (Know Your Candidate-KYC) ড্যাশবোর্ড তৈরিও তার অন্যতম আলোচিত কাজ।

শাহজাদা এম আকরাম

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে– গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া; নির্বাচন ব্যবস্থা; রাজনৈতিক দল; জাতীয় সততা ব্যবস্থা এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন); টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট; স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শ্রম অভিবাসন।

বাংলাদেশে

সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, বিশেষত দুর্নীতির প্রকৃতি, প্রক্রিয়া, মাত্রা এবং ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোয় প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করা এবং এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে "বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়" শীর্ষক ১৪টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের পঞ্চদশ সংকলন ২০২৫ সালের অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে শুদ্ধাচার ব্যবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছে।

978-984-35-7244-8

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার, বাড়ি: ০৫ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
রোড: ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
টেলিফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh